THE

NEW TESTAMENT

OF OUR

LORD AND SAVIOUR

JESUS CHRIST,

IN THE

BENGA'LI' LANGUAGE.

TRANSLATED FROM THE ORIGINAL GREEK
BY THE CALCUTTA BAPTIST MISSIONARIES
WITH NATIVE ASSISTANTS.

CALCUTTA:
RE-PRINTED WITH ALTERATIONS FOR THE CALCUTTA AUXILIARY BIBLE SOCIETY, AT THE BAPTIST MISSION PRESS.
1855.

ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগ।

অর্থাৎ

ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের

নূতন ধর্ম্মনিয়ম

সম্বন্ধীয় গ্রন্থসমূহ।

ইংলণ্ডীয় ও বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতকর্ত্তৃক গ্রীক ভাষাহইতে
ভাষান্তরীকৃত;

এবং

কলিকাতাস্থ ধর্ম্মপুস্তকসমাজের আজ্ঞাক্রমে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

কলিকাতা।

বাং সন ১২৬১। ইং সন ১৮৫৫।

মথিলিখিত সুসমাচার।

---

১ অধ্যায়।

১ ইব্রাহীমের সন্তান দায়ূদ্, তাহার সন্তান যীশু খ্রীষ্টের
২ পূর্ব্ববংশাবলি। ইব্রাহীমের পুত্র ইস্হাক্; ও ইস্হা-
কের পুত্র যাকূব্; ও যাকূবের পুত্র যিহূদা এবং তাহার
৩ ভ্রাতৃগণ। তামরের গর্ব্ভে ঐ যিহূদার ঔরসে পেরস্ ও
সেরহ জন্মে; সেই পেরসের পুত্র হিষ্রোণ; ও হিষ্রোণের
৪ পুত্র অরাম্। ও অরামের পুত্র অম্মীনাদব; ও অম্মীনা-
দবের পুত্র নহশোন্; ও নহশোনের পুত্র সল্মোন্।
৫ রাহবের গর্ব্ভে সেই সল্মোনের ঔরসে বোয়সের জন্ম
হয়। ও রূতের গর্ব্ভে বোয়সের ঔরসে ওবেদের জন্ম
৬ হয়; ও ওবেদের পুত্র যিশয়। ঐ যিশয়ের পুত্র দায়ূদ্
রাজা; দায়ূদ্ রাজার ঔরসে মৃত ঊরিয়ের স্ত্রীতে সুলে-
৭ মানের জন্ম হয়। এবং সুলেমানের পুত্র রিহবিয়াম্; ও
৮ রিহবিয়ামের পুত্র অবিয়; ও অবিয়ের পুত্র আসা। এবং
আসার পুত্র যিহোশাফট্; ও যিহোশাফটের পুত্র
৯ যিহোরাম্; সেই যিহোরামের সন্তান উষিয়। এবং উষি-
য়ের পুত্র যোথম্; ও যোথমের পুত্র আহস্; ও আহ-
সের পুত্র হিষ্কিয়। এবং হিষ্কিয়ের পুত্র মিনশি; ও
মিনশির পুত্র আমোন্; ও আমোনের পুত্র যোশিয়।
১ বাবিলে নীত হওনের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ঐ যোশিয়ের সন্তান
২ যিহোয়াখীন্ ও তাহার ভ্রাতৃগণ জন্মে। এবং বাবিলে
নীত হওনের পরে যিহোয়াখীনের পুত্র শল্টীয়েল জন্মে;

হারা প্রস্থান করিল; তাহাতে পূর্ব্বদিগে থাকিয়া তাহারা যে তারা দেখিয়াছিল, সেই তারা তাহাদের অগ্রে গিয়া যে স্থানে শিশু আছেন, সেই স্থানের উপরে স্থগিত হইয়া ১০ রহিল। তাহা দেখিয়া তাহারা মহানন্দে উল্লাসিত হইল। ১১ এবং গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার মাতা মরিয়মের সহিত সে শিশুকে দেখিয়া দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিল, এবং আপনাদের ধনকোষ খুলিয়া স্বর্ণ ও কুন্দুরু ও গন্ধ- ১২ রস তাঁহাকে দর্শনীয় দিল। পরে হেরোদের নিকটে ফিরিয়া যাইতে স্বপ্নযোগে ঈশ্বরকর্ত্তৃক নিবারিত হইলে তাহারা অন্য পথ দিয়া আপনাদের দেশে প্রস্থান করিল।

১৩ তাহারা প্রস্থান করিলে পর পরমেশ্বরের দূত স্বপ্ন যোগে যূষফ্‌কে দর্শন দিয়া কহিল, তুমি উঠিয়া সেই শিশুকে ও তাঁহার মাতাকে লইয়া মিসরদেশে পলায়ন কর; এবং আমি যাবৎ তোমাকে কিছু না বলিব তাবৎ সেই স্থানে থাক; কেননা হেরোদ্‌ শিশুকে নষ্ট কর- ১৪ ণার্থে তাঁহার অনুসন্ধান করিবে। তখন যূষফ্‌ উঠিয়া রাত্রিযোগে শিশুকে ও তাঁহার মাতাকে লইয়া মিসর দেশে প্রস্থান করিল, এবং হেরোদের মৃত্যু পর্য্যন্ত সেই ১৫ দেশে থাকিল। তাহাতে ভবিষ্যদ্বক্তাদ্বারা কথিত পরমে- শ্বরের এই বাক্য সফল করা গেল, যথা, "আমি মিসর- দেশ হইতে আপন পুত্রকে ডাকিলাম।"

১৬ পরে হেরোদ্‌ জ্যোতির্ব্বেত্তৃগণহইতে আপনাকে বঞ্চিত দেখিয়া মহাক্রুদ্ধ হইল, এবং জ্যোতির্ব্বেত্তাদের নিকটে সবিশেষ জিজ্ঞাসাদ্বারা যে সময় জ্ঞাত হইয়াছিল, তদ- নুসারে দুই বৎসর ও তাহার ন্যূন বয়স্ক যত শিশু বৈৎলেহম্‌ নগরে ও তাহার তাবৎ সীমার মধ্যে ছিল, ১৭ লোক পাঠাইয়া সে সকলকেই বধ করাইল। তাহাতে যিরিমিয় ভবিষ্যদ্বক্তার এই বাক্য সফল করা গেল, যথা,

১৮ "রামৎপুরে ক্রন্দন ও শোক ও মহাবিলাপের শব্দ "শুনা যায়; রাহেল্ আপন বালকদের নিমিত্তে রো- "দন করিতেছ প্রবোধ কথা মানে না, কেননা তাহারা "নাই।"

১৯ তদনন্তর হেরোদের মৃত্যু হইলে পর পরমেশ্বরের দূত মিসর্ দেশে যূষফ্‌কে স্বপ্নযোগে দর্শন দিয়া কহিল,
২০ তুমি উঠ, শিশুকে ও তাঁহার মাতাকে লইয়া পুনর্ব্বার ইস্রায়েল্ দেশে যাও; কারণ যাহারা শিশুর প্রাণ নষ্ট
২১ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহারা মরিয়াছে। তাহাতে সে উঠিয়া শিশুকে ও তাঁহার মাতাকে লইয়া ইস্রায়েল্
২২ দেশে আইল। কিন্তু যিহূদা দেশে নিজ পিতা হেরো- দের পদে আর্খিলায় রাজত্ব করিতেছে, ইহা শুনিয়া সে স্থানে যাইতে ভয় করিল; পরে স্বপ্নযোগে ঈশ্বর হইতে আদেশ পাইয়া গালীল প্রদেশে প্রস্থান পূর্ব্বক নাসরৎ
২৩ নামক নগরে গিয়া বসতি করিল; তাহাতে "তিনি নাসরীয় বিখ্যাত হইবেন," এই যে কথা ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ- দ্বারা উক্ত ছিল, তাহা সফল করা গেল।

৩ অধ্যায়।

১ সেই সময়ে যোহন্ বাপ্তাইজক উপস্থিত হইয়া যিহূদা
২ দেশের প্রান্তরে ঘোষণা করিতে লাগিল। সে কহিল, মন ফিরাও, কেননা স্বর্গের রাজত্ব সন্নিকট হইল। যি-
৩ শায়িয় ভবিষ্যদ্বক্তাদ্বারা সেই ব্যক্তির এই রূপ বর্ণনা করা গিয়াছিল, যথা, "প্রান্তরে এই বাক্যবাদি এক জনের "রব আছে, পরমেশ্বরের পথ প্রস্তুত কর, ও তাঁহার
৪ "রাজপথ সমান কর।" ঐ যোহনের বস্ত্র উষ্ট্রের লোম- জাত, ও তাহার কটিদেশে চর্ম্মপটুকা, এবং তাহার
৫ খাদ্য পাঙ্গপাল ও বনমধু ছিল। তখন যিরূশালম্ নগর

নিবাসিরা এবং তাবৎ যিহূদা দেশের ও যর্দ্দনের উভয়
৬ তীরস্থ লোকেরা বাহিরে তাহার নিকটে গমন করিয়া
আপন২ পাপ স্বীকার পূর্ব্বক ঐ যর্দ্দনে তাহা দ্বারা বা-
প্তাইজিত হইল।

৭ পরে অনেক২ ফিরূশি ও সিদূকি লোকদিগকে আপ-
নার নিকটে বাপ্তাইজিত হওনার্থে আসিতে দেখিয়া সে
তাহাদিগকে কহিল, হে সর্পের বংশ, আগামি কোপ-
হইতে পলায়ন করিতে তোমাদিগকে কে চেতনা দিল?
৮ অতএব মনঃপরিবর্ত্তনের উপযুক্ত ফলে ফলবান হও।
৯ কিন্তু 'আমাদের পিতা ইব্রাহীম আছেন,' মনে২ এমন
ভাবিয়া কহিও না; কেননা আমি তোমাদিগকে কহি-
তেছি, ঈশ্বর ইব্রাহীমের জন্যে এই২ প্রস্তর হইতে
১০ সন্তান উৎপন্ন করিতে পারেন। আর বৃক্ষের মূলে এখ-
নও কুঠার লাগান আছে; যে কোন বৃক্ষে উত্তম ফল
১১ ধরে না, সে ছিন্ন হইয়া অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইবে। আর
আমি মনঃপরিবর্ত্তনার্থে তোমাদিগকে জলেতে বাপ্তাইজ
করাইতেছি বটে; কিন্তু আমার পশ্চাৎ যিনি আসিতে-
ছেন, তিনি আমা অপেক্ষাও শক্তিমান; আমি তাঁহার
পাদুকা বহিবারও যোগ্য নহি; তিনি তোমাদিগকে
পবিত্র আত্মাতে এবং অগ্নিতে বাপ্তাইজ করাইবেন।
১২ তাঁহার হস্তে কুলা আছে, তিনি আপনার শস্য মর্দ্দন-
স্থান সুপরিষ্কৃত করিয়া আপনার গোম ভাণ্ডারে সং-
গ্রহ করিবেন, কিন্তু ভূষি সকল অনির্ব্বাণ অগ্নিতে দগ্ধ
করিবেন।

১৩ পরে যোহনদ্বারা বাপ্তাইজিত হইবার জন্যে যীশু গা-
১৪ লীল্ দেশ হইতে তাহার নিকটে যর্দ্দনে আইলেন। কিন্তু
যোহন্ তাঁহকে বারণ করিয়া কহিল, তোমাদ্বারা বাপ্তা-
ইজিত হওয়া আমার আবশ্যক আছে; অতএব তুমি

১৫ কেন আমার নিকটে আসিতেছ? তখন যীশু উত্তর করিলেন, এখন সম্মত হও, কেননা এই প্রকারে সকল ধর্ম্ম সাধন করা আমাদের উপযুক্ত; তাহাতে সে সম্মত
১৬ হইল। পরে যীশু বাপ্তাইজিত হইয়া তৎক্ষণাৎ জল হইতে উঠিলেন; তাহাতে তাঁহার নিমিত্তে স্বর্গদ্বার মুক্ত হইলে তিনি ঈশ্বরের আত্মাকে কপোতের ন্যায় আপ-
১৭ নার উপরে নামিয়া আসিতে দেখিলেন। আর 'ইনি আমার প্রিয় পুত্র, ইহাঁতেই আমার পরম সন্তোষ,' স্বর্গ হইতে এমন এক বাণী আইল।

৪ অধ্যায়।

১ তখন যীশু শয়তানকর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইবার জন্যে
২ আত্মাদ্বারা প্রান্তরে নীত হইলেন। পরে চল্লিশ দিবা-
৩ রাত্রি অনাহারে থাকিয়া শেষে ক্ষুধিত হইলেন। তখন পরীক্ষক তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিল, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র বট, তবে আজ্ঞা দ্বারা এই প্রস্তরগুলাকে
৪ রুটী কর। তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, এই লেখা আছে, "মনুষ্য কেবল রুটীতে বাঁচে না, কিন্তু ঈশ্ব-"রের মুখ হইতে নির্গত যে২ বাক্য তাহা দ্বারাই
৫ "বাঁচে।" তখন শয়তান তাঁহাকে পুণ্যনগরে লইয়া
৬ মন্দিরের চূড়ার উপরে বসাইয়া কহিল, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র বট, তবে এ স্থানহইতে নীচে পড়; কেননা এমন লেখা আছে, "তিনি তোমার বিষয়ে আপন "দূতগণকে আজ্ঞা দিবেন; তাহাতে তোমার চরণে যেন "প্রস্তরাঘাত না লাগে, এ কারণ তাহারা তোমাকে
৭ "হস্তে তুলিয়া লইবে।" তখন যীশু তাহাকে কহিলেন, ইহাও লেখা আছে, "তুমি আপন প্রভু পরমেশ্বরের
৮ পরীক্ষা লইও না" আর বার শয়তান তাঁহাকে অতি

উচ্চ এক পর্ব্বতের উপরে লইয়া জগতের সমস্ত রাজ্য ও তাহার ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া তাঁহাকে কহিল, তুমি যদি
৯ দণ্ডবৎ হইয়া আমাকে প্রণাম কর, তবে আমি এই
১০ সকল তোমাকে দিব। তাহাতে যীশু তাহাকে কহিলেন, আমার সম্মুখহইতে দূর হও, শয়তান; লেখা আছে, "তুমি আপন প্রভু পরমেশ্বরকে প্রণাম করিও, এবং
১১ "কেবল তাঁহারি সেবা করিও।" তখন শয়তান তাঁহাকে ছাড়িল, এবং স্বর্গীয় দূতগণ আসিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিল।

১২ পরে যোহন্ কারাগারে বদ্ধ হইয়াছে, এ কথা শুনিয়া
১৩ যীশু গালীলে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর তিনি নাসরৎ নগর ত্যাগ করিয়া সমুদ্রের তীরে সিবূলূন্ ও নপ্তালি দেশের সীমার নিকটবর্ত্তি কফরনাহূম নগরে গিয়া বাস
১৪ করিলেন। তাহাতে যিশায়িয় ভবিষ্যদ্বক্তা দ্বারা কথিত
১৫ এই বাক্য সফল করা গেল, যথা, "সমুদ্রের নিকট- "বর্ত্তি যর্দ্দনের তীরস্থ সিবূলূন্ ও নপ্তালি দেশের অর্থাৎ
১৬ "ভিন্নজাতীয়দের গালীলের যে লোক অন্ধকারে বসিয়া "থাকিত, তাহারা মহা আলো দেখিবে, এবং যাহারা "মৃত্যুচ্ছায়ারূপ দেশে বসিয়াছিল তাহাদের উপরে "আলো প্রকাশ পাইবে।"

১৭ তদবধি যীশু এই কথা ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিলেন, মন ফিরাও, কারণ স্বর্গের রাজত্ব সন্নিকট হইল।

১৮ অনন্তর যীশু গালীলীয় সমুদ্রের তীরে গমন করিতে২ শিমোন যাহাকে পিতর বলে ও তাহার ভ্রাতা আন্দ্রিয়, এই দুই জন ভ্রাতাকে সমুদ্রে জাল ফেলিতে দেখিলেন,
১৯ কেননা তাহারা মৎস্যধারী ছিল। তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা আমার পশ্চাৎ আইস, আমি তোমা-
২০ দিগকে মনুষ্যধারী করিব। তাহাতে তাহারা তৎক্ষণাৎ

২১ জাল পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইল। পরে তিনি কিঞ্চিৎ অগ্রে যাইয়া আর দুই জন ভ্রাতাকে, অর্থাৎ সিবদিয়ের পুত্র যাকুব্কে ও তাহার ভ্রাতা যোহন্‌কে পিতার সহিত নৌকার উপরে জাল সারিতে দেখিয়া
২২ তাহাদিগকেও ডাকিলেন। তাহাতে তাহারা তৎক্ষণাৎ নৌকা ও আপনাদের পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইল।

২৩ পরে যীশু সমুদয় গালীল্ দেশে ভ্রমণ করিতে২ তাহাদের ভজনালয়ে উপদেশ দিতে, ও রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করিতে, এবং লোকদিগের সর্ব্বপ্রকার রোগ ও
২৪ সর্ব্বপ্রকার পীড়া দূর করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহার সুখ্যাতি সমুদয় সুরিয়া দেশ ব্যাপিল; এবং পীড়িত লোক সকল, অর্থাৎ ভূতগ্রস্ত ও মৃগী রোগী ও পক্ষাঘাতি প্রভৃতি নানা প্রকার রোগেতে ও ব্যাধিতে ক্লিষ্ট লোক সকল তাঁহার নিকটে আনীত হইত, এবং তিনি
২৫ তাহাদিগকে সুস্থ করিতেন। তাহাতে গালীল্ ও দিকাপলি ও যিরূশালম ও যিহূদা দেশ হইতে এবং যর্দ্দনের পার হইতে বহু লোক তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিল।

৫ অধ্যায়।

১ অনন্তর তিনি মহাজনতা দেখিয়া পর্ব্বতের উপরে গিয়া
২ বসিলেন। তখন তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার নিকটে আইলে তিনি মুখ ব্যাদান করিয়া তাহাদিগকে এই উপদেশ দিতে লাগিলেন।

৩ দীনাত্মা লোকেরা ধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্যে তাহাদের
৪ অধিকার। শোকার্ত্ত লোকেরা ধন্য, কারণ তাহারা সা-
৫ ন্ত্বনা পাইবে। ক্ষান্তশীল লোকেরা ধন্য, কারণ তাহারা দেশ
৬ অধিকারী করিবে। ধর্ম্মবিষয়ে ক্ষুধিত ও তৃষ্ণার্ত্ত লোকেরা

৭ ধন্য, কারণ তাহারা তৃপ্ত হইবে। দয়ালু লোকেরা ধন্য,
৮ কারণ তাহারা দয়া পাইবে। নির্ম্মলান্তঃকরণ লোকেরা
৯ ধন্য, কারণ তাহারা ঈশ্বরের দর্শন পাইবে। মিলনকার-
কেরা ধন্য, কারণ তাহারা ঈশ্বরের সন্তান বিখ্যাত হইবে।
১০ ধর্ম্মপ্রযুক্ত তাড়িত লোকেরা ধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্যে তাহা-
১১ দের অধিকার। মনুষ্যেরা যখন আমার নাম প্রযুক্ত তো-
মাদিগকে নিন্দা ও তাড়না করে, এবং মিথ্যা করিয়া তোমা-
দের বিপরীতে নানা মন্দ কথা বলে, তখন তোমরা ধন্য।
১২ সেই সময়ে তোমরা আনন্দ কর ও উল্লাসিত হও, কেননা
স্বর্গেতে প্রচুর পুরস্কার পাইবা; তাহারা তোমাদের পূর্ব্ব-
গত ভবিষ্যদ্বক্তৃগণকে সেই মত তাড়না করিয়াছিল।

১৩ তোমরা পৃথিবীর লবণস্বরূপ, কিন্তু লবণের স্বাদ যদি
যায়, তবে তাহা কি প্রকারে লবণত্বযুক্ত হইবে? তাহা
আর কোন কার্য্যের যোগ্য হয় না, কেবল বাহিরে ফে-
লিয়া দিবার ও মনুষ্যের পদতলে দলিত হইবার যোগ্য
১৪ হয়। তোমরা জগতের দীপ্তিস্বরূপ; পর্ব্বতের উপরে স্থিত
১৫ যে নগর সে গুপ্ত থাকিতে পারে না। আর মনুষ্যেরা
প্রদীপ জ্বালিয়া কাঠার নীচে রাখে না, কিন্তু দীপাধা-
রের উপরেই রাখে; তাহাতে সে গৃহস্থিত সকল লোক-
১৬ কে দীপ্তি দেয়। তদ্রূপ মনুষ্যদের সাক্ষাতে তোমা-
দের দীপ্তিও উজ্জ্বল হউক, তাহাতে তাহারা তোমাদের
সৎক্রিয়া দেখিয়া তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার প্রশংসা
করিবে।

১৭ আমি ব্যবস্থা ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগ্রন্থ লোপ করিতে আসি-
য়াছি, এমন বোধ করিও না; তাহা লোপ করিতে আসি
১৮ নাই, কিন্তু পূর্ণ করিতে আসিয়াছি। কেননা আমি সত্য
করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, যে পর্য্যন্ত আকাশের ও
পৃথিবীর ধ্বংস না হইবে, তাবৎ সমস্ত সফল না হইলে

ব্যবস্থার এক মাত্রা কি এক বিন্দুর লোপ হইবে না।
১৯ অতএব যে কেহ এই সকল আজ্ঞার মধ্যে অতি ক্ষুদ্র এক আজ্ঞা লোপ করে, ও লোকদিগকে সেই রূপ শিক্ষা দেয়, সে স্বর্গরাজ্যের মধ্যে সকল হইতে ক্ষুদ্র বিখ্যাত হইবে; কিন্তু যে ব্যক্তি তাহা পালন করে ও তদ্রূপ শিক্ষা দেয়,
২০ সে স্বর্গরাজ্যের মধ্যে মহান্ বিখ্যাত হইবে। আর আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, অধ্যাপক ও ফিরূশি লোকদের অপেক্ষা তোমাদের ধর্ম্ম উত্তম না হইলে তোমরা কোন মতে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পাইবা না।

২১ আর 'তুমি নরহত্যা করিও না, কেননা যে নরহত্যা করে, সে বিচারস্থানে দণ্ডযোগ্য হইবে;' এই যে কথা পূর্ব্বকালীয় লোকদের দ্বারা উক্ত ছিল, তাহা তোমরা
২২ শুনিয়াছ। কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, যে কেহ অকারণে আপন ভ্রাতার প্রতি ক্রোধ করে, সে বিচার-স্থানে দণ্ডযোগ্য হইবে; এবং যে কেহ আপনার ভ্রা-তাকে নির্ব্বোধ বলে, সে মহাসভাতে দণ্ডার্হ হইবে; আর তুই মূঢ়, এ কথা যদি কেহ বলে, তবে সে নরকা-
২৩ গ্নিতে দণ্ডযোগ্য হইবে। অতএব বেদির নিকটে আপন নৈবেদ্য আনিলে তুমি আপন ভ্রাতার নিকটে কোন কারণে দোষী আছ, এমন যদি সেই স্থানে মনে পড়ে,
২৪ তবে সেই স্থানে বেদির সম্মুখে আপন নৈবেদ্য রাখি-য়া তখনি গিয়া অগ্রে আপন ভ্রাতার সহিত মিলন কর,
২৫ পশ্চাৎ আসিয়া আপন নৈবেদ্য উৎসর্গ কর। আর তুমি যে পর্য্যন্ত বিবাদির সঙ্গে পথে আছ, তাবৎ তাঁহার সহিত মিলন কর; নতুবা বিবাদী তোমাকে বিচারক-র্ত্তার নিকটে সমর্পণ করিলে বিচারকর্ত্তা যদি প্রহরির স্থানে তোমাকে সমর্পণ করে, তবে তুমি কারাগারে বদ্ধ
২৬ হইবা। আমি সত্য করিয়া তোমাকে কহিতেছি, শেষ

কপর্দ্দক পর্য্যন্ত পরিশোধ না করিলে তুমি তথা হইতে বাহিরে আসিতে পাইবা না।

২৭ আর 'তুমি পরদার করিও না,' এই যে কথা পূর্ব্বকালীয় লোকদের দ্বারা উক্ত ছিল, তাহা তোমরা শুনি-
২৮ য়াছ। কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, কেহ যদি কোন স্ত্রীর প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাত করে, তবে সে
২৯ তখনি মনে২ তাহার সহিত ব্যভিচার করিল। অতএব তোমার দক্ষিণ চক্ষু যদি তোমার বাধা জন্মায়, তবে তাহা উৎপাটন করিয়া দূরে ফেলিয়া দেও; কেননা তোমার সমস্ত শরীর নরকে নিক্ষিপ্ত হওন অপেক্ষা বরঞ্চ
৩০ তোমার এক অঙ্গের নাশ হওয়া ভাল। এবং তোমার দক্ষিণ হস্ত যদি তোমার বাধা জন্মায়, তবে তাহা ছেদন করিয়া দূরে ফেল; যেহেতুক তোমার সমস্ত শরীর নরকে নিক্ষিপ্ত হওন অপেক্ষা তোমার এক অঙ্গের নাশ হওয়া ভাল।

৩১ আর উক্ত ছিল, 'যদি কেহ আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ
৩২ করিতে চাহে, তবে সে তাহাকে ত্যাগপত্র দিউক্। কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, ব্যভিচার দোষ না পাইয়া যদি কেহ আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, তবে সে তাহাকে ব্যভিচার করায়; এবং যে ব্যক্তি সেই ত্যক্তা স্ত্রীকে বিবাহ করে, সে পরদার করে।

৩৩ পুনশ্চ 'তুমি কোন মিথ্যা দিব্য না করিয়া পরমেশ্বরের প্রতি আপন দিব্য পালন করিও,' এই যে কথা পূর্ব্বকালীয় লোকদের দ্বারা উক্ত ছিল, তাহাও তোমরা
৩৪ শুনিয়াছ। কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, কোন দিব্যই করিও না; অর্থাৎ স্বর্গের দিব্য করিও না, কেন-
৩৫ না সে ঈশ্বরের সিংহাসন। এবং পৃথিবীর দিব্য করিও না, কেননা সে তাঁহার পাদপীঠ; আর যিরূশালমের

৩৬ দিব্য করিও না, কেননা সে মহারাজের পুরী। এবং আপন মস্তকের দিব্য করিও না, যেহেতুক তাহার এক কেশ শুক্ল কি কৃষ্ণবর্ণ করিতে তোমার সাধ্য নাই।
৩৭ কিন্তু তোমরা আপন২ কথোপকথনে কেবল হাঁ ও কেবল না বল, কেননা ইহার অধিক যাহা, তাহা মন্দ হইতে জন্মে।

৩৮ আর 'চক্ষুর পরিশোধে চক্ষু ও দন্তের পরিশোধে দন্ত,'
৩৯ এই যে উক্তি, তাহাও তোমরা শুনিয়াছ। কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমরা হিংসক জনের ব্যাঘাত করিও না; বরঞ্চ কেহ তোমার দক্ষিণ গালে চড়
৪০ মারিলে তাহার প্রতি বাম গাল ফিরাইয়া দেও। এবং যদি কেহ তোমার সহিত বিবাদ করিয়া তোমার পরিধেয় বস্ত্র লইতে চাহে, তবে তাহাকে উত্তরীয়ও লইতে
৪১ দেও। এবং যদি কেহ এক ক্রোশ গমন করাইবার জন্যে বলেতে তোমাকে ধরে, তবে তাহার সঙ্গে দুই
৪২ ক্রোশ যাও। আর যে ব্যক্তি তোমার কাছে যাক্রা করে, তাহাকে দেও; এবং কেহ তোমার নিকটে ধার লইতে চাহিলে তাহাহইতে পরাঙ্মুখ হইও না।

৪৩ 'আপন প্রতিবাসিকে প্রেম কর, কিন্তু শত্রুকে দ্বেষ
৪৪ কর,' এই যে উক্তি, তাহাও তোমরা শুনিয়াছ। কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমরা আপন২ শত্রুদিগকে প্রেম কর; এবং যাহারা তোমাদিগকে শাপ দেয়, তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর; ও যাহারা তোমাদিগকে ঘৃণা করে, তাহাদের মঙ্গল কর; এবং যাহারা তোমাদিগকে নিন্দা ও তাড়না করে, তাহাদের নিমিত্তে
৪৫ প্রার্থনা কর। তাহাতে তোমরা আপনাদের স্বর্গস্থ পিতার সন্তান হইবা, কারণ তিনি ভাল মন্দ লোকদের উপরে আপনার সূর্য্যকে উদিত করেন, এবং ধার্ম্মিক

৪৬ অধার্ম্মিকগণের উপরে জল বর্ষান্। যাহারা তোমাদিগকে প্রেম করে, কেবল তাহাদিগকে প্রেম করিলে তো-
৪৭ মাদের কি পুরস্কার হইবে? করগ্রাহকেরাও কি সেই মত করে না? আর তোমরা যদি কেবল আপনাদের ভ্রাতৃগণকে নমস্কার কর, তবে সে কোন্ বড় কর্ম্ম কর?
৪৮ করগ্রাহকেরাও কি সেই মত করে না? অতএব তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা যেমন সিদ্ধ তোমরাও তেমনি সিদ্ধ হও।

৬ অধ্যায়।

১ সাবধান, মনুষ্যদিগকে দেখাইবার নিমিত্তে তাহাদের গোচরে আপন ২ ধর্ম্মকর্ম্ম করিও না, কেননা তাহা করিলে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতাহইতে পুরস্কার পাইবা না।

২ অতএব তুমি যখন দান কর, তখন কপটি লোকেরা মনুষ্যদের হইতে প্রশংসিত হইবার জন্যে ভজনালয়ে ও রাজপথে যেমন করিয়া থাকে, তুমি তদ্রূপ আপনার অগ্রে তূরী বাজাইও না; আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, তাহারা আপনাদের পুরস্কার পাইয়াছে।
৩ কিন্তু তুমি যখন দান কর, তখন তোমার দক্ষিণ হস্ত কি
৪ করিতেছে, তাহা বাম হস্তকে জানিতে দিও না। তোমার দান প্রচ্ছন্ন হউক, তাহাতে তোমার পিতা যিনি প্রচ্ছন্নরূপে দেখেন, তিনি প্রকাশরূপে তোমাকে ফল দিবেন।

৫ আর যখন প্রার্থনা কর, তখন কপটিদের ন্যায় করিও না; কারণ তাহারা ভজনালয়ে ও চকের কোণে দাঁড়াইয়া লোক দেখান প্রার্থনা করিতে ভাল বাসে; আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, তাহারা আপনাদের
৬ পুরস্কার পাইয়াছে। কিন্তু তুমি যখন প্রার্থনা কর, তখন আপন কুঠরীতে প্রবেশ কর, পরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রচ্ছন্নরূপে বর্ত্তমান তোমার পিতার নিকটে প্রার্থনা কর;

তাহাতে তোমার পিতা যিনি প্রচ্ছন্নরূপে দেখেন, তিনি প্রকাশরূপে তোমাকে ফল দিবেন।

৭ অপর প্রার্থনাকালে দেবপূজকদের ন্যায় বৃথা পুনরুক্তি করিও না; কেননা বহু কথা কহিলে আমাদের প্রার্থনা ৮ গ্রাহ্য হইবে, তাহারা এমত বোধ করে। তোমরা তাহাদের মত হইও না, যেহেতুক তোমাদের কি ২ প্রয়োজন, তাহা যাচ্ঞা করণের পূর্ব্বে তোমাদের পিতা জা- ৯ নেন। অতএব তোমরা এই মত প্রার্থনা করিও; হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ, তোমার নাম পবিত্ররূপে মান্য ১০ হউক। তোমার রাজ্যের আগমন হউক। তোমার ইচ্ছা ১১ স্বর্গে যেমন, পৃথিবীতেও তেমনি সফল হউক। আমা- ১২ দের প্রয়োজনীয় আহার অদ্য আমাদিগকে দেও। আর আমরা যেমন আপন অপরাধিদিগকে ক্ষমা করি, তদ্রূপ ১৩ তুমিও আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর। এবং আমাদিগকে পরীক্ষাতে আনিও না, কিন্তু মন্দহইতে রক্ষা কর; (যেহেতুক রাজত্ব ও পরাক্রম ও মহিমা এ সকলি সদাকাল ১৪ তোমার; আমেন্।) কেননা তোমরা যদি পরের দোষ ক্ষমা কর, তবে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা তোমাদিগকেও ১৫ ক্ষমা করিবেন। কিন্তু তোমরা যদি পরের দোষ ক্ষমা না কর, তবে তোমাদের পিতা তোমাদেরও দোষ ক্ষমা করিবেন না।

১৬ আর তোমরা যখন উপবাস কর, তখন কপটি লোকদের ন্যায় বিষণ্নবদন হইও না; যেহেতুক তাহারা মনুষ্যদিগকে উপবাস জানাইবার নিমিত্তে আপনাদের মুখ ম্লান করে; আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, ১৭ তাহারা আপনাদের পুরস্কার পাইয়াছে। কিন্তু তুমি উপবাসী হইলে মস্তকে তৈল মাখ, এবং মুখ প্রক্ষালন কর, ১৮ এই রূপে মনুষ্যদিগকে দেখাইবার নিমিত্তে নয়, কিন্তু প্র-

চ্ছন্ন রূপে বর্ত্তমান তোমার পিতার কাছে উপবাসী হও, তাহাতে তোমার পিতা যিনি প্রচ্ছন্নরূপে দেখেন, তিনি প্রকাশরূপে তোমাকে ফল দিবেন।

১৯ তোমরা এই পৃথিবীতে আপনাদের জন্যে ধন সঞ্চয় করিও না, কেননা এই স্থানে কীট ও মর্চ্চ্যা ক্ষয় করে
২০ এবং চোরেরা সিঁধ কাটিয়া চুরি করে। কিন্তু স্বর্গেতে ধন সঞ্চয় কর, কেননা সে স্থানে কীট ও মর্চ্চ্যা ক্ষয় করে না, এবং চোরেরাও সিঁধ কাটিয়া চুরি করে না।
২১ কারণ যে স্থানে তোমাদের ধন, সেই স্থানে তোমাদের
২২ মন হইবে। চক্ষু শরীরের প্রদীপ; অতএব তোমার চক্ষু যদি প্রসন্ন হয়, তবে তোমার সমুদয় শরীর দীপ্তিময়
২৩ হইবে। কিন্তু তোমার চক্ষু যদি মন্দ হয়, তবে তোমার সমস্ত শরীর অন্ধকারময় হইবে। অতএব তোমার অন্তরস্থ দীপ্তি যদি অন্ধকার হয়, তবে সেই অন্ধকার
২৪ কত বড়! কোন মনুষ্য দুই কর্ত্তার সেবা করিতে পারে না; কেননা সে এক জনকে মন্দ বাসিয়া অন্য জনকে ভাল বাসিবে, কিম্বা একের প্রতি মনোযোগী হইয়া অন্যকে অবহেলা করিবে; তেমনি তোমরাও ঈশ্বর এবং ধন, এ উভয়ের সেবা করিতে পার না।

২৫ এই হেতুক আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, কি ভোজন পান করিব? ইহা বলিয়া প্রাণের বিষয়ে, এবং কি পরিধান করিব? ইহা বলিয়া শরীরের বিষয়ে ভাবিত হইও না; ভক্ষ্য হইতে প্রাণ, ও বস্ত্র হইতে শরীর কি
২৬ শ্রেষ্ঠ নয়? আকাশের পক্ষি সকল দেখ; তাহারা বুনে না ও কাটে না, এবং ভাণ্ডারে সঞ্চয়ও করে না, তথাপি তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা তাহাদিগকে আহার দিতেছেন;
২৭ তোমরা কি তাহাদের হইতে শ্রেষ্ঠ নও? তোমাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি ভাবিত হইয়া আপন আয়ুর দীর্ঘতা এক

২৮ হস্তমাত্র বৃদ্ধি করিতে পারে? আর বস্ত্রের নিমিত্তে কেন ভাবিত হও? ক্ষেত্রের কানুড় পুষ্প কেমন বাড়ে, তাহা বিবেচনা কর; সে সকল কোন শ্রম করে না, এবং সুতাও
২৯ কাটে না। তথাপি আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, সুলেমান অতি ঐশ্বর্য্যবান্ হইলেও ইহার এক পুষ্পের ন্যায়
৩০ বিভূষিত ছিল না। অতএব অদ্য বর্ত্তমান ও কল্য চুলাতে নিক্ষিপ্ত হইবে, এমন যে ক্ষেত্রের তৃণ, তাহাকে যদি ঈশ্বর এতাদৃশ বিভূষিত করেন, তবে হে অল্পবিশ্বাসিরা, তো-
৩১ মাদিগকে কি বস্ত্র দিবেন না? অতএব আমরা কি ভোজন করিব? ও কি পান করিব? এবং কি পরিধান করিব?
৩২ ইহা বলিয়া ভাবিত হইও না। কেননা এ সকল বিষয়ে দেবপূজকেরা সচেষ্ট থাকে; আর এই সকল দ্রব্য তোমাদের আবশ্যক আছে, তাহা তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা
৩৩ জানেন। অতএব প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্য ও তাঁহার ধর্ম্মের বিষয়ে সচেষ্ট হও, তাহা হইলে ঐ সকল দ্রব্যও তো-
৩৪ মাদিগকে দত্ত হইবে। কল্যকার নিমিত্তে ভাবিত হইও না, কল্য আপনার বিষয়ে আপনি ভাবিত হইবে; প্রত্যেক দিনের নিজ ভার তাহার জন্যে প্রচুর।

৭ অধ্যায়।

১ তোমরা পরের বিচার করিও না, তাহাতে তোমাদেরও
২ বিচার হইবে না। কেননা যেরূপ বিচারে তোমরা পরের বিচার কর, তদ্রূপ বিচারে তোমাদেরও বিচার হইবে; এবং যে পরিমাণে তোমরা পরিমাণ কর, সেই
৩ পরিমাণেতেই তোমাদের নিমিত্তে পরিমিত হইবে। আর আপনার চক্ষুতে যে আড়কাটা আছে, তাহা না দেখিয়া তোমার ভ্রাতার চক্ষুতে যে কুটা আছে, তাহাই কেন
৪ দেখিতেছ? তোমার নিজ চক্ষুতে আড়কাটা থাকিতে কে-

মন করিয়া আপন ভ্রাতাকে বলিতে পার, হে ভ্রাতঃ,
৫ থাক, আমি তোমার চক্ষুহইতে কুটা বাহির করি? হে কপটি অগ্রে আপনার চক্ষুহইতে আড়কাটা বাহির করিয়া ফেল, পরে তোমার ভ্রাতার চক্ষুহইতে কুটা বাহির করি-
৬ বার নিমিত্তে স্পষ্ট দেখিবা। আর কুক্কুরদিগকে পবিত্র বস্তু দিও না, এবং আপনাদের মুক্তা শূকরের অগ্রে ফেলিও না; ফেলিলে তাহারা পদদ্বারা তাহা দলাইবে, ও ফিরিয়া তোমাদিগকে বিদীর্ণ করিবে।

৭ যাচ্ঞা কর, তাহাতে তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে; অন্বেষণ কর, তাহাতে পাইবা; আঘাত কর, তাহাতে তো-
৮ মাদের জন্যে দ্বার মুক্ত হইবে। কেননা যে যাচ্ঞা করে সে গ্রহণ করে; এবং যে অন্বেষণ করে সে পায়; আর যে আঘাত করে, তাহার জন্যে দ্বার মুক্ত হয়। আপ-
৯ নার পুত্র রুটী চাহিলে তাহাকে প্রস্তর দেয়, কিম্বা মৎস্য
১০ চাহিলে তাহাকে সর্প দেয়, এমন ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে
১১ কে আছে? অতএব তোমরা মন্দ হইয়াও যদি আপন২ সন্তানদিগকে উত্তম দ্রব্য দিতে জান, তবে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা আপনার যাচকদিগকে কি উত্তম দ্রব্য দি-
১২ বেন না? তোমরা আপনাদের সহিত পরের যেরূপ ব্যবহার ভাল বাস, তাহাদের সহিত তোমরাও তদ্রূপ ব্যবহার কর; যেহেতুক তাহাই ব্যবস্থার ও ভবিষ্যদ্বক্তৃ-গ্রন্থের সার।

১৩ সঙ্কীর্ণ দ্বার দিয়া প্রবেশ কর, কেননা বিনাশপ্রাপ্তির যে দ্বার সে প্রশস্ত ও যে পথ সে পরিসর, এবং অনে-
১৪ কেই তাহা দিয়া প্রবেশ করে। কিন্তু জীবনপ্রাপ্তির যে দ্বার, সে কেমন সঙ্কীর্ণ! ও যে পথ, সে কেমন দুর্গম! এবং অল্প লোক তাহার উদ্দেশ পায়।

১৫ আর যাহারা মেষের বেশে তোমাদের নিকটে আ-

হইসে, কিন্তু অন্তরে গ্রাসকারি কেন্দুয়া ব্যাঘ্র, এমন মিথ্যা
১৬ ভবিষ্যদ্বক্তৃগণহইতে সাবধান। তোমরা তাহাদের ফল-
দ্বারা তাহাদিগকে চিনিতে পারিবা; মনুষ্যেরা কি কণ্টক-
বৃক্ষহইতে দ্রাক্ষাফল, কিম্বা শিয়ালকাঁটা হইতে ডুম্বুরফল
১৭ পাড়িয়া থাকে? সেই প্রকারে তাবৎ উত্তম বৃক্ষ উত্তম
১৮ ফল ফলে, এবং মন্দ বৃক্ষ মন্দ ফল ফলে। ভাল বৃক্ষে
কখনও মন্দ ফল ধরিতে পারে না, এবং মন্দ বৃক্ষে
১৯ কখনও ভাল ফল ধরিতে পারে না। আর যে কোন বৃক্ষে
উত্তম ফল ধরে না, সে ছিন্ন হইয়া অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইবে।
২০ অতএব তোমরা ফলদ্বারাই তাহাদের পরিচয় পাইবা।

২১ যাহারা আমাকে প্রভু২ করিয়া বলে, তাহারা সকলে
স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পাইবে এমন নয়, কিন্তু যে
ব্যক্তি আমার স্বর্গস্থ পিতার ইষ্ট ক্রিয়া করে সেই পা-
২২ ইবে। সেই দিনে অনেকে আমাকে বলিবে, হে প্রভো২,
তোমার নামে আমরা কি ভবিষ্যদ্বাক্য কহি নাই? ও তো-
মার নামে কি ভূতদিগকে ছাড়াই নাই? এবং তোমার
২৩ নামে কি নানা প্রকার আশ্চর্য্য ক্রিয়া করি নাই? তখন
আমি তাহাদিগকে এই উত্তর দিব, হে দুষ্কর্ম্মকারিরা,
আমি তোমাদিগকে কখনো জানি নাই; তোমরা আমার
নিকট হইতে দূর হও।

২৪ অতএব যে কেহ আমার এই সকল কথা শুনিয়া পা-
লন করে, তাহাকে আমি এমন এক বুদ্ধিমান লোকের
সদৃশ জ্ঞান করি, যে পাষাণের উপরে আপন গৃহ নি-
২৫ র্ম্মাণ করিল। পরে বৃষ্টি পড়িয়া বন্যা আসিয়া বায়ু বহিয়া
সেই গৃহে লাগিলে সে পড়িল না, কারণ পাষাণের উপরে
২৬ তাহার ভিত্তিমূল স্থাপিত ছিল। আর যে কেহ আমার
এই সকল কথা শুনিয়া পালন না করে, সে এমন এক
নির্ব্বোধ লোকের সদৃশ, যে বালুকার উপরে আপন গৃহ

২৭ নির্ম্মাণ করিল। পরে বৃষ্টি পড়িয়া বন্যা আসিয়া বায়ু বহিয়া সেই গৃহে লাগিলে সে পড়িয়া গেল, ও তাহার ঘোরতর পতন হইল।

২৮ যীশু এই সকল বাক্য সাঙ্গ করিলে লোকেরা তাঁহার
২৯ উপদেশে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল; যেহেতুক তিনি অধ্যাপকগণের ন্যায় উপদেশ দিলেন না, কিন্তু ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির ন্যায় তাহাদিগকে উপদেশ দিলেন।

৮ অধ্যায়।

১ অনন্তর তিনি পর্ব্বত হইতে নামিলে বহু লোক তাঁ-
২ হার পশ্চাদ্গমন করিল। আর এক জন কুষ্ঠী আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিল, হে প্রভো, যদি আপনকার ইচ্ছা হয় তবে আমাকে পরিষ্কৃত করিতে পারেন।
৩ তাহাতে যীশু হস্ত বিস্তার পূর্ব্বক তাহাকে স্পর্শ করিয়া কহিলেন, আমার ইচ্ছা আছে তুমি পরিষ্কৃত হও; তা-
৪ হাতে সে তৎক্ষণাৎ কুষ্ঠহইতে পরিষ্কৃত হইল। পরে যীশু তাহাকে কহিলেন, সাবধান, এ কথা কাহাকেও কহিও না, কিন্তু যাজকের নিকটে গিয়া আপনাকে দেখাও, এবং তাহাদিগকে প্রমাণ দিবার নিমিত্তে মূসার নিরূপিত নৈবেদ্য উৎসর্গ কর।

৫ তদনন্তর যীশু কফরনাহূম্ নগরে প্রবিষ্ট হইলে এক শতসেনাপতি তাঁহার নিকটে আসিয়া বিনতি পূর্ব্বক
৬ কহিল, হে প্রভো, আমার দাস পক্ষাঘাত ব্যাধিতে অতি
৭ ব্যথিত হইয়া গৃহে শয্যাগত আছে। তখন যীশু তাহাকে
৮ কহিলেন, আমি গিয়া তাহাকে সুস্থ করিব। তাহাতে সে শতসেনাপতি উত্তর করিল, হে প্রভো, আপনি যে আমার গৃহমধ্যে পদার্পণ করেন, এমন যোগ্যপাত্র আমি নহি; কথামাত্র আজ্ঞা করুন, তাহাতেই আমার দাস

৯ সুস্থ হইবে। যেহেতুক আমি আপনি পরাধীন হইলেও আমার অধীন যে সেনাগণ আছে, তাহাদের এক জনকে যাও বলিলে সে যায়; এবং অন্যকে আইস বলিলে সে আইসে; আর আমার নিজ দাসকে 'এই কর্ম্ম কর'
১০ বলিলে সে তাহা করে। তখন যীশু তাহার এই কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন; এবং আপনার পশ্চাদ্গামি লোকদিগকে কহিলেন, আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, ইস্রায়েল্ লোকদের মধ্যেও এমন
১১ বিশ্বাস পাই নাই। আর আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, অনেকে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিগ্ হইতে আসিয়া ইব্রাহীম্ ও ইস্হাক ও যাকূবের সহিত স্বর্গরাজ্যে একত্র বসিবে।
১২ কিন্তু রাজ্যের সন্তানেরা বহিস্থিত অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হইবে; সেই স্থানে ক্রন্দন ও দন্তের কিড়িমিড়ি হইবে।
১৩ পরে যীশু সেই শতসেনাপতিকে কহিলেন, যাও, তোমার প্রত্যয়ানুসারে মঙ্গল হউক; তাহাতে তদ্দণ্ডেই তাহার দাস সুস্থ হইল।

১৪ অনন্তর যীশু পিতরের গৃহে আসিয়া তাহার শ্বশ্রূকে
১৫ জ্বরেতে পীড়িতা ও শয্যাগতা দেখিলেন। পরে তিনি তাহার হস্ত স্পর্শ করিলে জ্বরত্যাগ হইল, তখন সে উঠিয়া তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিতে লাগিল।

১৬ অপর সন্ধ্যা হইলে অনেক২ ভূতগ্রস্ত লোক তাঁহার নিকটে আনীত হইল, তাহাতে তিনি কথাদ্বারাই ভূতগণকে ছাড়াইলেন, এবং সর্ব্ব প্রকার পীড়িতদিগকে সুস্থ
১৭ করিলেন। তাহাতে যিশায়িয় ভবিষ্যদ্বক্তাদ্বারা কথিত এই বাক্য সফল করা গেল, যথা, "তিনি আমাদের দুর্ব্বলতা "সকল ধারণ করিলেন ও ব্যাধির ভার লইলেন।"

১৮ পরে যীশু আপনার চতুর্দ্দিকে মহাজনতা দেখিয়া হ্রদের
১৯ দের পারে যাইতে আজ্ঞা করিলেন। সেই সময়ে এক

জন অধ্যাপক আসিয়া কহিল, হে গুরো, আপনি যে কোন স্থানে যাইবেন, আমিও সেই স্থানে আপনকার
২০ পশ্চাৎ যাইব। তাহাতে যীশু তাহাকে কহিলেন, শৃগালের গর্ত্ত আছে, এবং আকাশীয় পক্ষিগণের বাসা আছে;
২১ কিন্তু মনুষ্যপুত্রের মস্তক রাখিবার স্থান নাই। অনন্তর তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে আর এক জন তাঁহাকে বলিল, হে প্রভো, অগ্রে পিতাকে কবর দিতে আমাকে যাইতে
২১ অনুমতি দিউন্। তাহাতে যীশু কহিলেন, তুমি আমার পশ্চাৎ আইস; মৃতদের কবর মৃতেরা দিউক্।

২৩ অনন্তর তিনি নৌকাতে উঠিলে তাঁহার শিষ্যগণ তাঁ-
২৪ হার পশ্চাৎ গমন করিল। পরে সাগরে এমত প্রবল ঝড় হইল, যে তরঙ্গেতে নৌকা আচ্ছন্ন হইল; কিন্তু তিনি নিদ্রা-
২৫ গত ছিলেন। অতএব শিষ্যগণ তাঁহার নিকটে গিয়া তাঁহাকে জাগ্রৎ করিয়া কহিল, হে প্রভো, আমাদের প্রাণ রক্ষা
২৬ করুন্ আমরা গেলাম। তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, হে অল্পবিশ্বাসিরা, তোমরা ভীত হও কেন? পরে তিনি উঠিয়া বায়ু ও সমুদ্রকে ধমক্ দিলেন; তাহাতে
২৭ অত্যন্ত নির্ব্বাত হইল। এবং লোকেরা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া কহিল, আঃ! ইনি কেমন মানুষ! কেননা বায়ু ও সমুদ্র ইহাঁর আজ্ঞা মানে।

২৮ অনন্তর তিনি পার হইয়া গিদেরীয় দেশে উপস্থিত হইলে ভূতগ্রস্ত দুই জন কবরস্থানহইতে বহির্গত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল; তাহারা এমন প্রচণ্ড ছিল, যে
২৯ ঐ স্থান দিয়া কেহই যাইতে পারিত না। তাহারা উচ্চৈঃস্বরে কহিল, হে ঈশ্বরের পুত্র যীশু, তোমার সহিত আমাদের সম্পর্ক কি? তুমি কি নিরূপিত সময়ের পূর্ব্বে
৩০ আমাদিগকে যন্ত্রণা দিতে এ স্থানে আইলা? তৎকালে তাহাদের কিছু দূরে শূকরের এক বৃহৎ পাল চরিতে-

৩১ ছিল। তাহাতে ভূতেরা বিনতি করিয়া কহিল, যদি আ-
মাদিগকে ছাড়াও, তবে ঐ শূকর পালে আশ্রয় লইতে
৩২ আমাদিগকে অনুমতি দেও। তখন যীশু কহিলেন, যাও;
পরে তাহারা বহির্গত হইয়া সেই শূকরপালে আশ্রয় লইল,
তাহাতে ঐ সমুদয় শূকর গড়ান স্থান দিয়া মহাবেগে
৩৩ দৌড়িয়া সমুদ্রের জলে পড়িয়া ডুবিয়া মরিল। তখন রক্ষ-
কেরা পলাইয়া নগর মধ্যে উপস্থিত হইয়া ঐ ভূতগ্রস্ত
৩৪ মনুষ্য প্রভৃতির সমস্ত বৃত্তান্ত কহিল। তাহাতে নগরস্থ
তাবৎ লোক যীশুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহিরে আ-
ইল, এবং তাঁহাকে দেখিয়া আপনাদের সীমাহইতে প্রস্থান
করিতে প্রার্থনা করিল।

৯ অধ্যায়।

১ অনন্তর যীশু নৌকায় উঠিয়া পার হইয়া নিজ গ্রামে
২ আইলেন। পরে কতক লোক খাটের উপরে শয়ান এক
পক্ষাঘাতিকে তাঁহার নিকটে আনিল; তাহাতে যীশু তা-
হাদের বিশ্বাস দেখিয়া ঐ পক্ষাঘাতিকে কহিলেন, হে
৩ বৎস, সুস্থির হও, তোমার পাপ ক্ষমা হইল। ঐ কথা
শুনিয়া কএক অধ্যাপক মনে২ কহিল, এ ব্যক্তি ঈশ্বর-
৪ নিন্দা করিতেছে। তাহাতে যীশু তাহাদের এমন চিন্তা
বুঝিয়া কহিলেন, তোমরা কেন মনে২ এমন কুচিন্তা
৫ করিতেছ? তোমার পাপ ক্ষমা হইল, কিম্বা উঠিয়া বে-
৬ ড়াও, এই দুইয়ের মধ্যে কোন কথা বলা সহজ? কিন্তু
পৃথিবীতে পাপমার্জ্জনা করিতে মনুষ্যপুত্রের ক্ষমতা আছে,
ইহা যেন তোমরা জানিতে পার, (এই জন্যে তিনি সেই
পক্ষাঘাতিকে কহিলেন,) উঠ, তোমার শয্যা তুলিয়া গৃহে
৭ গমন কর। তাহাতে সে উঠিয়া আপান গৃহে চলিয়া গেল।
৮ এরূপ দেখিয়া লোক সকল আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল, আর

ঈশ্বর মনুষ্যকে এমন ক্ষমতা দিয়াছেন, এই জন্যে তাঁ-
হার প্রশংসা করিল।

৯ অনন্তর যীশু সে স্থানহইতে যাইতে২ করগ্রহণ স্থানে
উপবিষ্ট মথি নামে এক জনকে দেখিয়া তাহাকে কহি-
লেন, আমার পশ্চাৎ আইস; তাহাতে সে উঠিয়া তাঁ-
হার পশ্চাৎ গমন করিল।

১০ পরে যীশু গৃহ মধ্যে ভোজন করিতে বসিলে অনেক২
করগ্রাহি ও পাপি লোক আসিয়া তাঁহার এবং শিষ্য-
১১ গণের সহিত বসিল। ফিরূশিরা তাহা দেখিয়া তাঁহার
শিষ্যদিগকে কহিল, তোমাদের গুরু কি নিমিত্তে করগ্রাহি
১২ ও পাপি লোকদের সহিত ভোজন করেন? যীশু তাহা
শুনিয়া তাহাদিগকে উত্তর করিলেন, সুস্থ লোকদের চি-
কিৎসকেতে প্রয়োজন নাই, কিন্তু পীড়িত লোকদেরই
১৩ প্রয়োজন আছে। অতএব তোমরা যাইয়া এই কথার অর্থ
শিক্ষা কর, "আমি বলিদান অপেক্ষা দয়া চাহি;" কেননা
আমি ধার্ম্মিকদিগকে আহ্বান করিতে আসি নাই, কিন্তু
মন ফিরাইতে পাপিদিগকে আহ্বান করিতে আসিয়াছি।

১৪ পরে যোহনের শিষ্যগণ তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিল,
ফিরূশিরা ও আমরা অনেক বার উপবাস করি, কিন্তু
তোমার শিষ্যগণ উপবাস করে না, ইহার কারণ কি?
১৫ তখন যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, কন্যার বর যাবৎ স-
খিগণের সঙ্গে থাকে, তাবৎ তাহারা কি বিলাপ করিতে
পারে? কিন্তু যখন তাহাদের নিকট হইতে বর নীত হই-
বে, এমন সময় আসিবে; তখন তাহারা উপবাস করিবে।
১৬ পুরাতন বস্ত্রেতে কেহ নূতন বস্ত্রের তালী দেয় না, কে-
ননা সে তালীতেই মূল বস্ত্র ছিঁড়িয়া যায়, এবং আরও
১৭ মন্দ ছিদ্র হয়। আর পুরাতন কুপাতে কেহ নূতন দ্রা-
ক্ষারস রাখে না, যেহেতুক তাহা করিলে কুপা ফাটিয়া

যায়; তাহাতে দ্রাক্ষারস পড়িয়া যায়, এবং কুপাও নষ্ট হয়; কিন্তু লোকেরা নূতন কুপাতে নূতন দ্রাক্ষারস রাখে, তাহাতে উভয়েরই রক্ষা হয়।

১৮ তাঁহার এই কথা কহনের সময়ে এক জন অধ্যক্ষ আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিল, আমার কন্যা এখনই মরিল; কিন্তু আপনি আসিয়া তাহার গাত্রে হস্তা-
১৯ র্পণ করুন, তাহাতে সে বাঁচিবে। তখন যীশু ও তাঁহার
২০ শিষ্যগণ উঠিয়া তাহার পশ্চাৎ গমন করিলেন। ইতো-মধ্যে দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রদর রোগেতে শীর্ণা এক স্ত্রী তাঁহার পশ্চাদ্দিগে আসিয়া তাঁহার বস্ত্রের থোপ
২১ স্পর্শ করিল; কারণ তাঁহার বস্ত্রমাত্র স্পর্শ করিতে পা-ইলে আমি সুস্থা হইব, সে মনে২ ইহা কহিতেছিল।
২২ পরে যীশু মুখ ফিরাইয়া তাহাকে দেখিয়া কহিলেন, হে কন্যে সুস্থিরা হও, তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থা করিল। সেই দণ্ড অবধি ঐ স্ত্রী সুস্থা হইল।

২৩ অপর যীশু সেই অধ্যক্ষের বাটীতে উপস্থিত হইয়া বাদ্যকর প্রভৃতি অনেক২ লোককে কলরব করিতে দে-
২৪ খিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, দূর হও; ঐ কন্যা মরে নাই, নিদ্রিতা আছে; তাহাতে তাহারা তাঁহাকে উপ-
২৫ হাস করিল। কিন্তু জনতা বহিষ্কৃত হইলে তিনি ভিতরে গিয়া ঐ কন্যার হস্ত ধারণ করিলেন, তাহাতে সে উঠিল।
২৬ এবং সে কর্ম্মের জনরব ঐ সমস্ত দেশ ব্যাপিল।
২৭ পরে যীশু সে স্থান হইতে যাত্রা করিলে দুই জন অন্ধ, হে দায়ূদের সন্তান, আমাদিগকে দয়া করুন, ইহা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে২ তাঁহার পশ্চাৎ চলিল।
২৮ এবং যীশু গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে পর তাঁহার নিকটে সেই অন্ধেরা আইল; তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, এই কর্ম্ম করা আমার সাধ্য, তোমাদের কি এমন বি-

২৯ শ্বাস আছে? তাহারা বলিল, হাঁ প্রভো। তখন তিনি তাহাদের চক্ষুঃ স্পর্শ করিয়া কহিলেন, তোমাদের প্রত্য-
৩০ য়ানুসারে তোমাদের মঙ্গল হউক। তাহাতে তাহাদের চক্ষুঃ উন্মীলিত হইল; পরে যীশু তাহাদিগকে দৃঢ় আজ্ঞা দিয়া কহিলেন, সাবধান, কেহ ইহা জ্ঞাত না হউক।
৩১ কিন্তু তাহারা প্রস্থান করিয়া সে দেশ সমুদয়েতে তাঁহার কীর্ত্তি প্রকাশ করিল।

৩২ তাহারা বাহিরে যাইতেছিল, ইতোমধ্যে লোকেরা এক
৩৩ ভূতগ্রস্ত গুঙ্গাকে তাঁহার নিকটে আনিল। পরে তিনি ভূত ছাড়াইলে সেই গুঙ্গা কথা কহিতে লাগিল; তাহাতে সমুদয় লোক আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া কহিল, ইস্রা-
৩৪ য়েল্ বংশেতে এমন কখনও দেখা যায় নাই। কিন্তু ফিরূশিরা কহিল, ভূতের অধিপতি দ্বারা সে ভূতগণকে ছাড়ায়।

৩৫ পরে যীশু তাবৎ নগরে ও গ্রামে ভ্রমণ করিতে২ তাহাদের ভজনালয়ে উপদেশ দিতে ও রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করিতে, ও লোকদের মধ্যে যাহার যে রোগ ও ব্যাধি ছিল, সে সকলের প্রতীকার করিতে লাগিলেন।
৩৬ এবং লোক সকলকে দেখিয়া তাহাদের প্রতি করুণাবিষ্ট হইলেন, কেননা তাহারা ব্যাকুল এবং অরক্ষক মেষের
৩৭ ন্যায় ত্যক্ত ছিল। তখন তিনি আপন শিষ্যদিগকে কহিলেন, শস্যের বাহুল্য আছে, কিন্তু কার্য্যকারি লোক
৩৮ অল্প। অতএব শস্যক্ষেত্রে আরও কার্য্যকারি লোকদিগকে পাঠাইয়া দিতে ক্ষেত্রের স্বামির নিকটে প্রার্থনা কর।

১০ অধ্যায়।

১ অনন্তর যীশু আপনার দ্বাদশ শিষ্যকে ডাকিয়া অপবিত্র ভূতগণকে ছাড়াইতে এবং সর্ব্ব প্রকার রোগ ও

২ ব্যাধির শান্তি করিতে তাহাদিগকে ক্ষমতা দিলেন। সেই দ্বাদশ প্রেরিতদের এই২ নাম, প্রথমে শিমোন্ যাহাকে পিতর্ বলে, পরে তাহার ভ্রাতা আন্দ্রিয়, এবং সিবদি-
৩ য়ের পুত্র যাকূব্ ও তাহার ভ্রাতা যোহন, এবং ফিলিপ ও বর্থলময়; এবং থোমা ও করগ্রাহি মথি; এবং আ-
ল্ফেয়ের পুত্র যাকূব্, ও লিব্বেয় যাহাকে থদ্দেয় বলে;
৪ এবং কিনানীয় শিমোন্ ও যে ব্যক্তি খ্রীষ্টকে শত্রু হস্তগত করিল, সেই ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা।
৫ পরে যীশু ঐ দ্বাদশ জনকে প্রেরণ সময়ে এই আজ্ঞা দিলেন, তোমরা অন্য জাতীয়দের পথে যাইও না, এবং
৬ শোমিরোণীয়দের কোন নগরে প্রবেশ করিও না। কিন্তু
৭ ইস্রায়েল্ বংশীয় হারাণ মেষগণের কাছে যাও। এবং যাইতে২ এ কথা প্রচার করিয়া বল, 'স্বর্গের রাজত্ব সন্নি-
৮ কট হইল।' এবং রোগগ্রস্ত লোকদিগকে সুস্থ কর, ও কুষ্ঠিদিগকে পরিষ্কৃত কর, ও মৃত লোকদিগকে জীবন দান কর, ও ভূতদিগকে ছাড়াও; আর বিনা মূল্যে তোমরা
৯ পাইয়াছ, বিনা মূল্যেই বিতরণ কর। কিন্তু আপনাদের
১০ কটিবন্ধে স্বর্ণ কি রূপ্য কি তাম্র কিছুই লইও না। এবং যাত্রার কারণ ঝুলি কিম্বা দ্বিতীয় বস্ত্র কিম্বা পাদুকা কিম্বা যষ্টি এ সকল লইও না; কেননা কার্য্যকারি লোক ভরণ
১১ পোষণের যোগ্য পাত্র। আর তোমরা কোন নগরে কিম্বা গ্রামে প্রবেশ করিলে, সে স্থানে কোন্ ব্যক্তি যোগ্য পাত্র, তাহা অনুসন্ধান কর, পরে স্থানান্তরে যা-
১২ ইবার সময় পর্য্যন্ত তাহার কাছে থাক। আর তাহার বাটীতে প্রবেশ করণ সময়ে তাহাকে আশীর্ব্বাদ কর।
১৩ তাহাতে সেই ঘর যদি যোগ্য পাত্র হয়, তবে তোমা-
দের আশীর্ব্বাদ তাহার প্রতি বর্ত্তিবে; কিন্তু যদি যোগ্য পাত্র না হয়, তবে ঐ আশীর্ব্বাদ পুনরায় তোমাদের

১৪ প্রতি বর্ত্তিবে। কিন্তু যে লোকেরা তোমাদিগকে গ্রাহ্য না করে, এবং তোমাদের কথা না শুনে, তাহাদের বাটী কিম্বা নগর হইতে প্রস্থান করণ সময়ে আপনাদের পদ-
১৫ ধূলি ঝাড়িয়া দেও। আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, বিচার দিনে সেই নগরের দশা অপেক্ষা বরং সিদোম্ ও অমোরা দেশীয়দের দশা সহ্য হইবে।
১৬ আর দেখ, কেন্দুয়া ব্যাঘ্র সমূহের মধ্যে যেমন মেষ, তদ্রূপ তোমাদিগকে পাঠাইতেছি; অতএব তোমরা সর্প-
১৭ বৎ সতর্ক ও কপোতের ন্যায় অহিংসক হও। কিন্তু মনুষ্যদের হইতে সাবধান থাক; কেননা তাহারা তোমা-দিগকে রাজসভাতে সমর্পণ করিবে, ও আপনাদের ভজ-
১৮ নালয়ে কশাঘাত করিবে। আর তোমরা আমার জন্যে দেশাধ্যক্ষদের ও রাজাদের সম্মুখে তাহাদের ও অন্য
১৯ জাতীয়দের প্রতি প্রমাণার্থে আনীত হইবা। কিন্তু এই রূপ সমর্পিত হইলে তোমরা কি প্রকারে বা কি কথাতে উত্তর করিবা, তাহার বিষয়ে ভাবিত হইও না; যেহে-তুক তোমাদের যাহা বক্তব্য, তাহা তদ্দণ্ডে তোমাদিগকে
২০ জ্ঞাত করা যাইবে। কেননা তোমরাই বক্তা নও, কিন্তু তোমাদের পিতার যে আত্মা তোমাদের দ্বারা কথা কহেন,
২১ তিনিই বক্তা হন। আর ভ্রাতা ভ্রাতাকে ও পিতা পুত্র-কে মৃত্যুতে সমর্পণ করিবে; এবং সন্তানেরা আপন২ পিতা মাতার বিপক্ষ হইয়া তাহাদিগকে বধ করাইবে।
২২ এবং তোমরা আমার নাম প্রযুক্ত সকলের ঘৃণাস্পদ হইবা; কিন্তু যে কেহ শেষ পর্য্যন্ত স্থির থাকিবে, সেই
২৩ পরিত্রাণ পাইবে,। আর তাহারা যখন তোমাদিগকে এক নগরে তাড়না করিবে, তখন তোমরা অন্য নগরে পলা-য়ন করিও; আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, ইস্রায়েল্ দেশের সকল নগরে তোমাদের ভ্রমণ সমা-

২৪ প্তির পূর্ব্বে মনুষ্যপুত্রের আগমন হইবে। গুরুহইতে শিষ্য
২৫ বড় নহে, এবং কর্ত্তাহইতে দাস বড় নহে; শিষ্য আপন
গুরুর তুল্য ও দাস আপন কর্ত্তার তুল্য হইলেই যথেষ্ট।
তাহারা যদি গৃহের কর্ত্তাকে বালসিবূব্ বলিয়া কহি-
২৬ য়াছে, তবে তাঁহার পরিজনদিগকে কি না কহিবে? কিন্তু
তোমরা তাহাদিগকে ভয় করিও না; কেননা প্রকাশিত
হইবে না, এমন আচ্ছাদিত কিছুই নাই; এবং জানা
২৭ যাইবে না, এমন গুপ্ত কিছুই নাই। আমি যাহা তো-
মাদিগকে অন্ধকারে কহি, তাহা তোমরা দীপ্তিস্থানে কহ।
এবং কাণাকাণি করিয়া যাহা শুন, তাহা গৃহের ছাত-
২৮ হইতে প্রচার কর। আর যাহারা শরীরকে বধ করিতে
পারে, কিন্তু আত্মাকে বধ করিতে পারে না, তাহা-
দিগকে ভয় করিও না; কিন্তু যিনি শরীর ও আত্মা উ-
ভয়কেই নরকে বিনষ্ট করিতে পারেন, বরং তাঁহাকেই
২৯ ভয় কর। দুই চটকপক্ষী কি এক পয়সাতে বিক্রীত হয়
না? তথাচ তোমাদের পিতার অনুমতি বিনা তাহাদের
৩০ একটিও ভূমিতে পড়ে না। এবং তোমাদের মস্তকের
৩১ কেশ সকলও গণিত আছে। অতএব ভয় করিও না: তো-
৩২ মরা অনেক চটকপক্ষিহইতে বহুমূল্য। আর যে কেহ
মনুষ্যদের সাক্ষাতে আমাকে স্বীকার করে, আমিও আ-
৩৩ পন স্বর্গস্থ পিতার সাক্ষাতে তাহাকে স্বীকার করিব। কিন্তু
যে কেহ মনুষ্যদের সাক্ষাতে আমাকে অস্বীকার করে,
আমিও আপন স্বর্গস্থ পিতার সাক্ষাতে তাহাকে অস্বী-
কার করিব।

৩৪ আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে আসিয়াছি, এমন বোধ
করিও না; শান্তি দিতে নহে, কিন্তু খড়্গ দিতে আ-
৩৫ সিয়াছি। পিতার সহিত পুত্রের, ও মাতার সহিত কন্যার,
এবং শ্বশ্রূর সহিত পুত্রবধূর বিরোধ করাইতে আমি

৩৬ আসিয়াছি। তাহাতে আপন২ পরিজনই মনুষ্যের শত্রু
৩৭ হইবে। যে কেহ আপন পিতাকে কিম্বা মাতাকে আমা-
হইতে অধিক প্রেম করে, সে আমার যোগ্য নয়। এবং
যে কেহ আপন পুত্রকে কিম্বা কন্যাকে আমাহইতে অধিক
৩৮ প্রেম করে, সে আমার যোগ্য নয়। আর যে কেহ আ-
পন ক্রুশ তুলিয়া আমার পশ্চাদ্গামী না হয়, সে আ-
৩৯ মার যোগ্য নয়। আর যে কেহ আপন প্রাণ রক্ষা করে,
সে তাহা হারাইবে; কিন্তু যে কেহ আমার নিমিত্তে আপন
প্রাণ হারায়, সে তাহা রক্ষা করিবে।

৪০ আর যে কেহ তোমাদিগকে গ্রাহ্য করে, সে আমাকে
গ্রাহ্য করে; এবং যে কেহ আমাকে গ্রাহ্য করে, সে
৪১ আমার প্রেরণকর্ত্তাকে গ্রাহ্য করে। আর যে কেহ ভবি-
ষ্যদ্বক্তা জ্ঞানে ভবিষ্যদ্বক্তাকে গ্রাহ্য করে, সে ভবিষ্য-
দ্বক্তার ফল পাইবে; এবং যে কেহ ধার্ম্মিক জ্ঞানে ধা-
র্ম্মিককে গ্রাহ্য করে, সে ধার্ম্মিক মনুষ্যের ফল পাইবে।
৪২ আর যে কেহ এই ক্ষুদ্র লোকদের মধ্যে কোন এক জন-
কে শিষ্য জ্ঞানে এক বাটী শীতল জল পান করিতে
দেয়, আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, সে
কোন প্রকারে আপন ফলে বঞ্চিত হইবে না।

১১ অধ্যায়।

১ এই রূপে যীশু আপন দ্বাদশ শিষ্যের প্রতি আজ্ঞা
সমাপ্ত করিয়া নগরে২ উপদেশ ও ঘোষণা করিতে সে
স্থানহইতে প্রস্থান করিলেন।

২ পরে যোহন কারাগারে থাকিয়া খ্রীষ্টের কর্ম্মের সং-
বাদ পাইয়া আপনার দুই শিষ্যকে পাঠাইয়া তাঁহাকে এই
৩ জিজ্ঞাসা করিল, 'যাঁহার আগমন হইবে, সেই জন কি
৪ 'তুমি? না আমরা অন্যের অপেক্ষাতে থাকিব?' তা-

হাতে যীশু উত্তর করিলেন, তোমরা যাও, এবং যাহাং
৫ শুনিতেছ ও দেখিতেছ, তাহার সংবাদ যোহন্‌কে দেও।
অন্ধেরা দেখিতেছে, ও খঞ্জেরা চলিতেছে, ও কুষ্ঠিরা পরিষ্কৃত
হইতেছে, ও বধিরেরা শ্রবণ করিতেছে, ও মৃতেরা উত্থা-
পিত হইতেছে, এ দরিদ্রদের নিকটে সুসমাচার প্রচা-
৬ রিত হইতেছে; এবং আমি যাহার বিঘ্নস্বরূপ না হই,
সেই ধন্য।

৭ অনন্তর তাহারা চলিয়া গেলে যীশু লোক সমূহকে যোহ-
নের বিষয়ে কহিতে লাগিলেন, তোমরা প্রান্তরে কি দে-
খিতে গিয়াছিলা? কি বায়ু কম্পিত নল? তবে কি দেখিতে
৮ গিয়াছিলা? কি সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিহিত কোন মনুষ্যকে? দেখ,
যাহারা সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করে, তাহারা রাজবাটীতে
৯ থাকে। তবে কি দেখিতে গিয়াছিলা? কি এক জন ভবি-
ষ্যদ্বক্তাকে? তাহাই বটে; বরঞ্চ সে ব্যক্তি ভবিষ্যদ্বক্তা
১০ হইতেও শ্রেষ্ঠ, ইহা আমি তোমাদিগকে কহিতেছি। কে-
ননা এ সেই ব্যক্তি যাহার বিষয়ে এই কথা লিখিত
আছে, যথা, "দেখ, আমি আপন দূতকে তোমার অগ্রে
"প্রেরণ করিব, সে তোমার অগ্রে যাইয়া তোমার পথ
১১ "প্রস্তুত করিবে।" আর আমি সত্য করিয়া তোমাদি-
গকে কহিতেছি; স্ত্রীলোকের গর্ব্ভজাত সকলের মধ্যে যো-
হন্ বাপ্তাইজক হইতে শ্রেষ্ঠ কেহই উৎপন্ন হয় নাই;
তথাপি স্বর্গরাজ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র যে ব্যক্তি সে তা-
১২ হাহইতেও মহান্। এবং যোহনের কালাবধি এখন পর্য্যন্ত
স্বর্গরাজ্য বলাক্রান্ত হইয়া আসিতেছে, ও আক্রমি লো-
১৩ কেরা বলেতে তাহা অধিকার করিতেছে। যেহেতুক তাবৎ
ভবিষ্যদ্বক্তা ও ব্যবস্থা যোহন পর্য্যন্ত ভবিষ্যদ্বাক্য প্রকাশ
১৪ করিয়াছে। আর তোমরা যদি এই কথা গ্রাহ্য করিতে
সম্মত হও, তবে যে এলিয়ের আগমন হইবে, সে এই

১৫ ব্যক্তি, ইহা জানিবা। যাহার শুনিতে কর্ণ থাকে, সে শুনুক।
১৬ আমি কাহার সহিত এই বর্ত্তমান কালের লোকদের তুলনা দিব? যে বালকেরা বাজারে বসিয়া আপনাদের
১৭ বন্ধুগণকে ডাকিয়া কহে, 'তোমাদের নিকটে আমরা বাঁশী বাজাইয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা নৃত্য কর নাই; এবং তোমাদের কাছে বিলাপ করিয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা মস্তকে করাঘাত কর নাই,' তাহারা এমন বালকদের
১৮ সদৃশ। কেননা যোহন্ আসিয়া ভোজন পান করিত না;
১৯ তাহাতে লোকেরা বলিয়া থাকে, সে ভূতগ্রস্ত। এবং মনুষ্যপুত্র আসিয়া ভোজন পান করেন; তাহাতে বলিয়া থাকে, ঐ দেখ, এক জন ভোক্তা ও মদ্যপ, এবং করগ্রাহি ও পাপি লোকদের বন্ধু; কিন্তু বিদ্যার সন্তানেরা বিদ্যাকে নির্দ্দোষ জানে।
২০ অপর তিনি যে২ নগরে অনেক আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিয়াছিলেন, তন্নিবাসিদের মনঃপরিবর্ত্তন না হওয়াতে সেই
২২ সকল নগরকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। হায়২ কোরাসীন, হায়২ বৈৎসৈদা; তোমাদের মধ্যে যে২ আশ্চর্য্য কর্ম্ম করা গিয়াছে, সেই সকল কর্ম্ম যদি সোর ও সীদোন্ নগরে করা যাইত, তবে ইহার অনেক দিন পূর্ব্বে তন্নিবাসিরা চট পরিধান করিয়া ও ভস্মমধ্যে বসিয়া মন
২২ ফিরাইত। কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, বিচার দিবসে তোমাদের দশা হইতে বরং সোর ও সীদোনের
২৩ দশা সহ্য হইবে। অরে কফরনাহূম, তুমি স্বর্গ পর্য্যন্ত উন্নত হইয়াছ, কিন্তু নরক পর্য্যন্ত অধোগামী হইবা; কেননা তোমার মধ্যে যে২ আশ্চর্য্য কর্ম্ম করা গিয়াছে, তাহা যদি সিদোম্ নগরে করা যাইত, তবে সে অদ্য পর্য্যন্ত
২৪ থাকিত। কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, বিচার দিনে তোমার দশা হইতে বরং সিদোমের দশা সহ্য হইবে।

২৫ ঐ সময়ে যীশু এই কথা কহিলেন, হে স্বর্গের ও পৃথিবীর অধিপতি পিতঃ, তুমি জ্ঞানবান্ ও বিদ্বান্ লোক হইতে এই সকল বিষয় গুপ্ত রাখিয়া শিশুদের নিকটে প্রকাশ করিয়াছ, এই কারণ আমি তোমার ধন্যবাদ করি-
২৬ তেছি। হে পিতঃ, এই মত হউক, কারণ ইহা তোমার
২৭ দৃষ্টিতে গ্রাহ্য। পিতা কর্ত্তৃক আমার নিকটে সকলেই সমর্পিত আছে, আর পিতা বিনা কেহ পুত্রকে জানে না; এবং পুত্র বিনা আর কেহ পিতাকে জানে না; কেবল পুত্র আপনার ইচ্ছাতে যাহার নিকটে তাঁহাকে প্রকাশ করেন, সেও তাঁহাকে জানে।

২৮ হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোক সকল, আমার নি-
২৯ কটে আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব। আমার যোঁয়ালি আপনাদের উপরে ধরিয়া লও, এবং আমার স্থানে শিক্ষা কর, কেননা আমি ক্ষান্তশীল ও নম্রমনা, তাহাতে তোমরা আপন২ মনের নিমিত্তে বিশ্রাম পাইবা।
৩০ কারণ আমার যোঁয়ালি সহজ ও আমার ভার লঘু।

১২ অধ্যায়।

১ তৎকালে যীশু বিশ্রামবারে শস্যের ক্ষেত্র দিয়া গমন করিলে তাঁহার শিষ্যেরা ক্ষুধিত হওয়াতে শস্যের শীষ
২ ছিঁড়িয়া২ খাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া ফিরূশিরা তাঁহাকে কহিল, দেখ, বিশ্রামবারে যে কর্ম্ম কর্ত্তব্য নয়,
৩ তাহাই তোমার শিষ্যগণ করিতেছে। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, দায়ূদ ও তাহার সঙ্গিরা ক্ষুধিত হইয়া
৪ যাহা করিয়াছিল, তাহা তোমরা কি পাঠ কর নাই? সে ঈশ্বরের আবাসে প্রবেশ করিয়া যে দর্শনীয় রুটী কেবল যাজকবর্গ বিনা তাহার ও তাহার সঙ্গিদের ভোজন করা
৫ কর্ত্তব্য ছিল না, তাহাই ভোজন করিয়াছিল। অপর বি-

শ্রামবারে যাজকেরা মন্দিরের মধ্যে বিশ্রামবারের নিয়ম লঙ্ঘন করে, তথাপি নির্দ্দোষ হয়, শাস্ত্রের মধ্যে ইহাও ৬ কি পাঠ কর নাই? আর আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, ৭ এই স্থানে মন্দির হইতে গুরুতর এক জন আছেন। কিন্তু "আমি বলিদান অপেক্ষা দয়া চাহি," এ বচনের অর্থ যদি তোমরা জানিতা, তবে নির্দ্দোষদিগকে দোষী করিতা ৮ না। কেননা মনুষ্য পুত্র বিশ্রামবারেরও কর্ত্তা আছেন।

৯ তথাহইতে স্থানান্তরে যাইয়া তিনি তাহাদের ভজনা- ১০ লয়ে প্রবেশ করিলেন। সেই স্থানে শুষ্ক হস্ত এক মনুষ্য উপস্থিত ছিল; তাহাতে যীশুর প্রতি দোষারোপ করিবার নিমিত্তে লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, বিশ্রামবারে কি সুস্থ ১১ করা কর্ত্তব্য? তাহাতে তিনি কহিলেন, বিশ্রামবারে আ- পনার এক মেষ গর্ত্তে পড়িলে তাহাকে ধরিয়া তোলে ১২ না, এমন লোক তোমাদের মধ্যে কে আছে? কিন্তু মেষ হইতে মনুষ্য কি অধিক শ্রেষ্ঠ নহে? অতএব বিশ্রাম- ১৩ বারে হিত কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য বটে। পরে তিনি সে মনুষ্যকে কহিলেন, তোমার হস্ত বিস্তার কর; তাহাতে সে তাহা বিস্তার করিলে তাহার অন্য হস্তের ন্যায় তাহা সুস্থ হইল।

১৪ তখন ফিরূশিরা বহির্গত হইয়া যাহাতে তাঁহাকে নষ্ট করিতে পারে, এমত কুমন্ত্রণা তাঁহার বিরুদ্ধে করিতে ১৫ লাগিল। কিন্তু যীশু তাহা জানিয়া স্থানান্তরে গমন করি- লেন; তাহাতে অনেক২ লোক তাঁহার পশ্চাৎ গমন ১৬ করিলে তিনি সকলকে সুস্থ করিয়া এই দৃঢ় আজ্ঞা দি- ১৭ লেন। তোমরা আমার পরিচয় দিও না। এই রূপে যি- শায়িয় ভবিষ্যদ্বক্তাদ্বারা কথিত এই বাক্য সফল করা ১৮ গেল, যথা, "ঐ দেখ, আমার মনোনীত সেবক; তিনি "আমার প্রিয় লোক ও আমার আন্তরিক সন্তোষের

"পাত্র। আমি তাঁহার উপরে আপন আত্মাকে স্থায়ী
"করিব, তাহাতে তিনি সর্ব্বজাতীয়দের নিকটে রাজ্য-
১৯ "নীতি প্রকাশ করিবেন; তিনি কলহ কিম্বা উচ্চশব্দ
"করিবেন না, এবং রাজপথে কেহ তাঁহার রব শুনিতে
২০ "পাইবে না; তিনি যাবৎ রাজ্যনীতি জয়িরূপে প্রচলিত
"না করেন, তাবৎ থেঁৎলা নল ভাঙ্গিবেন না, ও সধূম
২১ "শলিতা নির্ব্বাণ করিবেন না; এবং অন্যজাতীয়েরা
"তাঁহার নামে প্রত্যাশা রাখিবে।"
২২ পরে লোকেরা এক ভূতগ্রস্ত অন্ধ গুঙ্গা মনুষ্যকে তাঁ-
হার নিকটে আনিলে তিনি তাহাকে সুস্থ করিলেন;
তাহাতে সে অন্ধ গুঙ্গা দেখিতে এবং কথা কহিতে লা-
২৩ গিল। ইহাতে সকলে বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, ইনি কি
২৪ দায়ূদের সন্তান? কিন্তু ফিরূশিরা তাহা শুনিয়া কহিল,
বাল্‌সিবূব্ নামে ভূতরাজের সাহায্য ব্যতিরেকে এ ব্যক্তি
ভূতদিগকে ছাড়ায় না। তখন যীশু তাহাদের এমত মা-
২৫ নস জানিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, কোন রাজ্য যদি
আপনার বিপক্ষে ভিন্ন হয়, তবে সে উচ্ছিন্ন হয়; এবং
যে কোন নগর কিম্বা পরিবার আপনার বিপক্ষে ভিন্ন হয়,
২৬ সে স্থির থাকিতে পারে না। আর শয়তান যদি শয়তানকে
বাহির করিয়া দেয়, তবে সে আপন বিপক্ষে ভিন্ন
২৭ হইল; তাহাতে তাহার রাজ্য কি প্রকার স্থির থাকিবে?
আর আমি যদি বাল্‌সিবূব্‌দ্বারা ভূতদিগকে ছাড়াই, তবে
তোমাদের সন্তানেরা কাহার দ্বারা ছাড়ায়? অতএব তো-
২৮ মাদের ইহার বিচারকর্ত্তা তাহারাই হইবে। কিন্তু যদি
আমি ঈশ্বরের আত্মাদ্বারা ভূতদিগকে ছাড়াই, তবে ঈশ্ব-
২৯ রের রাজত্ব অবশ্য তোমাদের সন্নিকট হইল। আর
কেহ বলবান্ ব্যক্তিকে অগ্রে বন্ধন না করিলে কি প্রকা-
রে তাহার গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া দ্রব্যাদি লুট করিতে

পারে? কিন্তু তাহা করিলে তাহার গৃহের দ্রব্যাদি লুট
৩০ করিতে পারিবে। যে কেহ আমার সপক্ষ নহে, সে
বিপক্ষ আছে; এবং যে আমার সহিত কুড়ায় না, সে
ছড়াইয়া ফেলে।

৩১ অতএব আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, মনুষ্যদের সকল
প্রকার পাপ ও নিন্দার ক্ষমা হইতে পারে, কিন্তু পবিত্র
৩২ আত্মার বিরুদ্ধে নিন্দার ক্ষমা হইবে না। আর যে কেহ
মনুষ্যপুত্রের বিরুদ্ধে কথা কহে, সে ক্ষমা পাইতে পারে;
কিন্তু যে কেহ পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে কথা কহে, তাহার
সেই দোষের ক্ষমা ইহলোকে কি পরলোকে কখনো
৩৩ হইবে না। বৃক্ষকে যদি ভাল করিয়া বল, তবে তাহার
ফলকেও ভাল বলিতে হয়; আর বৃক্ষকে মন্দ করিয়া
বলিলে তাহার ফলকেও মন্দ বলিতে হয়; কেননা ফল-
৩৪ দ্বারা বৃক্ষকে চেনা যায়। অরে সর্পের বংশ, তোমরা
মন্দ হওয়াতে কি প্রকারে ভাল কথা কহিতে পার? যে-
হেতুক অন্তঃকরণের পূর্ণভাবানুসারে মুখহইতে বাক্য
৩৫ নির্গত হয়। ভাল মনুষ্য অন্তঃকরণরূপ ভাল ভাণ্ডার-
হইতে ভাল দ্রব্য বাহির করে, এবং মন্দ মনুষ্য মন্দ
৩৬ ভাণ্ডারহইতে মন্দ দ্রব্য বাহির করে। কিন্তু আমি তো-
মাদিগকে কহিতেছি, মনুষ্যেরা যত অনর্থক কথা কহে,
৩৭ বিচার দিবসে সেই সকলের নিকাশ দিতে হইবে। কে-
ননা তুমি আপনার কথাদ্বারা নির্দ্দোষ, কিম্বা আপনার
কথাদ্বারা সদোষ গণিত হইবা।

৩৮ তখন কএক অধ্যাপক ও ফিরূশী উত্তর করিল, হে
গুরো, আমরা আপনকার কৃত কোন চিহ্ন দেখিতে ইচ্ছা
৩৯ করি। তাহাতে তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন, এই কালের
দুষ্ট ও ব্যভিচারি লোকেরা চিহ্নের অন্বেষণ করে, কিন্তু
যূনস্ ভবিষ্যদ্বক্তার চিহ্ন বিনা আর কোন চিহ্ন তাহা-

৪০ দিগকে দেখান যাইবে না। ফলতঃ যূনস্ যেমন তিন দিবারাত্রি বৃহৎ মৎস্যের উদরে ছিল, তেমনি মনুষ্যের
৪১ পুত্রও তিন দিবারাত্রি পৃথিবীর মধ্যস্থলে থাকিবেন। বিচারদিনে নীনিবীয় লোকেরা এই কালের লোকদের সহিত উঠিয়া তাহাদিগকে দোষী করিবে; কেননা তাহারা যূনসের উপদেশে মন ফিরাইয়াছিল, কিন্তু দেখ,
৪২ যূনস্ হইতে গুরুতর এক জন এই স্থানে আছেন। আর দক্ষিণ দেশের রাণীও বিচারদিনে এই কালের লোকদের সহিত উঠিয়া তাহাদিগকে দোষী করিবে; কেননা সে সুলেমানের জ্ঞানের কথা শুনিতে পৃথিবীর সীমাহইতে আসিয়াছিল, কিন্তু দেখ, সুলেমান্‌হইতেও গুরুতর এক জন এ স্থানে আছেন।

৪৩ আর অপবিত্র ভূত মনুষ্যহইতে বহির্গত হইলে পর সে শুষ্ক স্থান দিয়া ভ্রমণ করিয়া বিশ্রামের অন্বেষণ
৪৪ করে, কিন্তু তাহা পায় না। তাহাতে সে বলে, আমি যে স্থানহইতে বাহির হইয়াছি, আমার সেই গৃহে ফিরিয়া যাই; পরে সে স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহা শূন্য
৪৫ ও মার্জ্জিত ও শোভিত দেখে। তখন সে যাইয়া আপনাহইতেও দুষ্ট আর সাত ভূতকে সঙ্গে লইলে তাহারা সকলে সেই স্থানে প্রবেশ করিয়া বাস করে; তাহাতে সেই মনুষ্যের পূর্ব্ব দশাহইতে শেষদশা আরও মন্দ হয়; এই কালের দুষ্ট লোকদের প্রতি তাহাই ঘটিবে।

৪৬ লোকদিগকে এই সকল কথা কহিবার সময়ে তাঁহার মাতা ও ভ্রাতৃগণ তাঁহার সহিত কথা কহিতে বাঞ্ছা করিয়া
৪৭ বাহিরে দাঁড়াইল। তাহাতে কোন ব্যক্তি তাঁহাকে কহিল, দেখ, তোমার মাতা ও ভ্রাতৃগণ তোমার সহিত কথা
৪৮ কহিবার ইচ্ছাতে বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু তিনি
৪৯ সেই লোককে উত্তর করিলেন, আমার মাতা কে? আর

আমার ভ্রাতৃগণ কে? পরে আপন শিষ্যগণের প্রতি হস্ত বিস্তার করিয়া কহিলেন, এই দেখ আমার মাতা ও আ-
৫০ মার ভ্রাতৃগণ; কারণ যে কেহ আমার স্বর্গস্থ পিতার ইষ্ট ক্রিয়া করে, সেই আমার ভ্রাতা ও ভগিনী ও মাতা।

১৩ অধ্যায়।

১ অপর ঐ দিবসে যীশু গৃহহইতে বাহির হইয়া সমুদ্রের
২ কূলে বসিলেন। সে স্থানে তাঁহার নিকটে অত্যন্ত জনতা উপস্থিত হওয়াতে তিনি এক নৌকায় উঠিয়া বসিলেন,
৩ এবং লোক সকল তীরে দাঁড়াইয়া থাকিল। তখন তিনি দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাদিগকে অনেক২ কথা কহিতে লাগি-
৪ লেন। তিনি কহিলেন, দেখ, এক জন বীজবাপক বীজ বপন করিতে গেল। তাহা বপনের সময়ে কতক বীজ পথের পার্শ্বে পড়িল, তাহাতে পক্ষিগণ আসিয়া তাহা
৫ খুঁটিয়া খাইল। আর কতক বীজ অল্প মৃত্তিকাযুক্ত পাষাণময় স্থলে পড়িল, তাহাতে তাহা অল্প মৃত্তিকাপ্রযুক্ত
৬ শীঘ্র অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু সূর্য্যোদয় হইলে দগ্ধ হইল, এবং তাহার মূল না বসাতে শুষ্ক হইয়া
৭ গেল। আর কতক বীজ কণ্টকের মধ্যে পড়িল, তাহাতে
৮ কণ্টক সকল বাড়িয়া তাহা গ্রাসিয়া রাখিল। আর কতক বীজ উর্ব্বরা ভূমিতে পড়িল; তাহাতে তাহার মধ্যে কতক শত গুণ, ও কতক ষষ্টি গুণ, ও কতক ত্রিশ গুণ ফল
৯ ফলিল। যাহার শুনিতে কর্ণ থাকে, সে শুনুক।
০ পরে শিষ্যেরা নিকটে আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা
১ করিল, আপনি তাহাদিগকে দৃষ্টান্তকথা কেন কহিতেছেন? তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, স্বর্গরাজ্যের নিগূঢ় কথা জানিবার ক্ষমতা তোমাদিগকে দত্ত হইয়াছে, কিন্তু তা-
২ হাদিগকে দত্ত হয় নাই। কেননা যাহার কাছে থাকে,

তাহাকে আরও দত্ত হইবে, তাহাতে তাহার বাহুল্য হইবে; কিন্তু যাহার কাছে থাকে না, তাহার যাহা
১৩ আছে তাহাও তাহার নিকটহইতে নীত হইবে। আমি তাহাদিগকে দৃষ্টান্তকথা কহি, তাহার কারণ এই, তা-হারা দেখিয়াও দেখে না, এবং শুনিয়াও শুনে না, এবং
১৪ বুঝেও না, এবং তাহাদিগেতে যিশায়িয়ের এই ভবি-ষ্যদ্বাক্য সফল হইতেছে, যথা, "তোমরা কর্ণেতে শুনি-"বা, কিন্তু বুঝিবা না; এবং চক্ষুতে দেখিবা, কিন্তু
১৫ "জানিতে পারিবা না; কেননা এই লোকেরা চক্ষুতে "দেখিয়া ও কর্ণে শুনিয়া ও অন্তঃকরণে বুঝিয়া মন ফি-"রাইলে পাছে আমি তাহাদিগকে সুস্থ করি, এই নি-"মিত্তে তাহাদের বুদ্ধি স্থূল হইয়াছে, ও তাহারা শুনিতে "আপনাদের কর্ণ ভারী করিয়াছে, ও চক্ষু মুদ্রিত করি-
১৬ "য়াছে।" কিন্তু ধন্য তোমাদের চক্ষু, কারণ সে দেখে;
১৭ এবং ধন্য তোমাদের কর্ণ, কেননা সে শুনে। আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমরা যাহা২ দেখিতেছ, তাহা অনেক ভবিষ্যদ্বক্তা ও ধার্ম্মিক লোক দেখিতে ইচ্ছা করিয়াও দেখিতে পাইল না; এবং তো-মরা যাহা২ শুনিতেছ, তাহা তাহারা শুনিতে চাহিয়াও শুনিতে পাইল না।

১৮ ঐ বীজবাপকের দৃষ্টান্তের তাৎপর্য্য শুন। যদি কেহ
১৯ রাজ্যের কথা শুনিয়া না বুঝে, তবে পাপাত্মা আসিয়া তাহার মনেতে যাহা২ উপ্ত ছিল তাহা হরণ করিয়া লয়; এমত লোকের অন্তরে বীজ পথের পার্শ্বে পড়ে।
২০ আর যাহার অন্তরে বীজ পাষাণময় ভূমিতে পড়ে, সে এমত লোক যে বাক্য শুনিবামাত্র আহ্লাদপূর্ব্বক গ্রাহ্য
২১ করে বটে, কিন্তু তাহার মনে মূল না বসাতে সে অল্প কালমাত্র থাকে; পরে সেই কথাহেতুক ক্লেশ কিম্বা তা-

২২ ড়না উপস্থিত হইলে সে তৎক্ষণাৎ বিঘ্ন পায়। আর যাহার অন্তরে বীজ কণ্টকের মধ্যে পড়ে, সে এমত লোক যে বাক্য শুনে বটে, কিন্তু এই সংসারের চিন্তা ও ধনের মায়া ঐ বাক্যকে গ্রাসিয়া রাখে, তাহাতে সে বিফল
২৩ হয়। আর যাহার অন্তরে বীজ উর্ব্বরা ভূমিতে পড়ে, সে এমত লোক যে বাক্য শুনিয়া বুঝে, তাহাতে সে ফলযুক্ত হইলে কতকগুলি শত গুণ, ও কতকগুলি ষষ্টি গুণ, ও কতকগুলি ত্রিশ গুণ ফল ফলে।

২৪ পরে তিনি আর এক দৃষ্টান্তকথা উত্থাপন করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, স্বর্গের রাজ্য এমন এক গৃহস্থের
২৫ তুল্য, যে আপন ক্ষেত্রে ভাল বীজ বপন করিল। কিন্তু লোক সকল নিদ্রা গেলে শত্রু আসিয়া ঐ গোমের বীজের মধ্যে শ্যামাঘাসের বীজ বপন করিয়া চলিয়া
২৬ গেল। পরে যখন বীজ অঙ্কুরিত হইয়া শীষ লইয়া উঠিল,
২৭ তখন শ্যামাঘাসও দেখা গেল। তাহাতে গৃহস্থের দাসেরা আসিয়া তাহাকে কহিল, হে মহাশয়, আপনি কি নিজ ক্ষেত্রে ভাল বীজ বুনেন নাই? তবে শ্যামাঘাস কোথাহইতে হইল? তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, কোন
২৮ শত্রু এ কর্ম্ম করিয়া থাকিবে। তাহাতে দাসেরা কহিল, আমরা যাইয়া তাহা উপড়াইয়া ফেলিব, মহাশয়ের কি
২৯ এমন ইচ্ছা হয়? তিনি কহিলেন, না, শ্যামাঘাস উপড়াইবার সময়ে কি জানি তোমরা তাহার সহিত গোমও
৩০ উপড়াইয়া ফেলিবা। শস্যচ্ছেদনের সময় পর্য্যন্ত উভয়কে একত্র বাড়িতে দেও পরে ছেদনের সময়ে আমি ছেদকদিগকে বলিব, তোমরা প্রথমে শ্যামাঘাস সকল একত্র করিয়া দগ্ধ করিবার কারণ বোঝা২ বান্ধিয়া রাখ, কিন্তু গোম সকল ভাণ্ডারে সংগ্রহ কর।

৩১ পরে তিনি আর এক দৃষ্টান্তকথা উত্থাপন করিয়া তা-

হাদিগকে কহিলেন, কোন মনুষ্য আপনি ক্ষেত্রে যে সর্ষপ
৩২ বীজ লইয়া বপন করিল, স্বর্গরাজ্য তাহার সদৃশ। সকল বী-
জের মধ্যে ঐ বীজ অতিক্ষুদ্র বটে; কিন্তু অঙ্কুরিত হইলে
সে শাকহইতে বড় হয়, এবং এমন বৃক্ষ হইয়া উঠে, যে
আকাশের পক্ষিগণ তাহার শাখাতে আসিয়া বাস করে।
৩৩ তিনি তাহাদিগকে আর এক দৃষ্টান্তকথা কহিলেন, এক
স্ত্রী কিঞ্চিৎ তাড়ী লইয়া তিন মোন ময়দার মধ্যে ঢা-
কিয়া রাখিল, পরে তাহা ক্রমে২ সমুদয় ময়দাতে ব্যা-
পিয়া গেল। স্বর্গরাজ্য সেই তাড়ীর সদৃশ।
৩৪ এই রূপে যীশু দৃষ্টান্তদ্বারা লোকসমূহের নিকটে এই
সকল প্রসঙ্গ কহিলেন, আর দৃষ্টান্ত ব্যতিরেকে তাহা-
৩৫ দিগকে কোন কথাই কহিলেন না। ইহাতে ভবিষ্যদ্বক্তা
দ্বারা কথিত এই বাক্য সফল করা গেল, যথা, "আমি
"দৃষ্টান্তকথাদ্বারা আপন মুখ ব্যাদান করিব, এবং জগ-
"তের সৃষ্টিকালাবধি গুপ্ত কথা প্রকাশ করিব।"
৩৬ অনন্তর যীশু সমস্ত লোককে বিদায় করিয়া গৃহে আ-
ইলে পর তাঁহার শিষ্যগণ নিকটে আসিয়া কহিল, ক্ষে-
ত্রের শ্যামাঘাসের দৃষ্টান্তকথা আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া
৩৭ বলুন। তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, যিনি ভাল বীজ
৩৮ বপন করেন, তিনি মনুষ্য পুত্র। এবং ক্ষেত্র জগৎ; ও
ভাল বীজ রাজ্যের সন্তানগণ; এবং শ্যামাঘাস পাপাত্মার
৩৯ সন্তান; ও যে শত্রু তাহা বুনিয়াছিল সে শয়তান; এবং
ছেদনের সময় জগতের শেষকাল; ও ছেদকেরা স্বর্গীয়
৪০ দুতগণ। অতএব লোকেরা যেমন শ্যামাঘাস একত্র করি-
৪১ য়া দগ্ধ করে, তেমনি এই জগতের শেষে হইবে; অর্থাৎ
মনুষ্যপুত্র আপন দুতগণকে প্রেরণ করিবেন; তাহাতে
তাহারা তাঁহার রাজ্য হইতে তাবৎ বিঘ্নজনক বিষয় ও
অধর্ম্মাচারি লোকদিগকে একত্র করিয়া অগ্নিকুণ্ডে নি-

৪২ ক্ষেপ করিবে; সেই স্থানে রোদন ও দন্তের কিড়িমিড়ি
৪৩ হইবে। তখন ধার্ম্মিক লোকেরা আপনাদের পিতার রাজ্যে সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান হইবে। যাহার শুনিতে কর্ণ থাকে সে শুনুক।

৪৪ আর কেহ ক্ষেত্রমধ্যে আচ্ছাদিত ধন দেখিলে তাহা গুপ্ত করিয়া রাখে, পরে আনন্দেতে যাইয়া আপনার সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া সেই ক্ষেত্র ক্রয় করে; স্বর্গরাজ্য এমন ধনের সদৃশ।

৪৫ আর যে বণিক্ উত্তম মুক্তা অন্বেষণ করিতে২ এক
৪৬ মহামূল্য মুক্তা দেখিলে আপন সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া তাহা ক্রয় করে, স্বর্গরাজ্য এমন বণিকের সদৃশ।

৪৭ পুনশ্চ স্বর্গরাজ্য সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত সর্ব্বপ্রকার জলচর
৪৮ সংগ্রহকারি এক জালের সদৃশ। ঐ জাল পরিপূর্ণ হইলে লোকেরা কূলেতে তুলিয়া বসিয়া ভাল মৎস্যাদি কুড়া-
৪৯ ইয়া পাত্রে রাখে, আর মন্দ সকল ফেলিয়া দেয়। তেমনি জগতের শেষে হইবে; ফলতঃ স্বর্গের দূতগণ আসিয়া ধার্ম্মিক লোকদের মধ্যহইতে দুষ্টদিগকে পৃথক্ করিয়া
৫০ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিবে; সেই স্থানে রোদন ও দন্তের কিড়িমিড়ি হইবে।

৫১ যীশু তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই সকল কি তোমরা বুঝিয়াছ? তাহাতে তাহারা কহিল, হাঁ প্রভো।
৫২ তখন তিনি কহিলেন, এই জন্যে স্বর্গরাজ্যের নিমিত্তে শিক্ষিত প্রত্যেক অধ্যাপক এমন গৃহস্থের সদৃশ, যে আপন ভাণ্ডারহইতে নূতন ও পুরাতন সামগ্রী বাহির করে।

৫৩ পরে যীশু এই সকল দৃষ্টান্তকথা সমাপ্ত করিয়া স্থা-
৫৪ নান্তরে গমন করিলেন। এবং স্বদেশে আসিয়া লোকদিগকে ভজনালয়ে উপদেশ দিতে লাগিলেন; তাহাতে তাহারা বিস্মিত হইয়া কহিল, ইহার এমন জ্ঞান ও আ-

৫৫ শ্চর্য্য ক্রিয়া কোথাহইতে হইল? এ কি সূত্রধরের পুত্র
৫৬ নহে? এবং ইহার মাতার নাম কি মরিয়ম্ নয়? এবং
যাকুব্ ও যোশি ও শিমোন্ ও যিহূদা, এ সকলে কি
ইহার ভ্রাতা নহে? এবং ইহার ভগিনীগণ কি আমাদের
মধ্যে নাই? তবে এ কোথাহইতে এই সকল পাইল?
৫৭ এই রূপে তিনি তাহাদের বিঘ্নস্বরূপ হইলেন; তাহাতে
যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, আপনার দেশ ও আপনার
৫৮ বাটী বিনা আর কুত্রাপি ভবিষ্যদ্বক্তা অসম্ভ্রান্ত হয় না।
এবং তাহাদের অবিশ্বাস প্রযুক্ত তিনি সে স্থানে বিস্তর
আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিলেন না।

১৪ অধ্যায়।

১ ঐ সময়ে হেরোদ্ রাজা যীশুর সুখ্যাতি শুনিয়া আ-
২ পনার ভৃত্যগণকে কহিল, এই ব্যক্তি যোহন্ বাপ্তাইজক
হইবে; মৃতদের মধ্যহইতে তাহার উত্থান হইয়াছে, এই
কারণ তাহাদ্বারা এ রূপ আশ্চর্য্য ক্রিয়া প্রকাশ পাই-
৩ তেছে। পূর্ব্বে হেরোদ্ আপন ভ্রাতা ফিলিপের স্ত্রী
হেরোদিয়ার অনুরোধে যোহন্কে ধরিয়া বন্ধন করিয়া
৪ কারাগারে রাখিয়াছিল। কেননা যোহন্ তাহাকে কহিত,
৫ উহাকে রাখা তোমার অনুচিত। তাহাতে রাজা তাহাকে
বধ করিতে ইচ্ছা করিয়াও লোকদিগকে ভয় করিত, যে-
৬ হেতুক সকলে যোহন্কে ভবিষ্যদ্বক্তৃরূপে মানিত। কিন্তু
হেরোদের জন্মদিনের উৎসব হইলে, হেরোদিয়ার কন্যা
সভার মধ্যে নৃত্য করিয়া হেরোদের তুষ্টি জন্মাইল।
৭ এই হেতুক রাজা দিব্যপূর্ব্বক এই প্রতিজ্ঞা করিল, তুমি
৮ যাহা চাহ, তাহাই তোমাকে দিব। তখন সে আপন
মাতার শিক্ষানুসারে কহিল, এই ক্ষণে যোহন বাপ্তা-
৯ ইজকের মস্তক থালাতে করিয়া আমাকে দিউন্। তা-

হাতে রাজা শোকান্বিত হইল, কিন্তু আপন দিব্যের এবং ভোজনোপবিষ্ট সঙ্গিদের ভয়ে তাহা দিতে আজ্ঞা করিল।
১০ এবং কারাগারে লোক পাঠাইয়া যোহনের মস্তক ছেদন
১১ করাইল। পরে সেই মস্তক থালাতে করিয়া ঐ কন্যাকে দত্ত হইল, আর সে আপন মাতার নিকটে তাহা লইয়া
১২ গেল। পরে যোহনের শিষ্যগণ আসিয়া দেহ লইয়া গিয়া কবর দিল, এবং যীশুর নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সুগোচর করিল।

১৩ অনন্তর যীশু তাহা শুনিয়া নৌকাযোগে তথাহইতে প্রস্থান করিয়া গোপনে নির্জন স্থানে গমন করিলেন; কিন্তু লোকেরা তাহা শুনিয়া সমস্ত নগরহইতে আসিয়া
১৪ পদব্রজে তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিল। তখন যীশু বাহিরে আসিয়া মহালোকারণ্য দেখিয়া তাহাদের প্রতি করুণাবিষ্ট হইলেন, ও তাহাদের পীড়িত লোকদিগকে সুস্থ
১৫ করিলেন। পরে সন্ধ্যা হইলে তাঁহার শিষ্যগণ নিকটে আসিয়া কহিল, এ নির্জন স্থান, এবং বেলাও অবসান; অতএব লোকেরা যেন গ্রামে২ গিয়া আপনাদের নিমিত্তে খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করে, এ জন্যে তাহাদিগকে বিদায়
১৬ করুন। কিন্তু যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, তাহাদের যাওয়া আবশ্যক নয়, তোমরাই তাহাদিগকে আহার দেও।
১৭ তাহাতে তাহারা কহিল, এ স্থানে কেবল পাঁচ রুটী ও
১৮ দুই মৎস্য বিনা আমাদের আর কিছুই নাই। তখন
১৯ তিনি কহিলেন, তাহাই আমার নিকটে আন। পরে তিনি লোকদিগকে ঘাসের উপরে বসিতে আজ্ঞা করিলেন; এবং ঐ পাঁচ রুটী ও দুই মৎস্য লইয়া স্বর্গের প্রতি ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া ঈশ্বরের গুণানুবাদ করিলেন, পরে রুটী ভাঙ্গিয়া শিষ্যদিগকে দিলে শিষ্যেরা লোকদিগকে
২০ দিল। তাহাতে সকলে আহার করিয়া তৃপ্ত হইল; এবং

২১ অবশিষ্ট খাদ্যেতে পূর্ণ বারো ডালী উঠাইয়া লইল। যা-
হারা আহার করিয়াছিল, তাহারা স্ত্রী ও বালক ছাড়া
ন্যূনাধিক পাঁচ সহস্র পুরুষ ছিল।
২২ অনন্তর যীশু শিষ্যদিগকে তৎক্ষণাৎ নৌকাতে উঠিতে,
এবং আপনি যাবৎ লোক সমূহকে বিদায় করেন, তাবৎ
২৩ আপনার অগ্রে ওপারে যাইতে আজ্ঞা করিলেন। পরে
তিনি সকল লোককে বিদায় করিয়া বিরলে প্রার্থনা করি-
বার নিমিত্তে এক পর্ব্বতে গেলেন; এই রূপে সন্ধ্যা
২৪ হইলে তিনি সেই স্থানে একাকী থাকিলেন। কিন্তু সেই
সময়ে ঐ নৌকা সমুদ্রের মধ্যস্থানে আইলে সম্মুখ বাতাস
২৫ প্রযুক্ত তরঙ্গদ্বারা দুলিতেছিল। পরে চতুর্থ প্রহর রাত্রিতে
যীশু সমুদ্রের উপরে পদব্রজে গমন করিয়া তাহাদের
২৬ নিকটে গেলেন; কিন্তু শিষ্যেরা তাঁহাকে সমুদ্রের উপরে
হাঁটিতে দেখিয়া ত্রাসযুক্ত হইয়া কহিল, ঐ ভূত; এবং
২৭ ভয়েতে চেঁচাইতে লাগিল। অতএব যীশু তৎক্ষণাৎ তা-
হাদিগকে ডাকিয়া কহিলেন, সুস্থির হও, এ আমি, ভয়
২৮ করিও না। তাহাতে পিতর উত্তর করিল, হে প্রভো,
যদি আপনি বটেন, তবে আমাকে জলের উপরে আ-
২৯ পনকার নিকটে যাইতে আজ্ঞা করুন। তাহাতে তিনি
আইস বলিলে পিতর নৌকাহইতে নামিয়া যীশুর নিকটে
৩০ যাইতে জলের উপরে হাঁটিল। কিন্তু প্রচণ্ড বায়ু দেখিয়া
ভয় পাওয়াতে জলে ডুবিতে লাগিল; অতএব উচ্চৈঃস্বরে
ডাকিয়া কহিল, হে প্রভো, আমাকে রক্ষা করুন। তা-
৩১ হাতে যীশু তৎক্ষণাৎ হস্ত বিস্তার করিয়া তাহাকে ধরিয়া
কহিলেন, হে অল্পবিশ্বাসি, কেন সন্দেহ করিলা? অন-
৩২ ন্তর তাঁহারা নৌকাতে উঠিলে বাতাস নিবৃত্ত হইল।
৩৩ তখন যাহারা নৌকায় ছিল, তাহারা আসিয়া তাঁহাকে
প্রণাম করিয়া কহিল, সত্য, আপনি ঈশ্বরের পুত্র।

৩৪ পরে তাঁহারা পার হইয়া গিনেষরৎ নামক প্রদেশে
৩৫ উপস্থিত হইলেন। তথাকার লোকেরা তাঁহার পরিচয় পাইয়া সেই দেশের চতুর্দ্দিগে সংবাদ পাঠাইয়া, যত পীড়িত লোক ছিল সকলকে তাঁহার নিকটে আনাইল।
৩৬ আর তাঁহার বস্ত্রের থোপমাত্র স্পর্শ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিল; তাহাতে যত লোক তাহা স্পর্শ করিল, তাহারা সকলে সুস্থ হইল।

১৫ অধ্যায়।

১ অপর যিরূশালম্ নগরীয় কতক অধ্যাপক ও ফিরূশী
২ যীশুর নিকটে আসিয়া কহিল, তোমার শিষ্যগণ কি জন্যে প্রাচীনদের পরম্পরাগত ব্যবহার লঙ্ঘন করিতেছে? কেননা আহার করণের পূর্ব্বে তাহারা আপন২
৩ হস্ত প্রক্ষালন করে না। তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, আর তোমরা আপনাদের পরম্পরাগত ব্যবহারের নি-
৪ মিত্তে ঈশ্বরের আজ্ঞা কেন লঙ্ঘন কর? কেননা ঈশ্বর এই আজ্ঞা করিয়াছেন, "তুমি আপন পিতা মাতাকে "সম্ভ্রম কর;" আর, "যে ব্যক্তি আপন পিতামাতাকে
৫ "নিন্দা করে, সে নিতান্ত হত হইবে।" কিন্তু তোমরা বলিয়া থাক যে ব্যক্তি আপন পিতাকে কিম্বা মাতাকে এ কথা কহে, 'আমাহইতে যাহাদ্বারা তোমার উপকার 'হইতে পারিত তাহা নিবেদিত হইল,' সেই ব্যক্তি আ-
৬ পন পিতা মাতাকে আর সম্মান করিবে না। এই রূপে তোমরা আপনাদের পরম্পরাগত ব্যবহারের নিমিত্তে
৭ ঈশ্বরের আজ্ঞা লোপ করিয়াছ। অরে কপটি সকল, যিশায়িয় তোমাদের বিষয়ে বিলক্ষণ ভবিষ্যদ্বাক্য কহি-
৮ য়াছে, যথা, "এই লোকেরা আপনাদের মুখেতে আমার "নিকটে আসিয়া থাকে, ও ওষ্ঠাধরেতে আমাকে সম্মান

"করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের অন্তঃকরণ আমাহইতে
৯ "দূরে থাকে, এবং তাহারা বৃথা আমার সেবা করে,
"যেহেতুক তাহারা মনুষ্যদের আদেশ ধর্ম্মবিধি বলিয়া
"শিক্ষা দেয়।"

১০ পরে তিনি লোকসমূহকে ডাকাইয়া কহিলেন, তো-
১১ মরা শুনিয়া বুঝ। মুখের ভিতরে যাহা যায়, তাহা মনুষ্যকে
অশুচি করে না, কিন্তু মুখহইতে যাহা বাহির হয়, তা-
১২ হাই মনুষ্যকে অশুচি করে। তখন তাঁহার শিষ্যগণ নিকটে
আসিয়া কহিল, এই কথা শুনিয়া ফিরূশিরা বিঘ্ন পাইল,
১৩ ইহা কি আপনি জানেন? কিন্তু তিনি উত্তর করিলেন,
আমার স্বর্গস্থ পিতা যে সকল চারা রোপণ করেন নাই,
১৪ সে সকল উপড়ান যাইবে। তাহাদিগকে থাকিতে দেও,
তাহারা অন্ধ লোকদের অন্ধ পথদর্শক; যদি অন্ধ লোক
১৫ অন্ধকে পথ দেখায়, তবে উভয়ই গর্ত্তে পড়িবে। তখন
পিতর তাঁহাকে উত্তর করিল এই দৃষ্টান্ত আমাদিগকে
১৬ বুঝাইয়া দিউন। যীশু কহিলেন তোমরাও কি অদ্যা-
১৭ বধি অবোধ আছ? এখনও কি এই কথা বুঝ না? মুখের
ভিতরে যাহা যায়, তাহা উদরে পড়িয়া বহির্দ্দেশে নির্গত
১৮ হয়; কিন্তু মুখহইতে যাহা বাহির হয়, তাহা অন্তঃকরণ-
হইতে নির্গত হয়, আর তাহাই মনুষ্যকে অশুচি করে।
১৯ কেননা অন্তঃকরণহইতে কুচিন্তা, নরহত্যা, পরদার, বেশ্যা-
গমন, চৌর্য্য, মিথ্যাসাক্ষ্য, ঈশ্বরের নিন্দা, এ সকল নি-
২০ র্গত হয়। আর এই সকল মনুষ্যকে অশুচি করে; কিন্তু
অধৌত হস্তে আহার করা মনুষ্যকে অশুচি করে না।

২১ পরে যীশু তথাহইতে প্রস্থান করিয়া সোর্ ও সীদোন্
২২ নগরের অঞ্চলে উপস্থিত হইলেন। তাহাতে এক কিনা-
নীয়া স্ত্রী ঐ সীমাহইতে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাকে
কহিল, হে প্রভো, দায়ূদের সন্তান, আমার প্রতি দয়া

করুন; আমার কন্যা ভূতগ্রস্তা হইয়া অত্যন্ত ক্লেশ পা-
২৩ ইতেছে। কিন্তু যীশু তাহাকে কিছুই উত্তর দিলেন না;
তাহাতে শিষ্যেরা নিকটে আসিয়া তাঁহাকে নিবেদন
করিল, ইহাকে বিদায় করুন, কেননা এ আমাদের প-
২৪ শ্চাৎ২ ডাকিতেছে। তখন তিনি উত্তর করিলেন, ইস্রায়েল্
বংশের হারণ মেষ বিনা আর কাহারও নিকটে আমি
২৫ প্রেরিত নহি। পরে সে স্ত্রী আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম
২৬ করিয়া কহিল, হে প্রভো, আমার উপকার করুন। কিন্তু
তিনি উত্তর করিলেন, বালকদের খাদ্য লইয়া কুক্কুরদের
২৭ কাছে ফেলিয়া দেওয়া উচিত নয়। তখন সে কহিল,
হে প্রভো সে সত্য বটে, তথাপি প্রভুর মেজহইতে যে
২৮ গুঁড়াগাঁড়া ভূমিতে পড়ে, তাহা কুক্কুরেরা খায়। তাহাতে
যীশু উত্তর করিলেন, হে নারি, তোমার বড়ই বিশ্বাস,
তোমার মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হউক; তাহাতে সেই দণ্ড অবধি
তাহার কন্যা সুস্থা হইল।

২৯ অপর যীশু তথাহইতে প্রস্থান করিয়া গালীলীয় সমু-
দ্রের নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং পর্ব্বতারোহণ করিয়া
৩০ সেই স্থানে বসিলেন। পরে লোকসমূহ খঞ্জ ও অন্ধ ও
বোবা ও নুলাদি অনেক২ লোককে সঙ্গে লইয়া যীশুর
কাছে আসিয়া তাঁহার চরণে রাখিল; তাহাতে তিনি
৩১ তাহাদিগকে সুস্থ করিলেন। এই রূপে বোবা কথা কহি-
তেছে, ও নুলা সুস্থ হইতেছে, ও খঞ্জ গমন করিতেছে, ও
অন্ধ দৃষ্টি করিতেছে, এই সকল দেখিয়া লোকেরা আশ্চর্য্য
জ্ঞান করিয়া ইস্রায়েলের ঈশ্বরের প্রশংসা করিল।

৩২ তখন যীশু আপন শিষ্যদিগকে ডাকিয়া কহিলেন, এই
লোকারণ্যের প্রতি আমার কৃপা হইতেছে; কেননা তা-
হারা তিন দিবসাবধি আমার সঙ্গে রহিয়াছে, এবং তা-
হাদের নিকটে খাদ্য দ্রব্য কিছুই নাই; এবং আমি

তাহাদিগকে অনাহারে বিদায় করিতে চাহি না, পাছে
৩৩ তাহারা পথের মধ্যে ক্লান্ত হয়। তখন তাঁহার শিষ্যেরা
কহিল, এত লোককে তৃপ্ত করিতে আমরা এই নির্জ্জন
৩৪ স্থানে কোথায় রুটী পাইব? যীশু জিজ্ঞাসিলেন, তোমা-
দের কাছে কত রুটী আছে? তাহারা কহিল, সাত রুটী,
৩৫ আর অল্প ক্ষুদ্র মৎস্য আছে। তখন তিনি লোকসমূহকে
৩৬ ভূমিতে বসিতে আজ্ঞা করিলেন। পরে সেই সাত রুটী
এবং মৎস্য লইয়া ঈশ্বরের গুণানুবাদ পূর্ব্বক ভাঙ্গিয়া
৩৭ শিষ্যদিগকে দিলে শিষ্যেরা লোকদিগকে দিল। তাহাতে
সকলে আহার করিয়া তৃপ্ত হইল; এবং অবশিষ্ট খা-
৩৮ দ্যেতে পূর্ণ সাত ডালী উঠাইয়া লইল। যাহারা আহার
করিয়াছিল, তাহারা স্ত্রী ও বালক ছাড়া চারি সহস্র
৩৯ পুরুষ ছিল। তদনন্তর তিনি লোকসমূহকে বিদায় করিয়া
নৌকাতে উঠিয়া মগ্‌দলা প্রদেশে গেলেন।

১৬ অধ্যায়।

১ তখন ফিরূশিরা ও সিদূকিরা আসিয়া তাঁহার পরী-
ক্ষার্থে আকাশে কোন এক চিহ্ন দেখাইতে তাঁহাকে নি-
২ বেদন করিল। কিন্তু তিনি উত্তর করিলেন, সন্ধ্যাকালে
তোমরা বলিয়া থাক, কল্য নির্ম্মল দিন হইবে, কারণ
৩ আকাশ রক্তবর্ণ আছে; এবং প্রাতঃকালে বলিয়া থাক,
অদ্য ঝড় হইবে, কারণ আকাশ রক্তবর্ণ ও মলিন
আছে। হে কপটিরা, তোমরা আকাশের চিহ্ন যদি বুঝি-
৪ তে পার, তবে এই কালের লক্ষণ কেন বুঝিতে পার
না? এই কালের দুষ্ট ও ব্যভিচারি লোকেরা চিহ্নের
অন্বেষণ করে; কিন্তু যূনস্ ভবিষ্যদ্বক্তার চিহ্ন বিনা আর
কোন চিহ্ন তাহাদিগকে দেখান যাইবে না। তখন তিনি
তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

৫ তদনন্তর অন্য পারে গমন সময়ে তাঁহার শিষ্যেরা
৬ রুটী সঙ্গে লইতে বিস্মৃত হইল। পরে যীশু তাহাদিগকে
কহিলেন, তোমরা সতর্ক হইয়া ফিরূশি ও সিদূকিদের
৭ তাড়ী হইতে সাবধান হও। তাহাতে তাহারা পরস্পর
বিবেচনা করিয়া কহিতে লাগিল, আমরা রুটী সঙ্গে
৮ আনি নাই, এই জন্যে ইহা কহিতেছেন। তাহা বুঝিয়া
যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, হে অল্পবিশ্বাসিরা, তোমরা
রুটী আন নাই, ইহাতে কেন পরস্পর এমত বিবেচনা
৯ করিতেছ? এখনও কি তোমরা বুঝ না? পাঁচ রুটীতে
সহস্র পুরুষকে আহার করাইলে পরে অবশিষ্ট কত
১০ ডালী উঠাইয়া লইয়াছিলা; এবং সাত রুটীতে চারি
সহস্র পুরুষকে আহার করাইলে পরে কত ডালী উঠা-
ইয়া লইয়াছিলা, তাহা কি তোমাদের মনে পড়ে না?
১১ তোমরা ফিরূশি ও সিদূকিদের তাড়ীহইতে সাবধান
থাক, এ কথা আমি রুটীর বিষয়ে কহি নাই, ইহা কেন
১২ বুঝ না? তখন তিনি যাহাহইতে সাবধান থাকিতে কহি-
য়াছিলেন, সে রুটীর তাড়ী নয়, কিন্তু ফিরূশি ও সিদূকি
লোকদের উপদেশ, ইহা তাহারা বুঝিল।

১৩ অপর যীশু কৈসরিয়া ফিলিপীর নিকটস্থ প্রদেশে
আসিয়া আপন শিষ্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মনুষ্য-
পুত্র যে আমি, আমি কে, এ বিষয়ে লোকেরা কি
১৪ বলে? তখন তাহারা কহিল, কেহ২ বলে, তুমি যোহন্
বাপ্তাইজক, এবং কেহ২ বলে, তুমি এলিয়; ও কেহ২
বলে, তুমি যিরিমিয় কিম্বা অন্য ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের এক
১৫ জন। পরে তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসিলেন; কিন্তু আমি
১৬ কে, এ বিষয়ে তোমরা কি বল? তাহাতে শিমোন্
পিতর উত্তর করিল, তুমি অমর ঈশ্বরের পুত্র অভিষিক্ত
১৭ ত্রাণকর্ত্তা। তাহাতে যীশু প্রত্যুত্তর করিলেন, হে যূনসের

পুত্র শিমোন্, তুমি ধন্য, কেননা রক্তমাংস তোমার নিকটে ইহা প্রকাশ করে নাই, কিন্তু আমার স্বর্গস্থ
১৮ পিতা তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। আর আমি তোমাকেও কহিতেছি, তুমি পিতর্ (প্রস্তর) বট, এবং এই প্রস্তরের উপরে আমি আপন মণ্ডলী নির্ম্মাণ করিব, তাহাতে পরলোকের দ্বারিগণ তাহাকে পরাজয় করিতে পারিবে
১৯ না। এবং আমি তোমাকে স্বর্গরাজ্যের চাবি দিব; তাহাতে তুমি পৃথিবীতে যাহা বদ্ধ করিবা, তাহা স্বর্গে বদ্ধ হইবে; এবং পৃথিবীতে যাহা মুক্ত করিবা, তাহা স্বর্গে
২০ মুক্ত হইবে। পরে তিনি শিষ্যদিগকে এই আজ্ঞা দিলেন, আমি যে অভিষিক্ত ত্রাণকর্ত্তা, এ কথা কাহাকে কহিও না।

২১ আর আমাকে যিরূশালম্ নগরে যাইতে এবং প্রাচীন লোকদের ও প্রধান যাজক ও অধ্যাপকগণের নিকটে অনেক২ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, এবং তাহাদের দ্বারা হত হইতে হইবে, আর তৃতীয় দিবসে উত্থান করিতে হইবে, এই কথা যীশু ঐ সময়াবধি শিষ্যদিগকে
২২ জানাইতে লাগিলেন। তাহাতে পিতর্ তাঁহাকে এক পার্শ্বে লইয়া গিয়া অনুযোগ করিয়া কহিতে লাগিল, হে প্রভো, ঈশ্বর দয়া করুন, তাহা তোমার প্রতি কখনো
২৩ ঘটিবে না। কিন্তু তিনি মুখ ফিরাইয়া পিতর্কে কহিলেন, হে শয়তান, আমার সম্মুখ হইতে দূর হও, তুমি আমার প্রতি বাধক হইতেছ; কেননা যাহা ঈশ্বরের তাহা নয়, কিন্তু যাহা মনুষ্যের তাহা তুমি ভাবিতেছ।

২৪ তখন যীশু আপন শিষ্যদিগকে কহিলেন, কেহ যদি আমার পশ্চাদ্গামী হইতে বাঞ্ছা করে, তবে সে আপনার সেবা অস্বীকার করুক, এবং আপন ক্রুশ তুলিয়া
২৫ লইয়া আমার পশ্চাৎ আইসুক। কেননা যে কেহ আপন প্রাণ রক্ষা করিতে চেষ্টা করে, সে তাহা হারা-

হইবে; কিন্তু যে কেহ আমার নিমিত্তে আপন প্রাণ
২৬ হারায়, সে তাহা পাইবে। আর মনুষ্য যদি সমুদয়
জগৎ লাভ করিয়া আপন প্রাণ হারায়, তবে তাহার
কি ফল দর্শিবে? কিম্বা মনুষ্য আপন প্রাণের মূল্য-
২৭ রূপে বা কি দিতে পারে? কেননা মনুষ্যপুত্র আপন
দূতগণের সহিত পিতার প্রভাবে আসিবেন, এবং তৎ-
কালে প্রত্যেক মনুষ্যকে আপন২ ক্রিয়ানুসারে ফল
২৮ দিবেন। আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, এই স্থানে
দণ্ডায়মান লোকদের মধ্যে এমন কএক জন আছে, যা-
হারা মনুষ্যপুত্রকে আপন রাজ্যে আগত না দেখিলে
মৃত্যুর আস্বাদ পাইবে না।

১৭ অধ্যায়।

১ অনন্তর ছয় দিনের পরে যীশু পিতর্‌কে এবং যা-
কূব্‌কে ও তাহার ভ্রাতা যোহন্‌কে সঙ্গে লইয়া বিরলে
২ এক উচ্চ পর্ব্বতে গেলেন। পরে তাহাদের সাক্ষাতে
রূপান্তর হইলেন; তাহাতে তাঁহার মুখ সূর্য্যের ন্যায়
তেজোময়, এবং তাঁহার পরিচ্ছদ দীপ্তির ন্যায় শুক্লবর্ণ
৩ হইল। এবং মূসা ও এলিয় তাঁহার সহিত কথোপকথন
৪ করিতে২ তাহাদের নিকটে দর্শন দিল। তখন পিতর্
যীশুকে কহিল, হে প্রভো, এ স্থানে আমাদের থাকা
ভাল; যদি আপনকার অভিমত হয়, তবে আমরা এই
স্থানে আপনকার জন্যে এক, ও মূসার জন্যে এক,
এবং এলিয়ের জন্যে এক, এই তিনটা কুটীর নির্ম্মাণ
৫ করি। তাহার এই কথা কহিবার সময়ে এক উজ্জ্বল
মেঘ তাহাদিগকে ছায়া করিল, এবং সেই মেঘ হইতে
এই আকাশবাণী হইল, 'ইনি আমার প্রিয় পুত্র, ইহাঁ-
তেই আমার পরম সন্তোষ, ইহাঁর কথায় তোমরা মনো-

৬ যোগ কর।' এই কথা শুনিবামাত্র শিষ্যেরা অত্যন্ত ভীত
৭ হইয়া উবুড় হইয়া পড়িল। তাহাতে যীশু আসিয়া তা-
হাদের গাত্র স্পর্শ করিয়া কহিলেন, উঠ, ভয় করিও
৮ না। তখন তাহারা চক্ষু তুলিয়া যীশু বিনা আর কা-
হাকেও দেখিতে পাইল না।

৯ তদনন্তর পর্ব্বতহইতে নামিবার সময়ে যীশু তাহাদিগকে
এই আজ্ঞা করিলেন, যাবৎ মৃতগণের মধ্য হইতে মনুষ্য
পুত্রের উত্থান না হয়, তাবৎ তোমরা এই দর্শনের
১০ কথা কাহাকেও কহিও না। তখন শিষ্যেরা তাঁহাকে
জিজ্ঞাসা করিল, প্রথমে এলিয়ের আগমন হইবে, অধ্যা-
১১ পকেরা তবে এই কথা কেন বলে? তাহাতে যীশু উত্তর
করিলেন, এলিয় প্রথমে আসিয়া সকল বিষয়ের সুধারা
১২ পুনঃস্থাপন করিবে, এই কথা সত্যই বটে; কিন্তু আমি
তোমাদিগকে কহিতেছি, এলিয় আসিয়া গিয়াছে, এবং
লোকেরা তাহাকে না চিনিয়া তাহার প্রতি আপনাদের
ইচ্ছানুসারে ব্যবহার করিয়াছে; আর তাহাদের নিকটে
১৩ মনুষ্য পুত্রকেও তদ্রূপ দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। তখন
তিনি যোহন্ বাপ্তাইজকের বিষয়ে ঐ কথা কহিলেন,
তাঁহার শিষ্যেরা এমত বুঝিল।

১৪ পরে তাহারা লোকারণ্যের নিকটে আইলে এক জন
১৫ তাঁহার কাছে আসিয়া জানু পাতিয়া কহিল, হে প্রভো,
আমার পুত্রের প্রতি দয়া করুন, সে মৃগীরোগেতে অত্যন্ত
ব্যথিত হইতেছে, কেননা সে বার২ অগ্নিতে ও বার২
১৬ জলের মধ্যে পতিত হয়। আর আমি আপনকার শিষ্য-
দের নিকটে তাহাকে আনিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা
১৭ তাহাকে সুস্থ করিতে পারিল না। তখন যীশু উত্তর
করিলেন, অরে অবিশ্বাসি ও বিপথগামি বংশ, আমি
কত কাল তোমাদের নিকটে থাকিব? আর কত কাল

তোমাদের ভার সহ্য করিব? তোমরা তাহাকে এই স্থানে
১৮ আমার কাছে আন। পরে যীশু ধমক দিবা মাত্র সেই
ভূত তাহাকে ছাড়িয়া গেল, তাহাতে সেই বালক তদ্দ-
১৯ ণ্ডে সুস্থ হইল। অনন্তর শিষ্যেরা বিরলে যীশুর নিকটে
আসিয়া কহিল, আমরা সেই ভূতকে কেন ছাড়াইতে
২০ পারিলাম না? যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের
অবিশ্বাস প্রযুক্ত; আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহি-
তেছি, যদি তোমাদের এক সর্ষপের মত বিশ্বাস হয়,
তবে তোমরা এ পর্ব্বতকে 'এই স্থানহইতে ঐ স্থানে
চল' বলিলে সে তখনি চলিবে এবং তোমাদের অসাধ্য
২১ কিছুই থাকিবে না। কিন্তু প্রার্থনা ও উপবাস বিনা অন্য
কোন মতে এ প্রাকর ভূতকে ছাড়ান যায় না।

২২ অপর তাঁহাদের গালীল প্রদেশে ভ্রমণ করিবার সময়ে
যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, মনুষ্য পুত্র লোকদের হস্তে
২৩ সমর্পিত হইবেন; এবং তাহাদের দ্বারা হত হইবেন,
পরে তৃতীয় দিবসে পুনরায় উঠিবেন। তাহাতে তাহারা
অত্যন্ত দুঃখিত হইল।

২৪ পরে তাহারা কফরনাহূম্ নগরে আগমন করিলে কর-
গ্রাহিরা পিতরের নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসিল, তোমা-
দের গুরু কি মন্দিরের কর দেন না? তাহাতে পিতর্
২৫ কহিল, দিয়া থাকেন। পরে সে গৃহমধ্যে আইলে তাহার
কোন কথা কহনের পূর্ব্বে যীশু কহিলেন, হে শিমোন্
তোমার কেমন বোধ হয়? পৃথিবীর রাজারা কাহাহইতে
কর ও রাজস্ব গ্রহণ করিয়া থাকে? কি আপন সন্তান-
২৬ দের হইতে? না অন্য লোকহইতে? পিতর্ কহিল, অন্য
লোকদের হইতে, তখন যীশু কহিলেন, তবে সন্তানেরা
২৭ মুক্ত আছে। তথাপি আমরা যেন তাহাদের বিঘ্ন না
জন্মাই এই জন্য তুমি সমুদ্রের তটে গিয়া বড়িশ

ফেল; তাহাতে প্রথমে যে মৎস্য উঠিবে, তাহা ধরিয়া তাহার মুখ খুলিলে এক তোলা রূপা পাইবা; তাহা লইয়া আমার এবং তোমার নিমিত্তে তাহাদিগকে দেও।

১৮ অধ্যায়।

১ সেই সময়ে শিষ্যেরা যীশুর নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা
২ করিল, স্বর্গরাজ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? তাহাতে যীশু এক ক্ষুদ্র বালককে আপনার নিকটে ডাকিয়া তাহাদের
৩ মধ্যে রাখিয়া কহিলেন, আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমরা মন ফিরাইয়া ক্ষুদ্র বালকদের সদৃশ না হইলে কোন মতে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পা-
৪ ইবা না। অতএব যে কেহ এই ক্ষুদ্র বালকের সদৃশ
৫ আপনাকে নম্র করে, সেই স্বর্গরাজ্যে শ্রেষ্ঠ। আর যে কেহ আমার নামে ইহার মত কোন বালককে গ্রাহ্য
৬ করে, সে আমাকেই গ্রাহ্য করে। কিন্তু কেহ যদি আমাতে বিশ্বাসকারি এই ক্ষুদ্র প্রাণিদের মধ্যে এক জনেরও বিঘ্ন জন্মায়, তবে বরঞ্চ তাহার গলদেশে যাঁতা বদ্ধ হওয়া এবং সমুদ্রের অগাধ জলে তাহার মগ্ন হওয়া
৭ ভাল। বিঘ্নপ্রযুক্ত জগতের সন্তাপ হইবে; বিঘ্ন অবশ্যই জন্মিবে; কিন্তু যে মনুষ্যদ্বারা বিঘ্ন জন্মিবে, তাহার স-
৮ ন্তাপ হইবে। আর তোমার হস্ত কিম্বা চরণ যদি তোমার বিঘ্ন জন্মায়, তবে তাহা ছেদন করিয়া দূরে ফেলিয়া দেও; দুই হস্ত কিম্বা দুই চরণ বিশিষ্ট হইয়া অনন্ত অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওন অপেক্ষা বরঞ্চ তোমার খঞ্জ কিম্বা
৯ নুলা হইয়া জীবনে প্রবেশ করা ভাল। আর তোমার চক্ষু যদি তোমার বিঘ্ন জন্মায়, তবে তাহা উৎপাটন করিয়া দূরে ফেলিয়া দেও; দুই চক্ষুবিশিষ্ট হইয়া নরকাগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওন অপেক্ষা বরঞ্চ তোমার একচক্ষু

১০ হইয়া জীবনে প্রবেশ করা ভাল। অতএব সাবধান, এই ক্ষুদ্রগণের মধ্যে এককেও তুচ্ছজ্ঞান করিও না; কেননা আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, স্বর্গে তাহাদের দূতগণ নিত্য আমার স্বর্গস্থ পিতার মুখ দর্শন
১১ করে। এবং যাহা হারাণ ছিল, তাহার পরিত্রাণ করিতে
১২ মনুষ্য পুত্র আসিয়াছেন। তোমাদের কেমন বোধ হয়? কোন ব্যক্তির এক শত মেষ থাকিলে যদি তাহার মধ্যে একটা হারায়, তবে সে নিরানব্বইটা মেষ ছাড়িয়া প-
১৩ র্ব্বতে গিয়া সেই হারাণ মেষের অন্বেষণ কি করে না? আর যদি ঘটনাক্রমে তাহা প্রাপ্ত হয়, তবে আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, যে নিরানব্বই মেষ ভ্রান্ত হয় নাই, তাহাদের অপেক্ষা সেই এক মেষের নিমিত্তে
১৪ অধিক আহ্লাদিত হয়। তদ্রূপ এই ক্ষুদ্রগণের মধ্যে এক জন যে নষ্ট হয়, তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার এমন অভিমত নহে।

১৫ আর যদি তোমার ভ্রাতা তোমার নিকটে কোন অপরাধ করে, তবে তুমি যাইয়া কেবল তোমরা দুই জন থাকিতে সেই দোষ তাহাকে বুঝাইয়া দেও। যদি সে তোমার কথা শুনে, তবে তুমি আপন ভ্রাতাকে ভাল
১৬ করিলা। কিন্তু যদি না শুনে, তবে আর দুই এক জনকে সঙ্গে লইয়া যাও। তাহাতে "দুই কিম্বা তিন সাক্ষির "প্রমাণ দ্বারা বিচার নিষ্পন্ন হইবে।" আর যদি সে
১৭ তাহাদের কথা অমান্য করে, তবে মণ্ডলীকে জ্ঞাত কর; আর যদি মণ্ডলীর কথাও অমান্য করে, তবে সে তোমার নিকটে দেবপূজক ও করগ্রাহি লোকের তুল্য হই-
১৮ বে। আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমরা পৃথিবীতে যাহা বদ্ধ করিবা, তাহা স্বর্গে বদ্ধ হইবে; এবং পৃথিবীতে যাহা মুক্ত করিবা, তাহা স্বর্গে মুক্ত

১৯ হইবে। পুনশ্চ আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, পৃথিবীতে তোমাদের দুই জন একপরামর্শ হইয়া যে কিছু প্রার্থনা করে, তাহা আমার স্বর্গস্থ পিতাদ্বারা তাহাদের জন্যে
২০ সম্পন্ন হইবে। কেননা যে স্থানে দুই তিন জন আমার নামে একত্র হয়, সেই স্থানে আমি তাহাদের মধ্যে বর্ত্তমান আছি।

২১ তখন পিতর তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিল, হে প্রভো, আমার ভ্রাতা আমার নিকটে অপরাধ করিলে
২২ আমি কত বার তাহাকে ক্ষমা করিব? কি সাত বার পর্য্যন্ত? যীশু তাহাকে কহিলেন, কেবল সাত বার প-র্য্যন্ত, তাহা আমি বলি না, কিন্তু সত্তর গুণ সাত বার পর্য্যন্ত।

২৩ এই বিষয়ে স্বর্গরাজ্য এমত এক রাজার সদৃশ যে আপন দাসগণের সহিত লেখা যোখা করিতে স্থির
২৪ করিল। সে লেখা যোখা আরম্ভ করিলে দশ সহস্র তো-
২৫ ড়ার ঋণী এক দাস তাহার নিকটে আনীত হইল। কিন্তু তাহার পরিশোধ করিবার কিছু যোত্র না থাকাতে তা-হার প্রভু তাহাকে ও তাহার স্ত্রী পুত্রাদি সর্ব্বস্ব বিক্রয়
২৬ করিয়া পরিশোধ লইতে আজ্ঞা করিল। তাহাতে সে দাস তাহার চরণে পড়িয়া প্রণাম করিয়া কহিল, হে প্রভো, আমার প্রতি ধৈর্য্য করুন, আমি সকলই পরি-
২৭ শোধ করিব। তখন সে দাসের প্রভু কৃপা করিয়া তাহাকে মুক্ত করিল, ও তাহার সমস্ত ঋণ ক্ষমা করিল।
২৮ কিন্তু সে দাস বাহিরে গেলে তাহার এক শত সিকি ধারিত যে এক জন সঙ্গিদাস, তাহার দেখা পাইয়া তা-হাকে ধরিয়া গলা টিপি দিয়া কহিল, আমার যে পাওনা
২৯ তাহা পরিশোধ কর। তাহাতে তাহার সহদাস তাহার চরণে পড়িয়া বিনতি পূর্ব্বক কহিল, আমার প্রতি ধৈর্য্য

৩০ কর, আমি সকলই পরিশোধ করিব। তথাচ সে সম্মত হইল না, কিন্তু যে পর্য্যন্ত ঋণ পরিশোধ না করিবে,
৩১ তাবৎ তাহাকে কারাগারে বদ্ধ রাখিল। তাহার এই রূপ ব্যবহার দেখিয়া তাহার সঙ্গি দাসেরা বড় দুঃখিত হইয়া আপনাদের প্রভুর কাছে গিয়া ঐ সকল বৃত্তান্ত
৩২ নিবেদন করিল। তাহাতে তাহার প্রভু তাহাকে ডাকাইয়া কহিল, অরে দুষ্ট দাস, তুমি আমার কাছে বিনতি করাতে আমি তোমার ঐ সমস্ত ঋণ ক্ষমা করিয়াছিলাম;
৩৩ তবে আমি যেমন তোমার প্রতি দয়া করিয়াছিলাম, তেমনি তোমার সঙ্গি দাসের প্রতি দয়া করা কি তোমারও
৩৪ উচিত ছিল না? পরে তাহার প্রভু ক্রোধান্বিত হইয়া আপনার পাওনা যে পর্য্যন্ত সে পরিশোধ না করিবে, তাবৎ প্রহারিদের নিকটে তাহাকে সমর্পণ করিল।
৩৫ অতএব তোমরা যদি প্রতি জন অন্তঃকরণের সহিত আপন২ ভ্রাতার অপরাধ ক্ষমা না কর, তবে আমার স্বর্গস্থ পিতাও তোমাদিগের প্রতি এই রূপ করিবেন।

১৯ অধ্যায়।

১ এই সকল কথা সাঙ্গ হইলে পর যীশু গালীল্ হইতে প্রস্থান করিয়া যর্দ্দনের তীরস্থ যিহূদা প্রদেশে উপস্থিত
২ হইলেন; তাহাতে সে স্থানেও লোক সমূহ তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিলে তিনি তাহাদিগকে সুস্থ করিলেন।
৩ অপর ফিরূশিরা তাঁহার নিকটে আসিয়া পরীক্ষার্থে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, মনুষ্য কি কোন কারণে আ-
৪ পন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারে? তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, সৃষ্টিকর্ত্তা প্রথমে পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া
৫ মনুষ্যদিগকে সৃষ্টি করিলেন, এবং কহিলেন, "এই কারণ "মনুষ্য আপন পিতা মাতাকে ত্যাগ করিয়া আপন

"স্ত্রীতে আসক্ত হইবে, এবং সে দুই জন একাঙ্গ হইবে,"
৬ ইহা কি তোমরা পাঠ কর নাই? অতএব তাহারা আর দুই নহে, একাঙ্গ আছে; আর ঈশ্বর যাহার যোগ করিয়া দিয়াছেন, মনুষ্য তাহার বিয়োগ না করুক।
৭ তখন তাহারা তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিল; তবে ত্যাগপত্র দিয়া আপন২ স্ত্রীকে পরিত্যাগ করণের বিধি মূসা কেন
৮ দিয়াছে? তাহাতে তিনি কহিলেন, তোমাদের অন্তঃকরণের কাঠিন্য প্রযুক্ত মূসা তোমাদিগকে স্ব২ স্ত্রী পরিত্যাগ করিতে অনুমতি দিল; কিন্তু প্রথমাবধি এমন বিধি
৯ ছিল না। অতএব আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, ব্যভিচার দোষ না পাইয়া যদি কেহ আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যাকে বিবাহ করে, তবে সে পরদার করে; এবং যে ব্যক্তি সেই ত্যক্ত স্ত্রীকে বিবাহ করে,
১০ সেও পরদার করে। তখন তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে কহিল, যদি আপন স্ত্রীর সঙ্গে পুরুষের এমন সম্বন্ধ হয়,
১১ তবে বিবাহ করা ভাল নয়। তাহাতে তিনি কহিলেন, সকলে এই কথা গ্রাহ্য করিতে পারে না, কিন্তু যাহাদিগকে তাহার ক্ষমতা দত্ত হইয়াছে, তাহারা গ্রাহ্য করে।
১২ ফলতঃ মাতার উদরহইতে ভূমিষ্ঠ হওনাবধি যাহারা নপুংসক, এমত নপুংসক আছে; এবং মনুষ্যকৃত নপুংসকও আছে; এবং যাহারা স্বর্গরাজ্যের নিমিত্তে আপনারা নপুংসক হইয়াছে, এমন নপুংসকও আছে; যে গ্রাহ্য করিতে পারে, সে গ্রাহ্য করুক।
১৩ অপর তিনি ইহাদের গাত্রে হস্ত দিয়া প্রার্থনা করিবেন, এই অভিপ্রায়ে শিশুরা তাঁহার নিকটে আনীত হইল; তাহাতে শিষ্যেরা তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিল।
১৪ কিন্তু যীশু কহিলেন, শিশুদিগকে আমার নিকটে আসিতে দেও, বারণ করিও না; কেননা এই মত ব্যক্তিরা

১৫ স্বর্গরাজ্যের অধিকারী। পরে তিনি তাহাদের গাত্রে হস্তা- র্পণ করিয়া সে স্থানহইতে প্রস্থান করিলেন।

১৬ অপর এক জন আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসিল, হে সদ্‌গুরো অনন্ত জীবন পাইবার নিমিত্তে আমার কি২

১৭ সৎকর্ম্ম করা কর্ত্তব্য? তাহাতে তিনি কহিলেন, আমাকে সৎ করিয়া কেন বল? ঈশ্বর বিনা সৎ আর কেহ নাই; কিন্তু তুমি যদি সেই জীবন পাইতে বাঞ্ছা কর, তবে

১৮ আজ্ঞা সকল পালন কর। সে কহিল, কোন্২ আজ্ঞা? যীশু উত্তর করিলেন, "নরহত্যা করিও না, ও পরদার "করিও না, ও চুরি করিও না, ও মিথ্যা সাক্ষ্য দিও

১৯ "না; এবং তুমি আপন পিতা মাতাকে সম্ভ্রম করিও,

২০ "এবং তোমার প্রতিবাসিকে আত্মতুল্য প্রেম করিও।" সে যুবা কহিল বাল্যকালাবধি এই সকল পালন করিয়া

২১ আসিতেছি, এখন আমার কি ত্রুটি আছে? তাহাতে যীশু কহিলেন, যদি সিদ্ধ হইতে বাঞ্ছা কর, তবে গিয়া আ- পান সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে বিতরণ কর, তাহাতে স্বর্গেতে ধন পাইবা; পরে আসিয়া আমার

২২ পশ্চাদ্গামী হও। এ কথা শুনিয়া সে যুবা বিষণ্ণ হইয়া চলিয়া গেল, কারণ তাহার বিস্তর সম্পত্তি ছিল।

২৩ তখন যীশু আপন শিষ্যদিগকে কহিলেন, আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, ধনি লোকের স্বর্গরাজ্যে

২৪ প্রবেশ করা দুষ্কর। আর বার তোমাদিগকে কহিতেছি, ঈশ্বরের রাজ্যে ধনি লোকের প্রবেশ করণ অপেক্ষা বরং

২৫ সূচীর ছিদ্র দিয়া উষ্ট্রের গমন সহজ। এ কথা শুনিয়া শিষ্যেরা অতি চমৎকৃত হইয়া কহিল, তবে কাহার পরি-

২৬ ত্রাণ হইতে পারে? তাহাতে তিনি তাহাদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, তাহা মনুষ্যদের অসাধ্য বটে. কিন্তু ঈশ্বরেব সকলি সাধ্য।

২৭ তখন পিতর তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিল, দেখ, আমরা সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া তোমার পশ্চাদ্গামী হইয়াছি,
২৮ আমরা কি পাইব? তাহাতে যীশু কহিলেন, আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমরা আমার পশ্চাদ্গামী হইয়াছ, এই হেতুক নূতন সৃষ্টির সময়ে যখন মনুষ্যপুত্র আপনার তেজোময় সিংহাসনে বসিবেন, তখন তোমরাও দ্বাদশ সিংহাসনে বসিয়া ইস্রায়েলের দ্বাদশ
২৯ বংশের বিচার করিবা। এবং যে কোন ব্যক্তি আমার নাম প্রযুক্ত বাটী কি ভ্রাতা কি ভগিনী কি পিতা কি মাতা কি স্ত্রী কি বালক কি ভূমি পরিত্যাগ করে, সে তাহার শত গুণ পাইবে; এবং অনন্ত জীবনের অধি-
৩০ কারী হইবে। কিন্তু অগ্রের অনেক লোক পশ্চাৎ ও পশ্চাতের অনেক লোক অগ্রে পড়িবে।

২০ অধ্যায়।

১ স্বর্গরাজ্য এমন এক গৃহস্থের তুল্য, যে অতি প্রভাতে আপন দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কৃষাণ লোকদিগকে নিযুক্ত করিতে
২ বাহিরে গেল। পরে কৃষাণদের সহিত দিন এক সিকি বেতনের নিয়ম করিয়া তাহাদিগকে আপন দ্রাক্ষাক্ষেত্রে
৩ প্রেরণ করিল। অনন্তর এক প্রহর বেলার সময়ে গিয়া বাজারে নিষ্কর্ম্মে দণ্ডায়মান কএক জনকে দেখিয়া তা-
৪ হাদিগকে কহিল, তোমরাও আমার দ্রাক্ষাক্ষেত্রে যাও, যাহা উপযুক্ত তাহা আমি তোমাদিগকে দিব; তাহাতে
৫ তাহারা গেল। পুনশ্চ সে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহরের
৬ সময়ে বাহিরে গিয়া তদ্রূপ করিল। পরে এক ঘণ্টা বেলা থাকিতে বাহিরে গিয়া আর কএক জনকে নিষ্ক-র্ম্মে দণ্ডায়মান দেখিয়া বলিল, তোমরা কি জন্যে সমস্ত
৭ দিন এই স্থানে নিষ্কর্ম্মে দাঁড়াইয়া আছ? তাহারা উত্তর

করিল, কেহই আমাদিগকে কর্ম্ম দেয় নাই। তখন সে কহিল, তোমরাও আমার দ্রাক্ষাক্ষেত্রেতে যাও, তাহাতে ৮ যাহা উপযুক্ত তাহাই পাইবা। অনন্তর সন্ধ্যা হইলে সেই দ্রাক্ষাক্ষেত্রের কর্ত্তা অধ্যক্ষকে কহিল, কৃষাণদিগকে ডাকিয়া শেষ জন অবধি আরম্ভ করিয়া প্রথম জন পর্য্যন্ত ৯ তাহাদিগকে বেতন দেও। তাহাতে যাহারা এক ঘণ্টা কর্ম্ম করিয়াছিল, তাহারা আসিয়া প্রত্যেক জন এক২ ১০ সিকি পাইল। পরে প্রথম নিযুক্ত লোকেরা আইলে অনুমান করিল, আমরা অধিক পাইব; কিন্তু তাহারাও ১১ এক২ সিকি পাইল। তাহা গ্রহণ করিয়া তাহারা সেই ১২ গৃহস্থের বিপরীতে বচসা করিয়া কহিল, আমরা সমস্ত দিন তাপ ও ক্লেশ ভোগ করিয়াছি, তথাপি এই যে পশ্চাতের লোকেরা এক ঘণ্টামাত্র কর্ম্ম করিল, ইহা- ১৩ দিগকেও তুমি আমাদের সমান করিলা। তাহাতে সে উত্তর করিয়া তাহাদের এক জনকে কহিল, হে মিত্র, আমি তোমার কিছু অন্যায় করি নাই; আমার নিকটে ১৪ তুমি কি এক সিকিতে স্বীকার কর নাই? অতএব তোমার যে পাওনা, তাহা লইয়া চলিয়া যাও; কিন্তু তোমার মত এই পশ্চাৎ নিযুক্ত লোককেও দিতে আমার ইচ্ছা ১৫ আছে। আমার যাহা তাহা আপনার ইচ্ছানুসারে ব্যবহার করিতে কেন পারিব না? কিম্বা আমি দয়ালু এই ১৬ প্রযুক্ত তুমি কি ঈর্ষ্যা দৃষ্টি করিতেছ? এই রূপে অগ্রের লোকেরা পশ্চাৎ, ও পশ্চাতের লোকেরা অগ্রে পড়িবে; কেননা অনেকেই আহূত, কিন্তু অল্প মনোনীত।

১৭ পরে যিরূশালম্ নগরে যাইবার সময়ে যীশু পথের মধ্যে দ্বাদশ শিষ্যকে গোপনে লইয়া কহিলেন, দেখ, ১৮ আমরা যিরূশালমে যাইতেছি; তাহাতে মনুষ্যপুত্র প্রধান যাজকদের ও অধ্যাপকগণের হস্তে সমর্পিত হইবেন;

১৯ এবং তাহারা তাঁহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা করিবে, এবং পরিহাস ও কোড়া প্রহার ও ক্রুশেতে বধ করাইবার নিমিত্তে অন্য জাতীয়দের হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিবে; পরে তিনি তৃতীয় দিবসে পুনরায় উঠিবেন।

২০ তখন সিবদিয়ের স্ত্রী আপনার দুই পুত্রকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহার কাছে

২১ কিছু অনুগ্রহ যাচ্ঞা করিল। তখন যীশু তাহাকে কহিলেন, তুমি কি চাহ? তাহাতে সে কহিল, আপনকার রাজ্যে আমার এই দুই পুত্রের এক জনকে আপনকার দক্ষিণ পার্শ্বে ও দ্বিতীয় জনকে বাম পার্শ্বে বসিতে

২২ আজ্ঞা করুন। যীশু উত্তর করিলেন, তোমরা যাহা প্রার্থনা করিতেছ, তাহা বুঝ না; আমি যে বাটীতে পান করিব, তাহাতে কি তোমরা পান করিতে পার? এবং আমি যে প্রকার বাপ্তিস্মেতে বাপ্তাইজিত হইব, তাহাতে কি তোমরা বাপ্তাইজিত হইতে পার? তাহারা বলিল,

২৩ পারি। তখন তিনি কহিলেন, তোমরা আমার বাটীতে পান করিবা, এবং আমি যে প্রকার বাপ্তিস্মেতে বাপ্তাইজিত হইব, তাহাতে তোমরাও বাপ্তাইজিত হইবা বটে; কিন্তু যাহাদের নিমিত্তে আমার পিতাকর্তৃক স্থান প্রস্তুত করা গিয়াছে, তাহারা বিনা আর কাহাকেও আমার দক্ষিণ পার্শ্বে ও বাম পার্শ্বে বসাইতে আমার

২৪ অধিকার নাই। এই কথা শুনিয়া অন্য দশ জন শিষ্য

২৫ ঐ দুই ভ্রাতার প্রতি অসন্তুষ্ট হইল। কিন্তু যীশু আপনার নিকটে তাহাদিগকে ডাকিয়া কহিলেন, অন্যজাতীয়দের ভূপতিগণ তাহাদের উপরে প্রভুত্ব করে; এবং যাহারা প্রধান, তাহারা তাহাদের উপরে কর্তৃত্ব করে,

২৬ ইহা তোমরা জান। তোমাদের মধ্যে তদ্রূপ হইবে না; কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে কেহ প্রধান হইতে চাহে.

২৭ সে তোমাদের পরিচারক হউক; এবং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ হইতে ইচ্ছা করে, সে তোমাদের দাস
২৮ হউক। সেই রূপে মনুষ্যপুত্র পরিচর্য্যা পাইতে নয়, কিন্তু পরিচর্য্যা করিতে, এবং অনেকের পরিত্রাণের মূল্য-রূপে আপন প্রাণ দিতে আসিয়াছেন।

২৯ পরে যিরীহো নগর হইতে তাঁহাদের বহির্গমন সম-
৩০ য়ে অনেক২ লোক তাঁহার পশ্চাৎ চলিতেছিল। তখন পথের পার্শ্বে দুই জন অন্ধ বসিয়া ছিল; তাহাতে সেই পথ দিয়া যীশু যাইতেছেন, এমত কথা শুনিয়া তাহারা উচ্চৈঃস্বরে কহিল, হে প্রভো, দায়ূদের সন্তান,
৩১ আমাদের প্রতি দয়া করুন। তাহাতে লোক সকল চুপ২ বলিয়া তাহাদিগকে ধমক্ দিল; কিন্তু তাহারা আরও অধিক চেঁচাইয়া বলিল, হে প্রভো, দায়ূদের সন্তান,
৩২ আমাদের প্রতি দয়া করুন। তখন যীশু স্থগিত হইয়া তাহাদিগকে ডাকিয়া কহিলেন, তোমরা কি চাহ? তো-
৩৩ মাদের নিমিত্তে আমি কি করিব? তাহারা কহিল, হে প্রভো, আমাদের চক্ষু প্রসন্ন হউক। তখন যীশু কৃপা করিয়া তাহাদের চক্ষু স্পর্শ করিলেন, তাহাতে তৎক্ষণাৎ তাহারা দেখিতে পাইল ও তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিল।

২১ অধ্যায়।

১ পরে তাহারা যিরূশালম্ নগরের নিকটবর্ত্তী হইয়া জৈতুন নামক পর্ব্বতের পার্শ্বস্থ বৈৎফগী গ্রামে আইলে পর, যীশু দুই জন শিষ্যকে ইহা কহিয়া পাঠাইলেন,
২ তোমরা ঐ সম্মুখস্থ গ্রামে যাও, তাহাতে তৎক্ষণাৎ এক বান্ধা সবৎসা গর্দ্দভী পাইবা, তাহাকে খুলিয়া আমার
৩ নিকটে আন। আর যদি কেহ কিছু বলে, তবে কহিবা

ইহাতে প্রভুর প্রয়োজন আছে; তাহাতে সে অকস্মাৎ
৪ তাহাকে যাইতে দিবে। এই সমস্ত করাতে ভবিষ্যদ্বক্তা-
৫ দ্বারা কথিত এই বাক্য সফল করা গেল, যথা, "তো-
"মরা সিয়োনের কন্যাকে বল, দেখ, তোমার রাজা
"নম্রশীল ও গর্দ্দভারূঢ়, বরং গর্দ্দভীর শাবকারূঢ় হইয়া
৬ "তোমার নিকটে আসিবেন।" পরে ঐ শিষ্যেরা গিয়া
যীশুর আজ্ঞানুসারে সকলই করিয়া গর্দ্দভীকে ও তা-
৭ হার বৎসকে আনিল, এবং তাহাদের পৃষ্ঠে আপনাদের
বস্ত্র পাতিয়া তাহার উপরে তাঁহাকে আরোহণ করাইল।
৮ এবং অনেক২ লোক আপনাদের বস্ত্র পথে পাতিয়া
দিল, এবং অন্য২ লোক বৃক্ষের শাখা কাটিয়া পথে
৯ বিস্তার করিল। আর অগ্র পশ্চাদ্গামি লোক সকল
উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, 'জয়২ দায়ূদের সন্তান;
'যিনি পরমেশ্বরের নামে আসিতেছেন তিনি ধন্য;
১০ 'সর্ব্বোপরিস্থ স্বর্গেতে জয়ধ্বনি হউক।' এই রূপে তিনি
যিরূশালমে প্রবেশ করিলে সমুদয় নগর অস্থির হইল,
১১ এবং সকলে কহিল, ইনি কে? তাহাতে লোকসমূহ উত্তর
করিল, ইনি গালীল প্রদেশীয় নাসিরতীয় ভবিষ্যদ্বক্তা যীশু।
১২ পরে যীশু ঈশ্বরের মন্দিরে গমন করিয়া যত লোক
মন্দিরের মধ্যে ক্রয় বিক্রয় করিতেছিল, সেই সকলকে
বাহির করিলেন, এবং বণিক্‌দিগের মুদ্রার আসন ও
কপোতব্যবসায়িদিগেরে আসন উলটাইয়া ফেলিলেন।
১৩ আর তাহাদিগকে কহিলেন "আমার গৃহ প্রার্থনাগৃহ
"নামে বিখ্যাত হইবে," এই রূপ লিপি আছে, কিন্তু
১৪ তোমরা তাহা দস্যুর গহ্বর করিয়াছ। তদনন্তর অন্ধ
খঞ্জ লোকেরা মন্দিরে তাঁহার নিকটে আইলে তিনি
১৫ তাহাদিগকে সুস্থ করিলেন। কিন্তু প্রধান যাজকেরা ও
অধ্যাপকেরা যখন তাঁহার সেই আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল

দেখিল, এবং বালকেরা মন্দিরে উচ্চৈঃস্বর করিয়া 'জয়২ দায়ূদের সন্তান,' এই রূপ কথা কহিতেছে, ইহা যখন
১৬ শুনিল, তখন ক্রুদ্ধ হইল; এবং তাঁহাকে কহিল, ইহারা যাহা বলে, তাহা কি তুমি শুনিতেছ? তাহাতে যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, হঁ্যা, তোমরা কি কখন এই বাক্য পাঠ কর নাই, যথা "তুমি বালক ও দুগ্ধপোষ্য শিশু-
১৭ দের মুখ হইতে প্রশংসা ধ্বনি প্রকাশ করিতেছ?" পরে তিনি তাহাদিগকে ছাড়িয়া নগরের বাহিরে বৈথনিয়া গ্রামে গিয়া সেই স্থানে রাত্রি যাপন করিলেন।

১৮ অপর প্রাতঃকালে নগরে যাইবার সময়ে তিনি ক্ষুধার্ত্ত
১৯ হইলেন। তাহাতে পথের পার্শ্বে একটা ডুম্বুরবৃক্ষ দেখিয়া তাহার নিকটে গিয়া পত্র বিনা আর কিছুমাত্র পাইলেন না। পরে সেই বৃক্ষকে কহিলেন, অদ্যাবধি আর কখনো তোমাতে ফল না ধরুক; তাহাতে তৎক্ষণাৎ
২০ ঐ ডুম্বুরবৃক্ষ শুষ্ক হইয়া গেল। পরে শিষ্যেরা তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া কহিল, আঃ! ডুম্বুরবৃক্ষ
২১ এত শীঘ্র শুষ্ক হইল। তাহাতে যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমরা যদি সন্দেহ না করিয়া প্রত্যয় কর, তবে কেবল ডুম্বুরবৃক্ষের প্রতি এই রূপ করিতে পারিবা তাহা নয়, কিন্তু 'তুমি সরিয়া সমুদ্রে পড়,' এমন কথা এই পর্ব্বত-
২২ কে বলিলে তাহা ও সফল হইবে। এবং বিশ্বাস পূর্ব্বক প্রার্থনা করিয়া যে কিছু যাচ্ঞা করিবা, তাহাই পাইবা।

২৩ অনন্তর মন্দিরে প্রবেশ করিয়া উপদেশ দিবার সময়ে তাঁহার নিকটে প্রধান যাজকেরা ও প্রাচীন লোকেরা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি ক্ষমতাতে এই সকল কর্ম্ম করিতেছ? আর কে তোমাকে এমন ক্ষমতা দিয়াছে?
২৪ তাহাতে যীশু উত্তর করিলেন, আমিও তোমাদিগকে

একটি কথা জিজ্ঞাসা করি; তোমরা যদি তাহার উত্তর দেও, তবে আমিও কি ক্ষমতাতে এ সকল কর্ম্ম করি-
২৫ তেছি, তাহা তোমাদিগকে বলিব। যোহনের বাপ্তিস্ম কোথা হইতে হইয়াছিল? স্বর্গ হইতে কি মনুষ্য হইতে? তাহাতে তাহারা পরস্পর ইহা বিবেচনা করিতে লাগিল, যদি বলি, স্বর্গহইতে, তবে তোমরা তাহাতে বিশ্বাস কর
২৬ নাই কেন? এই কথা জিজ্ঞাসা করিবে। আর যদি বলি মনুষ্য হইতে, তবে লোকদের ভয় আছে, কেননা
২৭ সকলেই যোহন্‌কে ভবিষ্যদ্বক্তৃ রূপে মানে। অতএব তাহারা যীশুকে এই উত্তর দিল, তাহা আমরা জানি না। তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তবে আমিও কি ক্ষমতাতে এ সকল কর্ম্ম করিতেছি, তাহা তোমাদিগকে বলিব না।

২৮ তোমাদের কেমন বোধ হয়? এক জনের দুই পুত্র ছিল; সে একের নিকটে গিয়া কহিল, হে পুত্র, যাও,
২৯ অদ্য আমার দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কর্ম্ম কর। তাহাতে সে কহিল, আমি যাইব না; তথাপি শেষে অনুতাপ করিয়া গমন
৩০ করিল। অনন্তর সে দ্বিতীয় পুত্রের নিকটে গিয়া তদ্রূপ কহিল; তাহাতে সে উত্তর করিল, যে আজ্ঞা, মহাশয়,
৩১ যাইতেছি; কিন্তু গেল না। এই দুই জনের মধ্যে কে পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করিল? তাহাতে তাহারা কহিল, প্রথম পুত্র। তখন যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, ঈশ্বরের রাজ্যের পথে করগ্রাহি লোক ও বেশ্যাগণ তোমাদের অগ্রগামি
৩২ হইতেছে। কারণ যোহন্ তোমাদের নিকটে ধর্ম্মপথে আইলে তোমরা তাহাতে বিশ্বাস করিলা না, কিন্তু করগ্রাহি লোক ও বেশ্যাগণ তাহাতে বিশ্বাস করিল; তাহা দেখিয়া তোমরা বিশ্বাস করণার্থে পরেও অনুতাপ করিলা না।

৩৩ আর এক দৃষ্টান্ত শুন; এক জন গৃহস্থ ক্ষেত্রে দ্রাক্ষা-
লতা রোপণ করিলেন, ও তাহার চতুর্দ্দিগে বেড়া দিলেন,
তন্মধ্যে দ্রাক্ষা পেষণার্থে কুণ্ড খনন করিলেন, এবং
উচ্চগৃহ নির্ম্মাণ করিলেন; পরে কৃষকদের নিকটে ক্ষেত্র
৩৪ সমর্পণ করিয়া দেশান্তরে গমন করিলেন। তদনন্তর ফলের
সময় উপস্থিত হইলে তিনি ফল পাইবার জন্যে কৃষক-
৩৫ দের নিকটে আপন দাসদিগকে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু
কৃষকেরা তাঁহার দাসদিগকে ধরিয়া কাহাকে প্রহার ও
৩৬ কাহাকে বধ ও কাহাকে প্রস্তরাঘাত করিল। পুনশ্চ সেই
কর্ত্তা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক দাসদিগকে প্রেরণ করিলেন;
কিন্তু তাহারা তাহাদেরও প্রতি সেই মত ব্যবহার করিল।
৩৭ অবশেষে 'আমার পুত্র গেলে তাহারা তাঁহাকে সমাদর
করিবে,' ইহা কহিয়া তিনি আপনার পুত্রকে তাহাদের
৩৮ নিকটে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ঐ কৃষকেরা পুত্রকে
দেখিয়া পরস্পর এই মন্ত্রণা করিতে লাগিল, ইনি উত্ত-
রাধিকারী, আইস, আমরা ইহাঁকে বধ করিয়া ইহাঁর
৩৯ অধিকার হস্তগত করি। পরে তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া
৪০ দ্রাক্ষাক্ষেত্রের বাহিরে ফেলিয়া বধ করিল। অতএব
দ্রাক্ষাক্ষেত্রের কর্ত্তা যখন আসিবেন, তখন সেই কৃষক-
৪১ দিগের প্রতি কি করিবেন? তাহারা উত্তর করিল, সেই
দুষ্টদিগকে দারুণরূপে নষ্ট করিবেন, এবং যাহারা সম-
য়ানুক্রমে তাঁহাকে ফল দিবে, এমন কৃষকদের হস্তে ক্ষেত্র
৪২ সমর্পণ করিবেন। তখন যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, তো-
মরা কি কখনও ধর্ম্মপুস্তকের এই কথা পাঠ কর নাই?
যথা, "গাঁথকেরা যে প্রস্তর অগ্রাহ্য করিয়াছে, তাহা
"কোণের প্রধান প্রস্তর হইয়া উঠিল; সে পরমেশ্বরের
৪৩ "কৃত, এবং আমাদের দৃষ্টিতে অদ্ভুত।" অতএব আমি
তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমাদের নিকটহইতে ঈশ্বরের

রাজ্য নীত হইয়া তাহার উপযুক্ত ফলে ফলবান অন্য
৪৪ জাতিকে দত্ত হইবে। আর ঐ প্রস্তরের উপরে যে ব্যক্তি
পড়িবে, সে ভগ্ন হইবে; কিন্তু যাহার উপরে সেই প্রস্তর
৪৫ পড়িবে, তাহাকে চূর্ণ করিবে। তখন প্রধান যাজকেরা
ও ফিরূশিরা তাঁহার এই সকল দৃষ্টান্তকথা শুনিলে পর,
তিনি আমাদের উদ্দেশে কহিলেন, ইহা বুঝিল, এবং
৪৬ তাঁহাকে ধরিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু লোকদিগকে ভয়
করিল, কেননা লোকেরা তাঁহাকে ভবিষ্যদ্বক্তৃরূপে মানিত।

২২ অধ্যায়।

১ পরে যীশু পুনর্ব্বার দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাদিগকে কহি-
২ লেন, স্বর্গরাজ্য এমন এক রাজার সদৃশ, যিনি আপন
৩ পুত্রের বিবাহ দিলেন। সেই বিবাহে নিমন্ত্রিত লোক-
দিগকে ডাকিতে তিনি আপন দাসদিগকে প্রেরণ করি-
৪ লেন; কিন্তু তাহারা আসিতে চাহিল না। তাহাতে রাজা
পুনশ্চ অন্য ২ দাসদিগকে ইহা কহিয়া প্রেরণ করিলেন,
নিমন্ত্রিত লোকদিগকে কহ, দেখ, আমি নিজ ভোজ প্রস্তুত
করিয়াছি, ও বলদাদি হৃষ্টপুষ্ট পশু সকল মারিয়াছি;
৫ সকলই প্রস্তুত আছে, তোমরা বিবাহেতে আইস। তথাচ
তাহারা অবহেলা করিয়া কেহ আপন ক্ষেত্রে ও কেহ
৬ বা আপন ব্যাপারে চলিয়া গেল। এবং অন্য সকলে
তাঁহার দাসদিগকে ধরিয়া অপমান করিয়া বধ করিল।
৭ ইহা শুনিয়া সেই রাজা ক্রোধান্বিত হইলেন, এবং সৈন্য-
সামন্ত পাঠাইয়া ঐ হত্যাকারিদিগকে নষ্ট ও তাহাদের
৮ নগর দগ্ধ করিলেন। পরে তিনি আপন দাসদিগকে
কহিলেন, বিবাহের ভোজ প্রস্তুত আছে, কিন্তু ঐ নিম-
৯ ন্ত্রিত লোকেরা অযোগ্য ছিল; অতএব তোমরা রাজপথে
গিয়া যত লোকের দেখা পাও, তাবৎকে বিবাহে নিম-

১০ শ্রবণ কর। তাহাতে ঐ দাসেরা রাজপথে গিয়া ভাল মন্দ যত লোকের দেখা পাইল, তাবৎকেই সংগ্রহ করিয়া আনিল; তাহাতে অভ্যাগত লোকেতে বিবাহের বাটী
১১ পরিপূর্ণ হইল। পরে রাজা অভ্যাগত সকলকে দেখিতে ভিতরে আইলে সেই স্থানে বিবাহবস্ত্রহীন এক জনকে
১২ দেখিয়া তাহাকে কহিলেন, হে মিত্র, তুমি বিবাহবস্ত্র ব্যতিরেকে এ স্থানে কি ৰূপে প্রবেশ করিলা? তাহাতে
১৩ সে নিরুত্তর হইল। তখন রাজা পরিচারকদিগকে কহিলেন, ইহাকে হস্তচরণে বন্ধন পূর্ব্বক লইয়া যে স্থানে রোদন ও দন্তের কড়িমিড়ি হয়, সেই বহিস্থ অন্ধকারে
১৪ নিক্ষেপ কর। এই ৰূপে অনেকে আহূত, কিন্তু অল্প মনোনীত।

১৫ তখন ফিৰূশিরা যাইয়া তাঁহাকে কোন কথাতে ফাঁদে
১৬ ফেলিতে পারে, এমত মন্ত্রণা করিল। পরে হেরোদীয় লোকদের সহিত আপনাদের শিষ্যগণ দ্বারা তাঁহাকে ইহা কহিয়া পাঠাইল, হে গুরো, আপনি সত্য, এবং সত্য ৰূপে ঈশ্বরের পথ দেখাইতেছেন, আর তদ্বিষয়ে কাহারও অনুরোধ করেন না, তাহা আমরা জানি, কারণ
১৭ আপনি কোন মনুষ্যের মুখাপেক্ষা করেন না। অতএব কৈসর্ রাজাকে কর দেওয়া কর্ত্তব্য কি না? এ বিষয়ে আপনকার কেমন বোধ হয়? তাহা আমাদিগকে বলুন।
১৮ কিন্তু যীশু তাহাদের খলতা বুঝিয়া কহিলেন, অরে কপটিরা, আমার পরীক্ষা কেন করিতেছ? সেই করদানের
১৯ একটি মুদ্রা আমাকে দেখাও। তখন তাহারা তাঁহার নিকটে এক সিকি আনিলে তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা
২০ করিলেন, এই মূর্ত্তি ও এই নাম কাহার? তাহারা বলিল,
২১ কৈসরের। তাহাতে তিনি কহিলেন, তবে কৈসরের যাহা তাহা কৈসরকে দেও আর ঈশ্বরের যাহা তাহা ঈশ্বরকে

২২ দেও। এই কথা শুনিয়া তাহারা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল, এবং তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

২৩ সেই দিবসে সিদূকিরা, অর্থাৎ পুনরুত্থান হয় না, এই কথা যাহারা বলে, তাহারা তাঁহার নিকটে আসিয়া জি-

২৪ জ্ঞাসা করিল, হে গুরো, কেহ যদি নিঃসন্তান হইয়া মরে, তবে তাহার ভ্রাতা তাহার স্ত্রীর প্রতি দেবরের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া আপন ভ্রাতার জন্যে বংশ উৎপন্ন করিবে,

২৫ ইহা মূসা আজ্ঞা করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মধ্যে কোন জনেরা সপ্ত ভ্রাতা ছিল, তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি বিবাহ করিয়া মরিল, কিন্তু নিঃসন্তান হওয়াতে

২৬ নিজ স্ত্রীকে আপন ভ্রাতার নিকটে সমর্পণ করিল। এবং

২৭ দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রভৃতি সপ্তম জন পর্য্যন্ত তদ্রূপ করিল।

২৮ সকলের শেষে সে স্ত্রীও মরিল। অতএব মৃতদের উত্থান সময়ে ঐ সপ্ত জনের মধ্যে সে কাহার স্ত্রী হইবে? যে-

২৯ হেতুক সকলেই তাহাকে বিবাহ করিয়াছিল। তাহাতে যীশু উত্তর করিলেন, তোমরা ধর্ম্মপুস্তক এবং ঈশ্বরের

৩০ শক্তি না বুঝিয়া ভ্রান্ত হইতেছ। কেননা উত্থানের পর লোকেরা বিবাহ করে না, এবং বাগ্‌দত্তাও হয় না, কিন্তু

৩১ স্বর্গে ঈশ্বরের দূতগণের ন্যায় থাকে। আর মৃতদের উত্থান বিষয়ে তোমাদের প্রতি ঈশ্বরের এই উক্তি কি

৩২ তোমরা পাঠ কর নাই? যথা, "আমি ইব্রাহীমের ঈশ্বর, "ও ইস্‌হাকের ঈশ্বর, ও যাকূবের ঈশ্বর।" ঈশ্বর যিনি, তিনি জীবৎ লোকদের ঈশ্বর, মৃত লোকদের ঈশ্বর

৩৩ নহেন। এ কথা শুনিয়া লোক সকল তাঁহার উপদেশে চমৎকার জ্ঞান করিল।

৩৪ তাঁহাদ্বারা সিদূকিদিগের এ প্রকার নিরুত্তর হওনের

৩৫ কথা শুনিয়া ফিরূশিরা একত্র হইল। পরে তাহাদের মধ্যে এক জন ব্যবস্থার অধ্যাপক তাঁহার পরীক্ষার নিমিত্তে

৩৬ জিজ্ঞাসা করিল, হে গুরো, ব্যবস্থার মধ্যে কোন্ আজ্ঞা
৩৭ শ্রেষ্ঠ? তাহাতে যীশু কহিলেন, "তুমি আপন সমস্ত
"অন্তঃকরণ ও সমস্ত প্রাণ ও সমস্ত চিত্তদ্বারা আপন
৩৮ প্রভু পরমেশ্বরকে প্রেম কর," এই প্রথম ও মহৎ আজ্ঞা।
৩৯ এবং দ্বিতীয় আজ্ঞা ইহার সদৃশ অর্থাৎ, "তুমি আপন
৪০ "প্রতিবাসিকে আত্মতুল্য প্রেম কর।" এই দুই আজ্ঞা-
তেই সমস্ত ব্যবস্থার ও ভবিষ্যদ্বক্তৃ গ্রন্থের ভার আছে।

৪১ অনন্তর ফিরূশিরা একত্রীভূত হইলে যীশু তাহাদিগকে
৪২ জিজ্ঞাসা করিলেন, খ্রীষ্টের বিষয়ে তোমাদের কেমন
বোধ হয়, তিনি কাহার সন্তান? তাহারা উত্তর করিল,
৪৩ দায়ূদের সন্তান। তখন তিনি কহিলেন, তবে দায়ূদ কি
প্রকারে আত্মার আবির্ভাবে তাঁহাকে প্রভু বলে? যথা,
৪৪ "পরমেশ্বর আমার প্রভুকে কহিলেন, আমি যাবৎ তো-
"মার শত্রুগণকে তোমার পাদপীঠ না করি, তাবৎ তুমি
৪৫ "আমার দক্ষিণে বৈস।" অতএব দায়ূদ্ যদি তাঁহাকে
প্রভু করিয়া বলে, তবে তিনি কি প্রকারে তাহার সন্তান
৪৬ হইতে পারেন? তখন ইহার কোন উত্তর কেহ দিতে
পারিল না; আর সেই দিবসাবধি তাঁহাকে কোন কথা
জিজ্ঞাসা করিতে কাহারও সাহস হইল না।

২৩ অধ্যায়।

১ তখন যীশু লোকসমূহকে ও শিষ্যদিগকে কহিলেন,
২ অধ্যাপকেরা ও ফিরূশিরা মূসার আসনে বসিয়া থাকে;
৩ অতএব তাহারা তোমাদিগকে যাহা২ পালন করিতে
আজ্ঞা দেয়, তাহা পালন করিও এবং তদনুসারে কর্ম্ম
করিও; কিন্তু তাহাদের কর্ম্মের মত কর্ম্ম করিও না;
৪ কেননা তাহারা বলে, কিন্তু করে না। ফলতঃ তাহারা
দুর্ব্বাহ্য গুরুতর ভার বান্ধিয়া মনুষ্যদের স্কন্ধের উপরে

অর্পণ করে; কিন্তু আপনারা এক অঙ্গুলি দিয়াও তাহা
৫ সরায় না। কেবল লোক দেখান সমস্ত কর্ম্ম করে; এবং
৬ প্রশস্ত কবচ ও বস্ত্রে দীর্ঘ২ থোপ ধারণ করে, আর
ভোজনের সময়ে প্রধান আসন ও ভজনালয়ে প্রধান
৭ স্থান, এবং হাট বাজারে লোকদের নমস্কার, এবং
লোকদের দ্বারা গুরু নামে সম্ভাষণ, এই সকলি ভাল
৮ বাসে। কিন্তু তোমরা গুরু নামে সম্ভাষিত হইও না, যে-
হেতুক তোমাদের একই গুরু খ্রীষ্ট, এবং তোমরা সকলে
৯ পরস্পর ভ্রাতা। আর পৃথিবীর মধ্যে কাহাকেও পিতা
বলিয়া সম্বোধন করিও না, কেননা তোমাদের একই স্বর্গস্থ
১০ পিতা। তোমরা গুরু নামে সম্ভাষিত হইও না, কারণ
১১ তোমাদের একই গুরু খ্রীষ্ট। এবং তোমাদের মধ্যে যে
১২ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, সে তোমাদের পরিচারক হইবে। কেননা
যে কেহ আপনাকে উন্নত করে, তাহাকে নত করা যা-
ইবে; কিন্তু যে কেহ আপনাকে নত করে, তাহাকে
উন্নত করা যাইবে।

১৩ হায়২ কপটি অধ্যাপক ও ফিরূশিগণ, তোমরা মনুষ্য-
দের সম্মুখে স্বর্গরাজ্যের দ্বার রুদ্ধ করিয়া থাক; তোমরা
আপনারা তন্মধ্যে প্রবেশ কর না, এবং যাহারা প্রবেশ
করিতে চাহে, তাহাদিগকেও প্রবেশ করিতে দেও না।
১৪ হায়২ কপটি অধ্যাপক ও ফিরূশিগণ, তোমরা বিধবা-
দিগের সর্ব্বস্ব গ্রাস করিয়া ছলেতে দীর্ঘ প্রার্থনা করিয়া
থাক; এই কারণ তোমাদের ঘোরতর দণ্ড হইবে।
১৫ হায়২ কপটি অধ্যাপক ও ফিরূশিগণ, তোমরা এক জন-
কে স্বধর্ম্মাবলম্বী করিতে জলস্থলে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া
থাক, এবং কাহাকেও পাইলে আপনাদিগের অপেক্ষা
১৬ তাহাকে দ্বিগুণ নারকী করিয়া থাক। হায়২ অন্ধ পথ-
দর্শক সকল, তোমরা বলিয়া থাক, মন্দিরের দিব্য করিলে

কিছুই হয় না, কিন্তু যে জন মন্দিরস্থ স্বর্ণের দিব্য
১৭ করিল, সে বাধিত হইল। হে মূঢ় ও অন্ধ সকল, স্বর্ণ
এবং সেই স্বর্ণকে পবিত্র করে যে মন্দির, এই দুইয়ের
১৮ মধ্যে কোন্‌টা শ্রেষ্ঠ? আরও বলিয়া থাক, যজ্ঞবেদির
দিব্য করিলে কিছুই হয় না, কিন্তু যে জন তদুপরিস্থ
১৯ নৈবেদ্যের দিব্য করিল, সে বাধিত হইল। হে মূঢ় ও
অন্ধ সকল, নৈবেদ্য এবং তাহাকে পবিত্র করে যে
২০ যজ্ঞবেদি, এই দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টা শ্রেষ্ঠ? যে জন
যজ্ঞবেদির দিব্য করিল, সে তো বেদির ও তদুপরিস্থ
২১ সমস্তের দিব্য করিল। এবং যে মন্দিরের দিব্য করিল,
২২ সে মন্দিরের ও তন্নিবাসির দিব্য করিল। এবং যে
স্বর্গের দিব্য করিল, সে ঈশ্বরের সিংহাসনের এবং তদু-
২৩ পবিষ্টেরও দিব্য করিল। হায়২ কপটি অধ্যাপক ও
ফিরূশিগণ, তোমরা পোদিনার ও মৌরীর ও জীরার
দশমাংশ দিয়া থাক; কিন্তু ব্যবস্থার মধ্যে গুরুতর যে
ন্যায় ও দয়া ও বিশ্বাস, এ সকল পরিত্যাগ করিয়াছ;
ঐ সকল পালন করা এবং ইহাও পরিত্যাগ না করা
২৪ তোমাদের উচিত ছিল। হে অন্ধ পথদর্শকেরা, তো-
মরা মশাকে ছাঁকিয়া ফেল, কিন্তু উষ্ট্রকে গ্রাস করিয়া
২৫ থাক। হায়২ কপটি অধ্যাপক ও ফিরূশিগণ, তোমরা
পানপাত্রের ও ভোজনপাত্রের বহির্ভাগ পরিষ্কার করিয়া
থাক, কিন্তু তাহার অন্তর্ভাগ দৌরাত্ম্যেতে ও অন্যায়ে-
২৬ তে পরিপূর্ণ থাক। হে অন্ধ ফিরূশি লোক, অগ্রে পান-
পাত্রের ও ভোজনপাত্রেয় অন্তর্ভাগ পরিষ্কার কর, তা-
২৭ হাতে তাহার বহির্ভাগও পরিষ্কৃত হইবে। হায়২ কপটি
অধ্যাপক ও ফিরূশিগণ, তোমরা শুক্লীকৃত কবরের তুল্য;
কেননা তাহার বহির্ভাগ দেখিতে সুন্দর বটে, কিন্তু
অন্তর্ভাগ শবের অস্থিতে ও সর্ব্বপ্রকার মলেতে পরি-

২৮ পূর্ণ। তদ্রূপ তোমরাও বাহ্যেতে লোকদের দৃষ্টিতে ধার্ম্মিক বট, কিন্তু অন্তরে কেবল কাপট্য ও অধর্ম্মেতে
২৯ পরিপূর্ণ আছ। হায়২ কপটি অধ্যাপক ও ফিরূশিগণ, তোমরা ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের কবর নির্ম্মাণ করিয়া থাক,
৩০ এবং ধার্ম্মিকগণের কবরস্থান শোভিত করিয়া থাক, আর বলিয়া থাক, আমরা যদি আপনাদের পূর্ব্বপুরুষের সময়ে থাকিতাম, তবে ভভিষ্যদ্বক্তৃগণের রক্তপাতে তাহাদের
৩১ সহভাগী হইতাম না। অতএব তোমরা যে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের বধকারিদের সন্তান, এ বিষয়ে আপনারা আপ-
৩২ নাদের সাক্ষ্য দিতেছ। অতএব তোমরাও আপন পূর্ব্ব-
৩৩ পুরুষের পরিমাণ পূর্ণ কর। হে সর্পেরা ও কালসর্পের বংশ, তোমরা কি প্রকারে নরকদণ্ডহইতে রক্ষা পাইবা?
৩৪ অতএব দেখ, আমি তোমাদের নিকটে ভবিষ্যদ্বক্তা ও বুদ্ধিমন্ত ও অধ্যাপকদিগকে প্রেরণ করিব, তাহাতে তাহাদের মধ্যে কতক জনকে তোমরা বধ করিবা ও ক্রুশে হত করিবা, এবং কাহাকে২ ভজনালয়ে কোড়া
৩৫ মারিবা এবং নগরে২ তাড়না করিবা। এই রূপে ধার্ম্মিক হাবিলের রক্তপাতাবধি বেরিখিয়ের পুত্র যে সিখিরিয়কে তোমরা মন্দিরের ও হোমবেদির মধ্যস্থানে বধ করিয়াছ, তাহার রক্তপাত পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত ধার্ম্মিক লোকের রক্তপাত হইয়া আসিতেছে, সে সম-
৩৬ স্তের দণ্ড তোমাদিগেতে বর্ত্তিবে। আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, এই বর্ত্তমান কালের লোক-
৩৭ দিগেতে ঐ সকল বর্ত্তিবে। হে যিরূশালম্, হে যিরূশালম্, হে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের বধকারিণি, হে আপনার নিকটে প্রেরিত লোকদের প্রস্তরাঘাতকারিণি; যেমন কুক্কুটী আপন শাবক সকলকে পক্ষের নীচে একত্র করে, তদ্রূপ আমিও তোমার সন্তান সকলকে একত্র করিতে

কত বার ইচ্ছা করিয়াছি, কিন্তু তোমরা সম্মত হইলা
৩৮ না। দেখ, তোমাদের আবাস উচ্ছিন্ন হইয়া পরিত্যক্ত
৩৯ হইবে। কেননা আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, 'যিনি
'পরমেশ্বরের নামে আসিতেছেন তিনি ধন্য,' এমন কথা
যে পর্য্যন্ত না বলিবা, সে পর্য্যন্ত আমাকে আর দে-
খিতে পাইবা না।

২৪ অধ্যায়।

১ পরে যীশু মন্দিরহইতে বহির্গত হইয়া প্রস্থান করি-
লেন। তখন তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে মন্দিরের গাথনি
২ সকল দেখাইতে আইল। তাহাতে যীশু তাহাদিগকে কহি-
লেন, তোমরা কি এই সকল দেখ না? আমি সত্য করিয়া
তোমাদিগকে কহিতেছি, এই স্থানের এক প্রস্তর অন্য
প্রস্তরের উপরে থাকিবে না, সমস্তই ভূমিসাৎ হইবে।
৩ অনন্তর তিনি জৈতুন পর্ব্বতের উপরে বসিলে শিষ্যেরা
তাঁহার নিকটে আসিয়া গোপনে জিজ্ঞাসা করিল, এই
সকল ঘটনা কবে হইবে? আর আপনকার আগমনের
এবং যুগান্তের চিহ্ন কি? তাহা আমাদিগকে বলুন।
৪ তখন যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, সাবধান, কেহ তো-
৫ মাদিগকে না ভুলাউক। কেননা অনেকে আমার নাম
ধরিয়া আসিবে, এবং আমি খ্রীষ্ট, ইহা বলিয়া অনেক
৬ লোকের ভ্রান্তি জন্মাইবে। এবং তোমরা সংগ্রামের
সংবাদ ও যুদ্ধের আড়ম্বর শুনিবা; সাবধান, তাহাতে
ব্যাকুল হইও না; কেননা এ সকল অবশ্য ঘটিবে, কিন্তু
৭ আপাততো যুগান্ত হইবে না। আর জাতির বিপক্ষে
জাতি ও রাজ্যের বিপক্ষে রাজ্য উঠিবে, এবং স্থানে ২
৮ দুর্ভিক্ষ ও মহামারী ও ভূমিকম্প হইবে। এই সকল
দুঃখের উপক্রম।

৯ আর সেই সময়ে লোকেরা ক্লেশ ভোগ করাইতে তোমাদিগকে শত্রুহস্তগত করিবে, এবং বধও করিবে; আর আমার নাম প্রযুক্ত তোমরা তাবজ্জাতীয় লোকের ১০ নিকটে ঘৃণাস্পদ হইবা। এবং তৎকালে অনেকে বিঘ্ন ১১ পাইয়া পরস্পর বিশ্বাসঘাতকতা ও দ্বেষ করিবে। আর অনেক মিথ্যাভবিষ্যদ্বক্তা উপস্থিত হইয়া অনেককে ভুলা- ১২ ইবে। এবং অধর্ম্মের বাহুল্য হওয়াতে অনেকের প্রেম ১৩ শীতল হইয়া যাইবে। কিন্তু যে কেহ শেষ পর্য্যন্ত স্থির ১৪ থাকিবে, সেই পরিত্রাণ পাইবে। আর তাবজ্জাতীয় লো- কের প্রতি সাক্ষ্য হইবার নিমিত্তে রাজ্যের এই সুসমা- চার সমুদয় জগতে প্রচার করা যাইবে, পরে যুগান্ত উপস্থিত হইবে।

১৫ অতএব যে সর্ব্বনাশকারি ঘৃণার্হ বস্তু দানিয়েল্ ভবি- ষ্যদ্বক্তাদ্বারা উক্ত আছে, তাহা যখন পুন্যস্থানে উপস্থিত ১৬ দেখিবা, (যে জন পাঠ করে সে বুঝুক,) তখন যাহারা যিহূদা দেশে থাকে, তাহারা পর্ব্বতে পলায়ন করুক; ১৭ এবং যে কেহ গৃহের ছাতের উপরে থাকে, সে গৃহ- হইতে আপনার বস্তু লইবার জন্যে নীচে না নামুক; ১৮ আর যে কেহ ক্ষেত্রে থাকে, সেও বস্ত্র লইবার নিমিত্তে ফিরিয়া না যাউক। কিন্তু সেই সময়ে গর্ব্ভবতী এবং ১৯ স্তনদাত্রী স্ত্রীদিগের দুর্গতি হইবে। আর তোমাদের পলা- য়ন শীতকালে কিম্বা বিশ্রামবারে যেন না হয়, এই জন্যে ২১ প্রার্থনা কর। কেননা তৎকালে যেরূপ মহাক্লেশ উপ- স্থিত হইবে, সেই রূপ ক্লেশ জগতের আরম্ভাবধি এই সময় পর্য্যন্ত কখনো হয় নাই এবং কখনো হইবেও ২২ না। আর সেই ক্লেশের সময় যদি ন্যূন না করা যায়, তবে কোন প্রাণির রক্ষা হইতে পারিবে না; কিন্তু মনো- নীত লোকদের জন্যে সেই সময় ন্যূন করা যাইবে

২৩ আর 'দেখ, খ্রীষ্ট এই স্থানে আছেন, কিম্বা ঐ স্থানে আছেন,' সেই সময়ে যদি কেহ তোমাদিগকে এমন
২৪ কথা কহে, তবে তাহাতে প্রত্যয় করিও না। কেননা অনেক২ ভাক্ত খ্রীষ্ট ও ভাক্ত ভবিষ্যদ্বক্তা উপস্থিত হইয়া এমত মহৎ চিহ্ন ও অদ্ভুত লক্ষণ প্রকাশ করিবে, যে যদি সম্ভব হয়, তবে মনোনীত লোকদিগেরও ভ্রান্তি
২৫ জন্মাইবে। দেখ, আমি পূর্ব্বে তোমাদিগকে জনাইলাম।
২৬ অতএব 'দেখ, তিনি প্রান্তরে আছেন,' এমত কথা কেহ কহিলে বাহিরে গমন করিও না; কিম্বা 'দেখ, তিনি অন্তঃপুরে আছেন,' ইহা বলিলে প্রত্যয় করিও না।
২৭ কেননা বিদ্যুৎ যেমন পূর্ব্বদিগহইতে নির্গত হইবামাত্র পশ্চিমদিক্ পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া প্রকাশ পায়, তেমনি মনু-
২৮ ষ্যপুত্ত্রেরও আগমন হইবে। যে স্থানে শব থাকে, সেই স্থানেই গৃধ্র একত্র হয়।

২৯ আর সেই ক্লেশের সময়ের অব্যবহিত পরে সূর্য্য অন্ধকারময় হইবে, এবং চন্দ্র জ্যোৎস্না দিবে না এবং আকাশহইতে নক্ষত্রগণের পতন হইবে, ও আকাশ-
৩০ মণ্ডলের বাহিনী সকল বিচলিত হইবে। তখন আকাশ মধ্যে মনুষ্যপুত্ত্রের চিহ্ন দেখা যাইবে, আর পরাক্রম ও মহাতেজে বেষ্টিত মনুষ্যপুত্ত্রকে আকাশীয় মেঘরথে আসিতে দেখিয়া পৃথিবীর তাবৎ বংশীয় লোক বিলাপ
৩১ করিবে। তখন তিনি মহাশব্দকারি তুরীর বাদ্যকর আপন দূতগণকে প্রেরণ করিবেন; তাহারা আকাশের এক সীমা অবধি অন্য সীমা পর্য্যন্ত চতুর্দ্দিগহইতে তাঁহার মনোনীত লোকদিগকে আনিয়া একত্র কবিবে।
৩২ ডুম্বুরবৃক্ষহইতে দৃষ্টান্ত শিখ; ডুম্বুরবৃক্ষের শাখা কোমল ও পত্র নির্গত হইলে গ্রীষ্মকাল সন্নিকট হইতেছে, ইহা তোমরা জান; তদ্রূপ ঐ সকল ঘটনা দেখিলেই

৩৪ সেই সময় দ্বারে উপস্থিত, ইহা জানিও। আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, এই বর্ত্তমান কালের
৩৫ লোকদের গত হওনের পূর্ব্বেই সে সকল ঘটিবে। আকাশের ও পৃথিবীর লোপ হইবে, কিন্তু আমার কথার লোপ কখনো হইবে না।

৩৬ আর সেই দিবসের ও সেই দণ্ডের তত্ত্ব মনুষ্য কিম্বা স্বর্গস্থ দূতগণ কেহই জানে না, কেবল আমার পিতা-
৩৭ মাত্র তাহা জানেন। কিন্তু নোহের বর্ত্তমান সময়ে যে রূপ হইয়াছিল, মনুষ্য পুত্রের আগমন সময়েও তদ্রূপ
৩৮ হইবে। ফলতঃ জলপ্লাবনের পূর্ব্বকালে যে দিন পর্য্যন্ত নোহ জাহাজে আরোহণ না করিল, সেই পর্য্যন্ত লোকেরা যেমন ভোজন পান এবং বিবাহ করণ ও বিবাহ
৩৯ দেওন এই২ কর্ম্মেতে ব্যস্ত ছিল, এবং যাবৎ বন্যা আসিয়া সকলকে ভাসাইয়া না লইয়া গেল, তাবৎ তাহারা যেমন জ্ঞাত হইল না, তদ্রূপ মনুষ্য পুত্রের
৪০ আগমন সময়েও হইবে। তখন দুই জন ক্ষেত্রে থাকিলে তাহাদের এক জনকে ধরা যাইবে, এবং অন্য জনকে
৪১ ত্যাগ করা যাইবে। আর দুই স্ত্রী যাঁতা পিষিলে তাহাদের এক জনকে ধরা যাইবে, এবং অন্য জনকে ত্যাগ করা যাইবে।

৪২ তোমাদের প্রভু কোন্ দণ্ডে আসিবেন, তাহা তোমরা জান না, অতএব জাগ্রৎ হইয়া থাক। কোন্ প্রহরে
৪৩ চোর আসিবে, তাহা যদি গৃহস্থ জানিতে পারে, তবে অবশ্য জাগ্রৎ থাকিয়া নিজ গৃহে সিঁদ কাটিতে দেয় না,
৪৪ ইহা তোমরা জান। অতএব তোমরাও প্রস্তুত হইয়া থাক, কেননা যে দণ্ডে তাঁহার অপেক্ষাতে না থাকিবা, সেই দণ্ডে মনুষ্যপুত্র আগমন করিবেন।

৪৫ আর এমন বিশ্বাস্য ও বুদ্ধিমান্ দাস কে, যাহাকে

তাহার প্রভু নিজ পরিজনদিগকে উপযুক্ত সময়ানুক্রমে ভোজন করাইবার জন্যে তাহাদের অধ্যক্ষ করিয়া রা-
৪৬ খেন? ধন্য সেই দাস যাহাকে প্রভু আসিয়া এমন কর্ম্মে
৪৭ প্রবৃত্ত দেখিবেন। আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহি-তেছি, তিনি তাহাকে আপন সর্ব্বস্বের অধ্যক্ষ করিয়া
৪৮ নিযুক্ত করিবেন। কিন্তু প্রভুর আগমনের বিলম্ব আছে,
৪৯ ইহা মনে২ ভাবিয়া সেই দুষ্ট দাস যদি সঙ্গি দাস-দিগকে মারিতে এবং মত্ত লোকদের সঙ্গে ভোজন পান
৫০ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তবে যে দিবসে সে প্রভুর অপেক্ষা না করিবে, এবং যে দণ্ড সে না জানিবে, এমন সময়ে
৫১ সেই দাসের প্রভু উপস্থিত হইবেন; আর তাহাকে দারুণ শাস্তি দিয়া কপটিবর্গের মধ্যে তাহার অংশ নি-রূপণ করিবেন; সেই স্থানে রোদন ও দন্তের কিড়ি-মিড়ি হইবে।

২৫ অধ্যায়।

১ তখন স্বর্গরাজ্য এমত দশ কন্যার সদৃশ হইবে, যা-হারা আপন২ প্রদীপ লইয়া বরের সহিত সাক্ষাৎ করি-
২ তে বাহির গেল। তাহাদের মধ্যে পাঁচ জন সুবুদ্ধি,
৩ আর পাঁচ জন নির্ব্বুদ্ধি ছিল। যাহারা নির্ব্বুদ্ধি, তাহারা আপন২ প্রদীপ লইয়া সঙ্গে তৈল লইল না; কিন্তু
৪ সুবুদ্ধিরা আপন২ প্রদীপের সহিত পাত্রেতে তৈল লইল।
৫ পরে বর বিলম্ব করাতে সকলে ঢুলিতে২ নিদ্রান্বিতা
৬ হইল। অনন্তর অর্দ্ধরাত্র সময়ে, 'দেখ বর আসিতেছেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহিরে যাও,' এমন জন-
৭ রব হইল। তাহাতে সে সকল কন্যা উঠিয়া আপন২
৮ প্রদীপ প্রস্তুত করিতে লাগিল। তখন নির্ব্বুদ্ধিরা সুবুদ্ধি-দিগকে বলিল, তোমরা আপনাদের তৈল হইতে আমা-

দিগকে কিছু দেও, কেননা আমাদের প্রদীপ নিবিয়া
৯ যাইতেছে। কিন্তু সুবুদ্ধিরা উত্তর করিল, বোধ হয়,
তোমাদের ও আমাদের জন্যে কুলাইবে না; তোমরা
বরং বিক্রেতাদের নিকটে গিয়া আপনাদের জন্যে ক্রয়
১০ কর। অপর তাহারা ক্রয় করিতে যাইতেছে, ইতিমধ্যে
বর আইলেন; তাহাতে যাহারা প্রস্তুতা ছিল, তাহারা
তাঁহার সঙ্গে বিবাহবাটীতে প্রবেশ করিল; পরে দ্বার
১১ বদ্ধ হইল। শেষে অন্য কন্যারাও আসিয়া কহিতে
লাগিল, হে প্রভো, হে প্রভো, আমাদের নিমিত্তে দ্বার
১২ খুলিয়া দিউন। কিন্তু তিনি উত্তর করিলেন, আমি সত্য
করিয়া কহিতেছি, আমি তোমাদিগকে চিনি না। অতএব
১৩ জাগ্রৎ হইয়া থাক; কারণ মনুষ্য পুত্র কোন্ দিবসে
ও কোন্ দণ্ডে আসিবেন, তাহা তোমরা জান না।

১৪ আর তিনি এমন এক ব্যক্তির তুল্য, যিনি দূর দেশে
যাত্রাকালে আপন দাসদিগকে ডাকিয়া নিজ সম্পত্তি
১৫ তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন। তিনি কাহাকে পাঁচ
তোড়া, ও কাহাকে দুই তোড়া, এবং কাহাকে এক
তোড়া, যাহার যেরূপ ক্ষমতা তাহাকে তদনুসারে দি-
লেন, পরে তৎক্ষণাৎ দেশান্তরে গমন করিলেন। তা-
১৬ হাতে যে জন পাঁচ তোড়া পাইয়াছিল, সে গিয়া তা-
হাদ্বারা বাণিজ্য করিয়া আর পাঁচ তোড়া বৃদ্ধি করিল।
১৭ এবং যে জন দুই তোড়া পাইয়াছিল, সেও তদ্রূপ
১৮ করিয়া আর দুই তোড়া লাভ করিল। কিন্তু যে ব্যক্তি
এক তোড়া পাইয়াছিল, সে গিয়া মৃত্তিকাতে গর্ত্ত করিয়া
১৯ তন্মধ্যে আপন প্রভুর টাকা লুকাইয়া রাখিল। অনন্তর
দীর্ঘকালের পর সেই দাসদিগের প্রভু আসিয়া তাহা-
২০ দের নিকট হইতে লেখাযোখা লইলেন। তখন যে
ব্যক্তি পাঁচ তোড়া পাইয়াছিল. সে অন্য পাঁচ তোড়াও

আনিয়া কহিল, হে প্রভো, আপনি আমার নিকটে পাঁচ তোড়া টাকা সমর্পণ করিয়াছিলেন; দেখুন, তাহা ছাড়া ২১ আর পাঁচ তোড়া লাভ করিয়াছি। তখন তাহার প্রভু তাহাকে কহিলেন, হে উত্তম বিশ্বাস্য দাস, তুমি ধন্য; অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত হইলা; আমি তোমাকে বহু বিষয়ের অধ্যক্ষ করিব; তুমি আপন প্রভুর সুখের ভাগী ২২ হও। পরে যে ব্যক্তি দুই তোড়া পাইয়াছিল, সেও আসিয়া কহিল, হে প্রভো, আপনি আমার নিকটে দুই তোড়া সমর্পণ করিয়াছিলেন; দেখুন, তাহা ছাড়া আর ২৩ দুই তোড়া লাভ করিয়াছি। তাহাতে তাহার প্রভু তাহাকে কহিলেন, হে উত্তম বিশ্বাস্য দাস, তুমি ধন্য; অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত হইলা; আমি তোমাকে বহু বিষয়ের অধ্যক্ষ করিব; তুমি আপন প্রভুর সুখের ভাগী ২৪ হও। পরে যে জন এক তোড়া পাইয়াছিল, সেও আসিয়া কহিল, হে প্রভো, আমি তোমাকে কঠিন লোক জানিয়াছিলাম; তুমি যে স্থানে বুন নাই, সেই স্থানে কাটিয়া থাক, ও যে স্থানে ছড়াও নাই, সেই স্থানে ২৫ কুড়াইয়া থাক। অতএব আমি ভীত হইয়া যাইয়া তোমার তোড়া ভূমিমধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম; দেখ, ২৬ তোমার যাহা তাহা লও। তখন তাহার প্রভু উত্তর করিলেন, অরে দুষ্ট অলস দাস, আমি যে স্থানে বুনি নাই, সে স্থানে কাটি, এবং যে স্থানে ছড়াই নাই, সেই ২৭ স্থানে কুড়াই, ইহা যদি জানিযাছ, তবে বণিক্‌দের হস্তে আমার টাকা সমর্পণ করা তোমার উচিত ছিল; তাহা করিলে আমি আসিয়া বৃদ্ধির সহিত মূলটাকা পাইতাম। ২৮ অতএব ইহার নিকট হইতে ঐ তোড়া লও, এবং যা- ২৯ হার দশ তোড়া আছে, তাহাকে দেও। কেননা যাহার কাছে থাকে, তাহাকে আরও দত্ত হইবে, তাহাতে তা-

হার বাহুল্য হইবে; কিন্তু যাহার কাছে থাকে না, তাহার যাহা আছে, তাহাও তাহার নিকটহইতে নীত
৩০ হইবে। আর তোমরা ঐ অকর্ম্মণ্য দাসকে লইয়া বহিস্থ অন্ধকারে ফেলিয়া দেও; সেই স্থানে রোদন ও দন্তের কিড়িমিড়ি হইবে।

৩১ যখন মনুষ্যপুত্র তাবৎ পবিত্র দূতগণকে সঙ্গে করিয়া আপন প্রভাবে আসিবেন, তখন তিনি নিজ তেজোময়
৩২ সিংহাসনে বসিবেন। এবং তাঁহার সম্মুখে সর্ব্বজাতীয় লোক একত্রীকৃত হইবে; পরে মেষপালক যেমন ছাগহইতে মেষ সকলকে ভিন্ন২ করে, তদ্রূপ তিনিও তাহাদের একহইতে অন্যকে পৃথক্ করিয়া মেষগণকে আ-
৩৩ পনার দক্ষিণ দিগে, এবং ছাগ সকলকে বাম দিগে
৩৪ রাখিবেন। পরে রাজা আপনার দক্ষিণ দিগে স্থিত লোকদিগকে কহিবেন, আইস, আমার পিতার আশীর্ব্বাদপাত্রেরা, জগতের পত্তনাবধি যে রাজ্য তোমাদের জন্যে প্রস্তুত করা গিয়াছে, তাহার অধিকারী হও।
৩৫ কেননা আমি ক্ষুধিত হইলে তোমরা আমাকে আহার দিয়াছ, এবং পিপাসিত হইলে পেয় দ্রব্য দিয়াছ, এবং বিদেশী হইলে আশ্রয় দিয়াছ; এবং বস্ত্রহীন হইলে বস্ত্র
৩৬ পরাইয়াছ, এবং পীড়িত হইলে আমার তত্ত্বাবধারণ করিয়াছ, এবং কারাগারস্থ হইলে আমার নিকটে আ-
৩৭ সিয়াছ। তখন ধার্ম্মিকেরা উত্তর করিবে, হে প্রভো, কবে তোমাকে ক্ষুধিত দেখিয়া ভোজন করাইয়াছি? কিম্বা
৩৮ পিপাসিত দেখিয়া পান করাইয়াছি? এবং কবে বা তোমাকে বিদেশী দেখিয়া আশ্রয় দিয়াছি? কিম্বা উলঙ্গ
৩৯ দেখিয়া বস্ত্র পরাইয়াছি? এবং কবে বা তোমাকে পীড়িত কিম্বা কারাগারস্থ দেখিয়া তোমার নিকটে গিয়াছি?
৪০ তখন রাজা প্রত্যুত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিবেন, আমি

সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, আমার এই ক্ষুদ্রতম ভ্রাতৃগণের মধ্যে এক জনের প্রতি যাহা করিয়াছ, ৪১ তাহা আমারই প্রতি করিয়াছ। পশ্চাৎ তিনি বাম দিগে স্থিত লোকদিগকে কহিবেন, অরে শাপগ্রস্ত সকল, তোমরা আমার নিকটহইতে দুর হইয়া শয়তানের ও তাহার দূতগণের জন্যে যে অনন্ত অগ্নি প্রস্তুত করা গিয়াছে, ৪২ তাহার মধ্যে যাও। কেননা আমি ক্ষুধিত হইলে তোমরা আমাকে আহার দেও নাই, ও পিপাসিত হইলে পেয় ৪৩ দ্রব্য দেও নাই, এবং বিদেশী হইলে আশ্রয় দেও নাই, ও বস্ত্রহীন হইলে বস্ত্র পরাও নাই, এবং পীড়িত ও ৪৪ কারাগারস্থ হইলে আমার তত্ত্বাবধারণ কর নাই। তখন তাহারাও উত্তর করিবে, হে প্রভো, কোন্ সময়ে তোমাকে ক্ষুধিত, কি পিপাসিত, কি বিদেশী, কি উলঙ্গ, কি পীড়িত, কি কারাগারস্থ দেখিয়া তোমার উপকার করি ৪৫ নাই? তিনি তাহাদিগকে প্রত্যুত্তর করিবেন, আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমরা ইহাদের কোন এক ক্ষুদ্রতমের প্রতি যাহা কর নাই, তাহা আমারই ৪৬ প্রতি কর নাই। পরে ইহারা অনন্ত শাস্তি, কিন্তু ধার্ম্মিকেরা অনন্ত জীবন ভোগ করিতে যাইবে।

২৬ অধ্যায়।

১ এই সকল প্রসঙ্গ সাঙ্গ করিলে পর যীশু আপন ২ শিষ্যদিগকে কহিলেন, তোমরা জান, আর দুই দিবস পরে নিস্তারপর্ব্ব হইবে, তাহাতে মনুষ্যপুত্র ক্রুশে হত ৩ হইবার জন্যে শত্রুহস্তে সমর্পিত হইবেন। তৎকালে প্রধান যাজকেরা এবং অধ্যাপকেরা ও লোকদের প্রাচীনেরা কিয়ফা নামে মহাযাজকের বাটীতে একত্র হইয়া, ৪ কি ছলেতে যীশুকে ধরিয়া বধ করিতে পারে, এই মন্ত্রণা

৫ করিল। কিন্তু তাহারা কহিল, পর্ব্বসময়ে নহে; তাহা হইলে লোকদের মধ্যে কলহ হইতে পারে।

৬ বৈথনীয়া গ্রামে সিমোন্ নামক কুষ্ঠির গৃহেতে যীশুর ৭ থাকিবার সময়ে এক স্ত্রী শ্বেত প্রস্তরের পাত্রে বহুমূল্য সুগন্ধি তৈল আনিয়া ভোজনে বসিবার সময়ে তাঁহার ৮ মস্তকে ঢালিয়া দিয়াছিল। তাহা দেখিয়া তাঁহার শিষ্যেরা ৯ অসন্তুষ্ট হইয়া কহিল, এমন অপব্যয় কেন? ইহা বিক্রয় করিলে অনেক টাকা পাইয়া দরিদ্রদিগকে দিতে পারা ১০ যাইত। কিন্তু যীশু তাহা জানিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, ঐ স্ত্রীকে কেন দুঃখ দেও? সে আমার প্রতি সৎকর্ম্ম ১১ করিল। তোমাদের নিকটে দরিদ্রেরা সতত থাকে, কিন্তু ১২ আমি সতত থাকি না। সে আমার শরীরের উপরে ঐ সুগন্ধি তৈল ঢালিয়া আমার কবর দিবার কর্ম্ম করিল। ১৩ আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, জগৎ সমুদয়ের মধ্যে যে কোন স্থানে এই সুসমাচার প্রচারিত হইবে, সেই স্থানে এই স্ত্রীর স্মরণার্থে তাহার এই কর্ম্মের কথাও প্রচারিত হইবে।

১৪ পরে দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা নামে ১৫ এক জন প্রধান যাজকদিগের নিকটে গিয়া কহিল, আমি যীশুকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিলে তোমরা কি দিতে সম্মত হইবা? তখন তাহারা তাহাকে ত্রিশ টাকা ১৬ দিতে প্রতিজ্ঞা করিল। তৎকালাবধি সে তাঁহাকে শত্রু হস্তগত করিবার সুযোগ চেষ্টা করিতে লাগিল।

১৭ অনন্তর তাড়ীশূন্য রুটীর পর্ব্বের প্রথম দিবসে শিষ্যেরা যীশুর নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনকার নিমিত্তে আমরা কোথায় নিস্তারপর্ব্বের ভোজ ১৮ প্রস্তুত করিব? আপনকার ইচ্ছা কি? তখন তিনি কহিলেন, তোমরা নগরের মধ্যে অমুক ব্যক্তির নিকটে

যাইয়া বল, গুরু কহিতেছেন, আমার কাল সন্নিকট; আমি শিষ্যগণের সহিত তোমার গৃহে নিস্তারপর্ব্বের ভোজ
১৯ করিব। তাহাতে শিষ্যেরা যীশুর আদেশানুসারে কর্ম্ম করিয়া সেই স্থানে নিস্তারপর্ব্বের ভোজ প্রস্তুত করিল।
২০ পরে সন্ধ্যা হইলে তিনি দ্বাদশ শিষ্যের সহিত ভোজে
২১ বসিলেন। আর ভোজনকালে কহিলেন, আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমাদের মধ্যে এক
২২ জন আমাকে শত্রুহস্তগত করিবে। তখন তাহারা অত্যন্ত শোকান্বিত হইয়া প্রত্যেক জন কহিতে লাগিল, হে
২৩ প্রভো, সে কি আমি? তাহাতে তিনি কহিলেন, আমার সঙ্গে যে জন ভোজনপাত্রে হস্ত মগ্ন করিবে, সেই আ-
২৪ মাকে শত্রুহস্তগত করিবে। আর মনুষ্যপুত্রের বিষয়ে যেমন লিখিত আছে, তদনুসারে তাঁহার গতি হইবে; কিন্তু যে ব্যক্তির দ্বারা মনুষ্যপুত্র শত্রুহস্তগত হইবেন, তাহাকে ধিক্; সেই মনুষ্যের জন্ম না হইলে তাহার
২৫ পক্ষে ভাল হইত। তখন যিহূদা নামে যে ব্যক্তি তাঁ-হাকে শত্রুহস্তগত করিবে, সেই কহিল, হে গুরো, সে কি আমি? তাহাতে তিনি কহিলেন, তুমি তাহা বলিলা।
২৬ পরে তাঁহাদের ভোজনসময়ে যীশু রুটী লইয়া ঈশ্বরের গুণানুবাদ পূর্ব্বক ভাঙ্গিয়া শিষ্যদিগকে দিতে লাগিলেন, এবং কহিলেন, ইহা লইয়া ভোজন কর, এ আমার
২৭ শরীরস্বরূপ। পরে তিনি পানপাত্র লইয়া ঈশ্বরের ধন্য-বাদ করিয়া তাহাদিগকে দিয়া কহিলেন, তোমরা সকলে
২৮ ইহাতে পান কর; কারণ ইহা আমার রক্ত, অর্থাৎ পাপ
২৯ ক্ষমার নিমিত্তে অনেকের জন্যে পতিত নূতন নিয়মের রক্তস্বরূপ। আর আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, যে দিনে আমি আপন পিতার রাজ্যে তোমাদের সঙ্গে নূতন দ্রাক্ষারস পান করিব, সেই পর্য্যন্ত এই দ্রাক্ষাফলের রস

৩০ আর কখনো পান করিব না। পরে তাহারা গীত গান করিয়া জৈতুন পর্ব্বতে গমন করিল।

৩১ তখন যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, এই রাত্রিতে আমি তোমাদের সকলের বিঘ্নস্বরূপ হইব; কেননা লিপি আছে, "আমি মেষপালককে প্রহার করিব, তাহাতে

৩২ "পালের মেষেরা ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে।" কিন্তু আমার পুনরুত্থান হইলে পর আমি তোমাদের অগ্রে গা-

৩৩ লীলেতে যাইব। পিতর্ তাঁহাকে উত্তর করিল, যদ্যপি তুমি সকলের বিঘ্নস্বরূপ হও, তথাপি কোন ক্রমে আমার

৩৪ হইবা না। তাহাতে যীশু কহিলেন, আমি সত্য করিয়া তোমাকে কহিতেছি, এই রাত্রিতে কুকুড়াডাকের পূর্ব্বে

৩৫ তুমি তিন বার আমাকে অস্বীকার করিবা। তাহাতে পিতর্ কহিল, যদ্যপি তোমার সহিত মরিতে হয়, তথাপি কোন ক্রমে তোমাকে অস্বীকার করিব না; এবং তদনুসারে সকল শিষ্য কহিল।

৩৬ পরে যীশু শিষ্যদের সহিত গেৎশিমানী নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, আমি ঐ স্থানে গিয়া যে পর্য্যন্ত প্রার্থনা করি, তাবৎ তোমরা এ স্থানে

৩৭ বসিয়া থাক। পরে তিনি পিতর্কে এবং সিবদিয়ের দুই পুত্রকে সঙ্গে লইয়া গিয়া শোকাকুল ও অত্যন্ত ব্যথিত

৩৮ হইতে লাগিলেন। তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, আমার প্রাণ মৃত্যুর সম্ভাবনা পর্য্যন্ত শোকাকুল হইতেছে; তোমরা এই স্থানে আমার সঙ্গে জাগিয়া থাক।

৩৯ পরে তিনি কিঞ্চিৎ অগ্রে গিয়া উবুড় হইয়া পড়িয়া প্রার্থনা করিতে২ কহিলেন, হে আমার পিতঃ, যদি হইতে পারে, তবে এই পানপাত্র আমার নিকটহইতে

৪০ দূরে যাউক। তথাপি আমার ইচ্ছামত না হউক, কিন্তু তোমার ইচ্ছামত হউক, অনন্তর তিনি ঐ শিষ্যদিগের

নিকটে আইলেন, এবং তাহাদিগকে নিদ্রিত দেখিয়া পিতরকে কহিলেন, এ কি? এক দণ্ডও আমার সঙ্গে
৪১ জাগিতে কি তোমাদের শক্তি ছিল না? পরীক্ষাতে যেন না পড়, এই জন্যে জাগ্রৎ হইয়া প্রার্থনা কর; আত্মা
৪২ ইচ্ছুক বটে, কিন্তু শরীর দুর্ব্বল। পুনশ্চ তিনি দ্বিতীয় বার গিয়া এই রূপ প্রার্থনা করিলেন, হে আমার পিতঃ, পান না করিলে যদি এই পাত্র আমার নিকটহইতে দূরে যাইতে না পারে, তবে তোমার ইচ্ছামত হউক।
৪৩ পরে তিনি আসিয়া তাহাদিগকে পুনর্ব্বার নিদ্রাগত দেখিলেন, কেননা তাহাদের চক্ষু নিদ্রাতে ভারী ছিল।
৪৪ পরে তাহাদিগকে ছাড়িয়া পুনরায় গিয়া তৃতীয় বার
৪৫ পূর্ব্বমত কথা কহিয়া প্রার্থনা করিলেন। পরে শিষ্যদের কাছে আসিয়া কহিলেন, তোমরা কি নিতান্ত নিদ্রিত হইয়া বিশ্রাম করিবা? দেখ, সময় উপস্থিত, এবং মনু-
৪৬ ষ্যপুত্র পাপিদের হস্তে সমর্পিত হন। উঠ, আমরা যাই, এই দেখ, যে ব্যক্তি আমাকে শত্রুহস্তগত করিবে, সে সমীপে আসিতেছে।

৪৭ তাঁহার এই কথা কহন সময়ে দ্বাদশের মধ্যে গণিত যিহূদা নামক শিষ্য উপস্থিত হইল, এবং প্রধান যাজকদের ও লোকদের প্রাচীনবর্গের নিকটহইতে খড়্গ ও যষ্টি ধারি অনেক লোক তাহার সঙ্গে আইল। ঐ
৪৮ বিশ্বাসঘাতক পূর্ব্বে তাহাদিগকে এই সঙ্কেত জানাইয়াছিল, আমি যাহাকে চুম্বন করিব, সে ঐ ব্যক্তি, তোমরা
৪৯ তাহাকেই ধরিবা। অতএব সে তৎক্ষণাৎ যীশুর নিকটে যাইয়া, ‘হে গুরো, প্রণাম’ বলিয়া তাঁহাকে চুম্বন করিল।
৫০ তাহাতে যীশু তাহাকে কহিলেন, হে মিত্র, কি জন্যে আইলা? তখন তাহারা আসিয়া যীশুর উপরে হস্তার্পণ
৫১ করিয়া তাঁহাকে ধরিল। তাহাতে যীশুর সঙ্গিদের মধ্যে

এক জন হস্ত বিস্তার করণ পূর্ব্বক খড়্গ নিষ্কোষ করিয়া মহাযাজকের এক দাসকে আঘাত করিয়া তাহার
৫২ এক কর্ণ কাটিয়া ফেলিল। তখন যীশু তাহাকে কহিলেন, তোমার খড়্গ স্বস্থানে রাখ, কেননা যে সকল লোক খড়্গ ধারণ করে, তাহারা খড়্গদ্বারা বিনষ্ট হই-
৫৩ বে। আর এখনও আমি আপন পিতার নিকটে প্রার্থনা করিলে তিনি আমাকে দ্বাদশ বাহিনী অপেক্ষা অধিক স্বর্গীয় দূতগণ যোগাইবেন, ইহা কি তোমার অসম্ভব
৫৪ বোধ হয়? কিন্তু তাহা করিলে ধর্ম্মপুস্তকের বাক্য কি প্রকারে সিদ্ধ হইবে? কেননা সে বলে, এই রূপ ঘটনা
৫৫ আবশ্যক। আর সেই সময়ে যীশু লোকসমূহকে কহিলেন, তোমরা খড়্গ ও যষ্টি লইয়া আমাকে কি চোর ধরিতে আইলা? আমি তো উপদেশ দিতে২ প্রতি দিন তোমাদের সঙ্গে মন্দিরে বসিতাম, তখন আমাকে ধরিলা
৫৬ না। কিন্তু ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের বাক্য সফল করিবার জন্যে এ সকল হইল। তখন শিষ্যেরা সকলে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

৫৭ পরে সেই সকল লোক যীশুকে ধরিয়া কিয়ফা নামক মহাযাজকের নিকটে লইয়া গেল, কেননা সেই স্থানে
৫৮ অধ্যাপকেরা ও প্রাচীনবর্গ একত্র হইয়াছিল। তখন পিতর্ মহাযাজকের বাটী পর্য্যন্ত দূরে তাঁহার পশ্চাৎ২ গমন করিয়া শেষে কি হইবে, তাহা দেখিবার জন্যে ভিতরে গিয়া দাসগণের সঙ্গে বসিল।

৫৯ তখন প্রধান যাজকগণ ও প্রাচীনেরা ও সভাস্থ সকলে যীশুকে বধ করিবার জন্যে তাঁহার বিরুদ্ধে মিথ্যাসাক্ষ্য
৬০ পাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পাইল না। অনেক২ মি-
৬১ থ্যা সাক্ষী আইলেও তাহা পাইল না; অবশেষে দুই জন মিথ্যা সাক্ষী আসিয়া বলিল, এই ব্যক্তি কহিয়াছিল,

আমি ঈশ্বরের মন্দির ভাঙ্গিয়া তিন দিনের মধ্যে পুন-
৬২ রায় নির্ম্মাণ করিতে পারি। তখন মহাযাজক উঠিয়া
তাঁহাকে কহিল, তুমি কি কিছুই উত্তর দিবা না? তো-
৬৩ মার বিপরীতে ইহারা কি সাক্ষ্য দিতেছে? কিন্তু যীশু
মৌনী হইয়া রহিলেন। তাহাতে মহাযাজক কহিল, আমি
তোমাকে অমর ঈশ্বরের দিব্য দিতেছি, তুমি কি ঈশ্ব-
রের পুত্র অভিষিক্ত ত্রাণকর্ত্তা? তাহা আমাদিগকে বল।
৬৪ যীশু উত্তর করিলেন, তুমি তাহা বলিলা; আর আমি
তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, ইহার পরে তোমরা
মনুষ্যপুত্রকে সর্ব্বশক্তিমানের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া থা-
কিতে এবং আকাশের মেঘে আরূঢ় হইয়া আসিতে
৬৫ দেখিবা। তখন মহাযাজক আপন বস্ত্র ছিঁড়িয়া কহিল,
এ ঈশ্বরের নিন্দা করিল, আর সাক্ষিতে আমাদের কি
প্রয়োজন? দেখ, তোমরা এই ক্ষণে ইহার মুখে ঈশ্ব-
৬৬ রের নিন্দা শুনিলা। তোমাদের বিবেচনাতে কি হয়?
৬৭ তাহারা উত্তর করিল, সে বধযোগ্য বটে। তাহাতে
৬৮ তাহারা তাঁহার মুখে থুথু দিল, এবং কেহ চাপড়, ও
কেহ বা চড় মারিয়া কহিল, হে খ্রীষ্ট, তোমাকে কে
মারিল? তাহা ঈশ্বরীয় বাক্যদ্বারা আমাদিগকে বল।

৬৯ ইতোমধ্যে পিতর বাহিরে প্রাঙ্গণে বসিয়াছিল, তা-
হাতে এক দাসী তাহার নিকটে গিয়া কহিল, তুমিও
৭০ গালীলীয় যীশুর সঙ্গে ছিলা। কিন্তু সে সকলের সাক্ষা-
তে অস্বীকার করিয়া কহিল, তোমার কথা আমি বুঝিতে
৭১ পারিলাম না। তখন সে বহির্দ্বারের নিকটে গেল আর
এক দাসী তাহাকে দেখিয়া সে স্থানের লোকদিগকে
৭২ কহিল, এ ব্যক্তিও নাসরতীয় যীশুর সঙ্গে ছিল। তাহাতে
সে দিব্যপূর্ব্বক পুনর্ব্বার অস্বীকার করিয়া কহিল, আমি
৭৩ সেই মানুষকে চিনি না। আর কিঞ্চিৎ কাল পরে

দণ্ডায়মান লোকেরা আসিয়া পিতরকে কহিল, তুমি অবশ্য তাহাদের এক জন, কেননা তোমার ভাষাতেই
৭৪ তাহা প্রকাশ পাইতেছে। তখন সে অভিশাপ পূর্ব্বক দিব্য করিয়া কহিতে লাগিল, আমি সে ব্যক্তিকে চিনি
৭৫ না; তৎক্ষণাৎ কুকুড়া ডাকিল। তাহাতে 'কুকুড়া ডাকের অগ্রে তুমি তিন বার আমাকে অস্বীকার করিবা,' এই যে কথা যীশু তাহাকে কহিয়াছেন, তাহা পিতরের মনে পড়িল; তাহাতে সে বাহিরে গিয়া মহাখেদে রোদন করিল।

২৭ অধ্যায়।

১ অনন্তর প্রভাত হইলে প্রধান যাজকেরা ও লোকদের প্রাচীনেরা যীশুকে বধ করিবার নিমিত্তে তাঁহার বিপক্ষে
২ মন্ত্রণা করিল। পরে তাঁহাকে বন্ধন পূর্ব্বক লইয়া গিয়া পন্তীয় পীলাত নামক দেশাধিপতির নিকটে সমর্পণ করিল।
৩ অপর যীশুকে শত্রুহস্তগতকারি যিহূদা তাঁহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা জানিয়া মনস্তাপ পাইয়া প্রধান যাজকগণের ও প্রাচীন লোকদিগের নিকটে সেই ত্রিশ টাকা ফিরিয়া
৪ দিয়া কহিল, এই নির্দ্দোষ ব্যক্তির প্রাণ শত্রুহস্তগত করাতে আমি পাপ করিয়াছি; তখন তাহারা বলিল,
৫ তাহাতে আমাদের কি? তুমি তাহা বুঝ। পরে সে ঐ টাকা মন্দিরমধ্যে ফেলিয়া প্রস্থান করিল, এবং যাইয়া
৬ আপনি আপনাকে উদ্বন্ধন করিল। পরে প্রধান যাজকেরা সেই মুদ্রা লইয়া কহিল, ইহা ভাণ্ডারে রাখা
৭ কর্ত্তব্য নয়, কারণ এ রক্তের মূল্য। পরে তাহারা মন্ত্রণা করিয়া বিদেশিদের কবরস্থানের নিমিত্তে ঐ টাকা দিয়া
৮ কুম্ভকারের ক্ষেত্র ক্রয় করিল। এই জন্যে অদ্যাপি সেই
৯ ক্ষেত্রকে রক্তক্ষেত্র বলে। এমন হওয়াতে যিরিমিয় ভবি-

ষ্যদ্বক্তা দ্বারা কথিত এই বাক্য সফল হইল, যথা, "তা-
"হারা যাঁহার মূল্য নিরূপণ করিল, তাঁহার সেই মূল্য-
"রূপ ত্রিশ মুদ্রা আমার প্রতি পরমেশ্বরের আজ্ঞানু-
১০ "সারে ইস্রায়েল্ লোকদের নিকটহইতে নীত হইয়া
"কুম্ভকারের ক্ষেত্রে দত্ত হইল।"

১১ অপর যীশু দেশাধিপতির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে
সেই অধিপতি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি যিহূ-
দীয়দের রাজা? তখন যীশু তাহাকে কহিলেন, তুমি
১২ বলিলা। কিন্তু প্রধান যাজকেরা ও প্রাচীনেরা তাঁহার
উপরে অপবাদ দিলে তিনি কিছুই উত্তর করিলেন না।
১৩ তখন পীলাত তাঁহাকে কহিল, ইহারা তোমার বিপক্ষে
১৪ কত২ সাক্ষ্য দিতেছে, তাহা তুমি শুন না? তথাপি
তিনি তাহার এক কথারও উত্তর করিলেন না; তাহাতে
ঐ অধিপতি বড় আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল।

১৫ আর সেই পর্ব্বসময়ে অধিপতির এমন এক রীতি
ছিল যে লোকদের অনুরোধে সে তাহাদের ইষ্ট এক
১৬ জন বন্দিকে মুক্ত করিত। সেই সময়ে বারব্বা নামে
১৭ এক জন প্রসিদ্ধ বন্দী ছিল। অতএব লোকেরা একত্র
হইলে পীলাত তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, আমার
১৮ নিকটে কাহার মুক্তি চাহ? বারব্বার কিম্বা খ্রীষ্ট বি-
খ্যাত যীশুর? কেননা তাহারা যে ঈর্ষ্যাভাবে তাঁহাকে
সমর্পণ করিয়াছিল, তাহা সে জানিল।

১৯ অপর পীলাতের বিচারাসনে বসিবার সময়ে তাহার
পত্নী তাহাকে ইহা কহিয়া পাঠাইল, সেই ধার্ম্মিক মানু-
ষের প্রতি তুমি কিছুই করিও না; যেহেতুক তাঁহার
বিষয়ে আমি অদ্য স্বপ্নেতে অনেক দুঃখ পাইয়াছি।
২০ অনন্তর প্রধান যাজকেরা ও প্রাচীনেরা বারব্বাকে চা-
হিয়া লইতে ও যীশুকে নষ্ট করিতে লোক সকলকে প্র-

২১ বৃত্তি দিল। পরে অধিপতি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের ইচ্ছা কি? সেই দুই জনের মধ্যে কাহাকে
২২ মুক্ত করিব? তাহারা কহিল, বারব্বাকে। তখন পীলাত জিজ্ঞাসিল, তবে যাহাকে খ্রীষ্ট বলে, সেই যীশুকে কি
২৩ করিব? সকলেই কহিল, সে ক্রুশে হত হউক। তাহাতে অধিপতি কহিল, কেন? সে কি অপরাধ করিয়াছে? কিন্তু তাহারা আরও চেঁচাইয়া বলিল, সে ক্রুশে হত
২৪ হউক। তখন আপনার চেষ্টা নিষ্ফল, বরঞ্চ আরও কলহ হইতেছে, ইহা দেখিয়া পীলাত জল লইয়া লোক-দের সাক্ষাতে হস্ত প্রক্ষালন করিয়া কহিল, এই ধার্ম্মিক ব্যক্তির রক্তপাতে আমি নির্দ্দোষ, তোমরাই তাহা বুঝ।
২৫ তখন লোক সকল উত্তর করিল, তাহার রক্তপাতের অপরাধ আমাদের ও আমাদের সন্তানদের উপরে বর্ত্তুক।
২৬ তাহাতে সে তাহাদের ইচ্ছামতে বারব্বাকে মুক্ত করিল, এবং যীশুকে কোড়া মারিয়া ক্রুশে হত হইবার জন্যে সমর্পণ করিল।

২৭ পরে অধিপতির সেনাগণ যীশুকে অধিপতির গৃহমধ্যে
২৮ লইয়া তাঁহার নিকটে সেনাসমূহকে একত্র করিল। এবং তাঁহার বস্ত্র খুলিয়া লইয়া তাঁহাকে লোহিতবর্ণ বস্ত্র পরি-
২৯ ধান করাইল। এবং কণ্টকের মুকুট গাঁথিয়া তাঁহার মস্তকে দিল; পরে তাঁহার দক্ষিণ হস্তে এক নল দিয়া তাঁহার সম্মুখে হাঁটু পাতিয়া, ‘হে যিহূদীয়দের রাজন্, নমস্কার; ইহা বলিয়া তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল।
৩০ এবং তাঁহার মুখে থুথু দিল, ও সেই নল লইয়া তাঁ-
৩১ হার মস্তকে আঘাত করিল। এই রূপে তাঁহাকে বিদ্রূপ করিলে পর সেই বস্ত্র খুলিয়া পুনশ্চ নিজ বস্ত্র পরিধান করাইয়া তাঁহাকে ক্রুশে বদ্ধ করিতে লইয়া গেল।

৩২ পরে বহির্গমন সময়ে তাহারা শিমোন্ নামে এক

জন কুরীণীয় লোকের দেখা পাইয়া ক্রুশ বহনার্থে তা-
৩৩ হাকে বলেতে ধরিল। অনন্তর গুল্গল্টা অর্থাৎ মাথা-
৩৪ খুলী নামক স্থানে উপস্থিত হইলে পর তাহারা যীশুকে
পিত্তমিশ্রিত অম্লরস পান করিতে দিল; কিন্তু তিনি তাহা
৩৫ আস্বাদন করিয়া পান করিতে অস্বীকার করিলেন। পরে
তাহারা তাঁহাকে ক্রুশে বদ্ধ করিয়া তাঁহার পরিচ্ছদ গুলি-
বাঁটদ্বারা অংশ করিয়া লইল; তাহাতে ভবিষ্যদ্বক্তাদ্বারা
কথিত এই বাক্য সফল করা গেল, যথা, "তাহারা
"আপনাদের মধ্যে আমার পরিধেয় বস্ত্র বিভাগ করে,
"এবং আমাদের উত্তরীয় বস্ত্রের জন্যে গুলিবাঁট করে।"
৩৬ পরে তাহারা সে স্থানে বসিয়া তাঁহার প্রহরিকর্ম্ম করিল।
৩৭ এবং তাঁহার দোষ প্রকাশ করণার্থে 'এ যিহূদীয়দের
রাজা যীশু,' এই লিপি সম্বলিত পত্র তাঁহার মস্তকের
৩৮ ঊর্দ্ধে লাগাইয়া দিল। এবং তাঁহার বাম ও দক্ষিণ দুই
পার্শ্বে দুই জন চোর তাঁহার সঙ্গে ক্রুশে বদ্ধ হইল।

৩৯ তখন যে২ লোক সেই পথ দিয়া যাতায়াত করিল,
তাহারা শিরশ্চালন পূর্ব্বক তাঁহার নিন্দা করিয়া কহিল,
৪০ হে মন্দির ভগ্নকারি ও তিন দিনের মধ্যে তাহার নি-
র্ম্মাণকারি, আপনাকে রক্ষা কর; তুমি যদি ঈশ্বরের
৪১ পুত্র বট, তবে ক্রুশহইতে নাম। এবং প্রধান যাজ-
কেরা ও অধ্যাপকেরা এবং প্রাচীন লোকেরাও সেই
৪২ মত বিদ্রূপ করিয়া কহিল, এ ব্যক্তি অন্য২ লোককে
রক্ষা করিত, কিন্তু আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না;
এ যদি ইস্রায়েলের রাজা বটে, তবে এখন ক্রুশহইতে
৪৩ নামুক; তাহাতে আমরা তাহাকে প্রত্যয় করিব। সে
ঈশ্বরের প্রত্যাশা রাখিত; ঈশ্বর যদি তাহাতে সন্তুষ্ট
হন, তবে এখন তাহাকে রক্ষা করুন; কেননা সে
৪৪ কহিত, আমি ঈশ্বরের পুত্র। আর যে চোরেরা তাঁহার

সঙ্গে ক্রুশে বদ্ধ হইল, তাহারাও সেই রূপে তাঁহাকে নিন্দা করিল।

৪৫ পরে বেলা দ্বিতীয় প্রহরাবধি তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত ৪৬ সমুদয় দেশ অন্ধকারাবৃত হইল। এবং তৃতীয় প্রহর সময়ে যীশু উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কহিলেন, এলী২ লামা শিবক্তনী, অর্থাৎ "হে আমার ঈশ্বর, হে আমার ঈশ্বর, ৪৭ "তুমি কেন আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছ?" তাহাতে সে স্থানে দণ্ডায়মান লোকদের মধ্যে কেহ২ ঐ কথা ৪৮ শুনিয়া কহিল, উনি এলিয়কে ডাকিতেছেন। তখন তাহাদের মধ্যে এক জন শীঘ্র দৌড়িয়া একখান স্পঞ্জ লইয়া তাহাতে অম্লরস ভরিয়া নলে লাগাইয়া তাঁহাকে ৪৯ পান করিতে দিল। অন্যেরা কহিল, থাক, এলিয় উহাকে রক্ষা করিতে আইসেন কি না তাহা দেখি।

৫০ পরে যীশু পুনর্ব্বার উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া প্রাণ ত্যাগ ৫১ করিলেন। তখন মন্দিরের বিচ্ছেদবস্ত্র উপরভাগ অবধি নামোপর্য্যন্ত চিরিয়া দুই খান হইল, ও ভূমিকম্প হইল, ৫২ এবং শৈল বিদীর্ণ হইল। এবং কবর খুলিয়া গেল, তাহাতে অনেক২ ধার্ম্মিক লোকের সুপ্ত দেহ জাগরিত ৫৩ হইল; এবং তাঁহার উত্থানের পর কবরহইতে বহির্গত হইয়া পুণ্যনগরে গিয়া অনেক লোককে দেখা দিল। এই ৫৪ রূপ ভূমিকম্পাদি ঘটনা দেখিয়া যীশুর প্রহরিকর্ম্মে নিযুক্ত শতসেনাপতি ও তাহার সঙ্গিরা বড় ভীত হইয়া কহিল, সত্য ইনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন।

৫৫ তখন যাহারা যীশুর পরিচর্য্যা করিতে২ গালীলহইতে তাঁহার পশ্চাৎ২ আসিয়াছিল, এমত অনেক স্ত্রীলোক ৫৬ কিঞ্চিৎ দূরে থাকিয়া ঐ সকল দেখিতেছিল। তাহাদের মধ্যে মগদলীনী মরিয়ম্ এবং যাকূবের ও যোশির মাতা মরিয়ম, এবং সিবদিয়ের পুত্রদের মাতা ছিল।

৫৭ পরে সন্ধ্যা হইলে অরিমথিয়া নগরের যূষফ্ নামে ৫৮ যে এক জন ধনি লোক যীশুর শিষ্য ছিল, সে পীলাতের নিকটে গিয়া যীশুর দেহ যাচ্ঞা করিল; তাহাতে ৫৯ পীলাত দেহ দিতে আজ্ঞা করিলে যূষফ্ সেই দেহ লইয়া শুচি চাদরে জড়াইয়া আপনার নিমিত্তে যে নূতন কবর ৬০ শৈলেতে খুলিয়াছিল, তাহার মধ্যে রাখিল, এবং তাহার দ্বারে এক বৃহৎ প্রস্তর গড়াইয়া দিয়া প্রস্থান করিল। ৬১ কিন্তু মগ্দলীনী মরিয়ম্ ও অন্য মরিয়ম্ এই দুই স্ত্রী সেই স্থানে কবরের সম্মুখে বসিয়া থাকিল।

৬২ পরদিনে অর্থাৎ আয়োজনদিনের পরদিবসে প্রধান যাজকেরা ও ফিরূশিরা একত্র হইয়া পীলাতের নিকটে ৬৩ গিয়া কহিল, হে মহাশয়, সেই প্রবঞ্চক জীবৎকালে কহিয়াছিল, তিন দিন পরে আমি পুনরায় উঠিব, এ ৬৪ কথা আমাদের স্মরণ হইল; অতএব তৃতীয় দিবস পর্য্যন্ত তাহার কবরস্থান রক্ষা করিতে আজ্ঞা করুন; নতুবা তাহার শিষ্যেরা রাত্রিযোগে আসিয়া তাহাকে হরণ করিয়া লোকদিগকে বলিবে, তিনি মৃতগণের মধ্যহইতে উঠিয়াছেন; তাহা হইলে প্রথম ভ্রান্তি অপেক্ষা শেষ-৬৫ ভ্রান্তি বড় হইবে। তখন পীলাত কহিল, তোমাদের নিকটে প্রহরিবর্গ আছে, তোমরা গিয়া যথাসাধ্য রক্ষা করাও। ৬৬ তাহাতে তাহারা গিয়া সে দ্বারের প্রস্তরে মুদ্রাঙ্ক দিয়া প্রহরিবর্গ রাখিয়া কবরস্থান রক্ষা করাইল।

২৮ অধ্যায়।

১ তদনন্তর বিশ্রামবারের শেষে সপ্তাহের প্রথম দিনের প্রাভাত হইলে মগ্দলীনী মরিয়ম ও অন্য মরিয়ম্ কবর ২ দেখিতে আইল। তখন মহাভূমিকম্প হইল; কেননা পরমেশ্বরের দূত স্বর্গহইতে নামিয়া তথায় আসিয়া দ্বার-

৩ হইতে ঐ প্রস্তর সরাইয়া তাহার উপরে বসিল। তাহার মুখ বিদ্যুতের ন্যায় তেজোময়, এবং বস্ত্র হিমের ন্যায় ৪ শুভ্রবর্ণ। তখন প্রহরিবর্গ তাহার ভয়েতে কম্পান্বিত হইয়া ৫ মৃতবৎ হইল। সেই দূত ঐ স্ত্রীদিগকে কহিল, তোমরা ভয় করিও না; কেননা ক্রুশে হত যীশুর অন্বেষণ করি- ৬ তেছ, তাহা আমি জানি। তিনি এ স্থানে নাই; যেমন কহিয়াছিলেন, সেই মত উত্থান করিলেন; আইস, প্রভুর ৭ এই শয়নস্থান দর্শন কর। আর শীঘ্র গিয়া তাঁহার শিষ্যদিগকে কহ, তিনি কবরহইতে উঠিলেন, এবং দেখ, তোমাদের অগ্রে গালীলেতে যাইতেছেন, সেই স্থানে তোমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইবা; দেখ, আমি তোমা- ৮ দিগকে এই সকল কহিলাম। তাহাতে তাহারা শীঘ্র কবরহইতে বহির্গত হইয়া ভয়েতে ও মহানন্দেতে দৌড়িয়া ৯ তাঁহার শিষ্যদিগকে সংবাদ দিতে গেল। শিষ্যদিগকে সংবাদ দিবার জন্যে যাইতেছে, ইতোমধ্যে যীশু তাহা- দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন, তোমাদের কল্যাণ হউক; তাহাতে তাহারা আসিয়া তাঁহার চরণে ধরিয়া ১০ প্রণাম করিল। তখন যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, ভয় করিও না, তোমরা গিয়া আমার ভ্রাতৃদিগকে গালীলেতে যাইতে বল, সে স্থানে তাহারা আমার দর্শন পাইবে।

১১ অপর স্ত্রীলোকেরা গমন করিতেছে, ইতোমধ্যে প্রহরি- বর্গের কেহ২ নগরে গিয়া যাহা২ ঘটিয়াছে, সে সমস্ত ১২ বিবরণ প্রধান যাজকদিগকে জানাইল। তখন তাহারা প্রাচীনবর্গের সহিত একত্র হইয়া মন্ত্রণা করিয়া ঐ সেনা- ১৩ গণকে যথেষ্ট মুদ্রা দিল, এবং কহিল, তোমরা বল, আমরা নিদ্রা গেলে তাহার শিষ্যগণ রাত্রিকালে আসিয়া ১৪ তাহাকে চুরি করিল। যদি এ কথা অধিপতির কর্ণগোচর হয়, তবে আমরা তাহাকে বুঝাইয়া তোমাদিগকে রক্ষা

১৫ কারব। তাহাতে তাহারা সেই মুদ্রা লইয়া ঐ শিক্ষানুসারে কর্ম্ম করিল, অতএব যিহূদীয় লোকদের মধ্যে অদ্যাপি সেই প্রকার জনবর আছে।

১৬ পরে একাদশ শিষ্য যীশুর নিরূপিত গালীলের এক
১৭ পর্ব্বতে গমন করিল। এবং তাঁহাকে দেখিয়া প্রণাম
১৮ করিল; কিন্তু কেহ২ সন্দেহ করিল। তখন যীশু তাহাদের নিকটে আসিয়া আলাপ করিয়া কহিলেন, স্বর্গের
১৯ ও পৃথিবীর তাবৎ কর্ত্তৃত্ব আমাকে দত্ত হইয়াছে। অতএব তোমরা যাইয়া সর্ব্বজাতীয় লোকদিগকে শিষ্য করিয়া পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামেতে তাহা-
২০ দিগকে বাপ্তাইজিত করাও; এবং আমি তোমাদিগকে যে সকল আজ্ঞা দিয়াছি, তাহা পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দেও। দেখ, জগতের শেষ পর্য্যন্তই সর্ব্বদা আমি তোমাদের সঙ্গে২ আছি। [আমেন।]

মার্ক লিখিত সুসমাচার।

---

১ অধ্যায়।

১ ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারের আরম্ভ।
২ ভবিষ্যদ্বক্তৃগ্রন্থে এই মত লিপি আছে, "দেখ, আমি
"আপন দূতকে তোমার অগ্রে প্রেরণ করিব; সে তো-
৩ "মার অগ্রে যাইয়া পথ প্রস্তুত করিবে।" এবং "প্রা-
"ন্তরে এই বাক্যবাদি এক জনের রব আছে, পরমে-
"শ্বরের পথ প্রস্তুত কর, ও তাঁহার রাজপথ সমান
৪ "কর।" তদনুসারে যোহন উপস্থিত হইয়া প্রান্তরে
বাপ্তাইজ করাইত, ও পাপমোচনার্থে মনঃপরিবর্ত্তন সম্ব-
৫ ন্ধীয় বাপ্তিস্মের কথা প্রচার করিত। তাহাতে যিহূদা
দেশীয় ও যিরূশালম্ নিবাসি তাবৎ লোক তাহার নি-
কটে গমন করিল, এবং আপন ২ পাপ স্বীকার পূর্ব্বক
৬ তাহাদ্বারা যর্দ্দন নদীতে বাপ্তাইজিত হইল। সেই যোহ-
নের পরিচ্ছদ উষ্ট্রের লোমজাত, এবং তাহার কটি-
দেশে চর্ম্মপটুকা, এবং তাহার খাদ্য পঙ্গপাল ও বনমধু
৭ ছিল। সে ঘোষণা করিয়া কহিত, আমি নত হইয়া যাঁ-
হার পাদুকার বন্ধন খুলিতেও যোগ্য নহি, আমাহইতে
শক্তিমান এমন এক ব্যক্তি আমার পশ্চাৎ আসিতে-
৮ ছেন। আমি তোমাদিগকে জলেতে বাপ্তাইজ করাই-
লাম, কিন্তু তিনি তোমাদিগকে পবিত্র আত্মাতে বাপ্তা-
ইজ করাইবেন।

৯ সেই সময়ে যীশু গালীল্ দেশস্থ নাসরৎ নগরহইতে আসিয়া ঐ যোহন্দ্বারা যর্দ্দন নদীতে বাপ্তাইজিত হই-
১০ লেন। অনন্তর জলহইতে উঠিবার সময়ে আকাশ বিদীর্ণ এবং আত্মাকে কপোতের ন্যায় আপনার উপরে না-
১১ মিতে দেখিলেন। আর 'তুমি আমার প্রিয় পুত্র, তোমাতেই আমার পরম সন্তোষ,' স্বর্গহইতে এমন এক বাণী আইল।

১২ পরে তৎক্ষণাৎ আত্মা তাঁহাকে প্রান্তরে লইয়া গেলে
১৩ তিনি সেই স্থানে চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত বন্য পশুদের সঙ্গে থাকিয়া শয়তানকর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইলেন; পরে স্বর্গীয় দূতগণ তাঁহার পরিচর্য্যা করিল।

১৪ অনন্তর যোহন্ কারাগারে বদ্ধ হইলে পর যীশু গালীল্ প্রদেশে আসিয়া ঈশ্বরের রাজত্বের সুসমাচার
১৫ প্রচার করিয়া কহিতে লাগিলেন, কাল সম্পূর্ণ হইল ও ঈশ্বরের রাজত্ব সন্নিকট হইল; তোমরা মন ফিরাও, এবং সুসমাচারে বিশ্বাস কর।

১৬ পরে তিনি গালীলীয় সমুদ্রের তীরে গমন সময়ে শিমোন্কে ও তাহার ভ্রাতা আন্দ্রিয়কে সমুদ্রে জাল ফেলিতে দেখিলেন, কেননা তাহারা মৎস্যধারী ছিল।
১৭ যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা আমার পশ্চাৎ আ-
১৮ ইস, আমি তোমাদিগকে মনুষ্যধারী করিব। তাহাতে তাহারা তৎক্ষণাৎ আপনাদের জাল পরিত্যাগ করিয়া
১৯ তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইল। সেই স্থানহইতে কিঞ্চিৎ অগ্রে যাইয়া তিনি সিবদিয়ের পুত্র যাকূব্কে ও তাহার ভ্রাতা
২০ যোহন্কে তন্মত নৌকাতে জাল সারিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ ডাকিলেন, তাহাতে তাহারা আপনাদের পিতা সিবদিয়কে বেতনজীবিদের সঙ্গে নৌকাতে ত্যাগ করিয়া তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইল।

২১ পরে তাহারা কফরনাহূম নগরে গমন করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ বিশ্রামবারে ভজনালয়ে প্রবেশ করিয়া উপ-
২২ দেশ দিতে লাগিলেন। তাহাতে সকলে তাঁহার উপদেশে চমৎকৃত হইল, কারণ তিনি অধ্যাপকগণের ন্যায় তাহা-দিগকে উপদেশ না দিয়া ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির ন্যায় উপ-
২৩ দেশ দিলেন। আর ঐ ভজনালয়ে অপবিত্র ভূতগ্রস্ত এক
২৪ মনুষ্য ছিল; সে চীৎকার শব্দ করিয়া কহিল, হে নাস-রতীয় যীশু, আমাদিগকে থাকিতে দেও, তোমার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি? তুমি কি আমাদিগকে নষ্ট করিতে আইলা? আমি তোমাকে চিনি; তুমি ঈশ্বরের সেই
২৫ পবিত্র লোক। তখন যীশু তাহাকে ধমকাইয়া কহিলেন,
২৬ নীরব হও, এবং উহাহইতে বাহির হও। পরে সেই অপবিত্র ভূত তাহাকে মুচড়াইয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে চীৎ-
২৭ কার করিয়া বহির্গত হইল। তাহাতে সকলে চমৎকৃত হইয়া পরস্পর বিতর্ক করিয়া কহিল, আঃ এ কি? এ কেমন নূতন উপদেশ? কেননা ইনি ক্ষমতাদ্বারা অপ-বিত্র ভূতদিগকেও আজ্ঞা দেন, এবং তাহারা ইহাঁর
২৮ আজ্ঞাবহ হয়। তাহাতে তাঁহার সুখ্যাতি শীঘ্র গালীলের চতুর্দ্দিক্‌স্থ দেশ সমুদয়ে ব্যাপিল।

২৯ অপর তাঁহারা ভজনালয়হইতে বহির্গত হইবামাত্র যাকুবের ও যোহনের সহিত শিমোনের ও আন্দ্রিয়ের
৩০ বাটীতে প্রবেশ করিলেন। তখন শিমোনের শ্বশ্রূ জ্বরে-তে পীড়িতা হইয়া শয্যাগতা ছিল; অতএব তাহারা শীঘ্র
৩১ তাহার কথা তাঁহাকে জানাইল। তাহাতে তিনি নিকটে আসিয়া তাহার হস্ত গ্রহণ করিয়া তাহাকে উঠাইলেন। তাহা করিবামাত্র তাহার জ্বর ত্যাগ হইল; পরে সে
৩২ তাহাদের পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। অনন্তর সন্ধ্যাকালে সূর্য্যাস্ত হইলে লোকেরা পীড়িত ও ভূতগ্রস্তদিগকে তাঁ-

৩৩ দ্বার নিকটে আনিল, এবং নগরের তাবৎ লোক দ্বারে-
৩৪ তে একত্র হইল। তাহাতে তিনি নানা প্রকার রোগে পীড়িত অনেক২ মনুষ্যকে সুস্থ করিলেন, এবং অনেক২ ভূতকে ছাড়াইলেন, কিন্তু ভূতদিগকে কথা কহিতে বা-
৩৫ রণ করিলেন, যেহেতুক তাহারা তাঁহাকে চিনিল। অপর তিনি অতি প্রত্যূষে অর্থাৎ রাত্রির শেষে উঠিয়া বাহিরে গেলেন, এবং নির্জ্জন স্থানে যাইয়া প্রার্থনা করিলেন।
৩৬ পরে শিমোন্ ও তাহার সঙ্গিরা তাঁহার পশ্চাৎ গেল।
৩৭ এবং তাঁহাকে পাইয়া কহিল, তাবৎ লোক তোমার
৩৮ অন্বেষণ করিতেছে। তাহাতে তিনি তাহাদিগকে কহি-লেন, আইস, আমরা নিকটস্থ সকল গ্রামে যাই, আমি সে স্থানেও ঘোষণা করিব, কেননা তন্নিমিত্তেই বাহিরে
৩৯ আইলাম। পরে তিনি তাহাদের গালীল্ প্রদেশস্থ তাবৎ ভজনালয়ে উপদেশ দিতে এবং ভূতগণকে ছাড়াইতে লাগিলেন।

৪০ অনন্তর এক কুষ্ঠী আসিয়া তাঁহার সম্মুখে হাঁটু পা-তিয়া বিনতি পূর্ব্বক কহিল, যদি আপনকার ইচ্ছা হয়,
৪১ তবে আমাকে পরিষ্কৃত করিতে পারেন। তাহাতে যীশু কৃপা করিয়া হস্ত বিস্তার পূর্ব্বক তাহাকে স্পর্শ করিয়া
৪২ কহিলেন, আমার ইচ্ছা আছে, তুমি পরিষ্কৃত হও। এই কথা কহিবামাত্র সে কুষ্ঠরোগহইতে মুক্ত হইয়া পরি-
৪৩ ষ্কৃত হইল। তখন তিনি তাহাকে বিদায় করিয়া দৃঢ় আজ্ঞা দিয়া কহিলেন, সাবধান, কাহাকেও কিছু কহিও
৪৪ না; কিন্তু যাজকের নিকটে গিয়া আপনাকে দেখাও, এবং তাহাদিগকে প্রমাণ দিবার নিমিত্তে আপনার শুচি হওনের জন্যে মূসার নিরূপিত নৈবেদ্য উৎসর্গ কর।
৪৫ কিন্তু সে প্রস্থান করিয়া সেই কর্ম্ম এমন বিস্তার রূপে প্রচার করিতে লাগিল, যে যীশু পুনর্ব্বার প্রকাশরূপে

নগর মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারাতে বাহিরে নির্জ্জন স্থানে থাকিলেন; তথাপি চতুর্দ্দিগহইতে লোকেরা তাঁহার নিকটে আইল।

২ অধ্যায়।

১ অনন্তর কএক দিবস বিলম্বে তিনি পুনর্ব্বার কফরনা-
২ হূম নগরে প্রবেশ করিলেন। তাহাতে তিনি ঘরে আ-
ছেন, এই জনরব হওয়াতে তৎক্ষণাৎ এত লোক তাঁহার নিকটে একত্র হইল, যে দ্বারের চতুর্দ্দিগেও আর লোকের স্থান হইল না। তখন তিনি তাহাদের প্রতি ধর্ম্ম-কথা কহিলেন।

৩ অপর লোকেরা চারি মনুষ্যদ্বারা এক পক্ষাঘাতিকে
৪ বহিয়া তাঁহার নিকটে আনিতেছিল। কিন্তু জনতা প্রযুক্ত যীশুর সম্মুখে আসিতে না পারাতে যে স্থানে তিনি আছেন, তদুপরিস্থ ছাত খুলিয়া ছিদ্র করিয়া তাহা দিয়া
৫ শয্যার সহিত সেই পক্ষাঘাতিকে নামাইল। তাহাদের এই রূপ বিশ্বাস দেখিয়া যীশু সেই পক্ষাঘাতিকে কহি-
৬ লেন, হে বৎস, তোমার পাপক্ষমা হইল। তাহাতে সে স্থানে উপবিষ্ট কএক জন অধ্যাপক মনে২ এই রূপ
৭ বিতর্ক করিল, এ ব্যক্তি ঈশ্বরের এমন নিন্দার কথা কেন কহিতেছে? কেবল ঈশ্বর বিনা আর কে পাপ
৮ ক্ষমা করিতে পারে? তাহারা এই রূপ বিতর্ক করিতেছে, ইহা যীশু তৎক্ষণাৎ আপন মনেতে বুঝিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা মনে২ এমন বিতর্ক কেন করিতেছ?
৯ 'তোমার পাপক্ষমা হইল,' কিম্বা 'তুমি উঠিয়া শয্যা তুলিয়া বেড়াও,' এ দুইয়ের মধ্যে এই পক্ষাঘাতিকে
১০ কোন কথা বলা সহজ? কিন্তু পৃথিবীতে পাপ মার্জ্জনা করিতে মনুষ্যপুত্রের ক্ষমতা আছে, ইহা যেন তোমরা

জানিতে পার, এই জন্যে (তিনি সেই পক্ষাঘাতিকে
১১ কহিলেন) উঠ, আপন শয্যা তুলিয়া লইয়া গৃহে গমন
১২ কর, আমি তোমাকে এই আজ্ঞা দিতেছি। তাহাতে সে
তৎক্ষণাৎ উঠিয়া শয্যা তুলিয়া সকলের সাক্ষাতে প্রস্থান
করিল; এবং সকলে বিস্ময়াপন্ন হইয়া, এমন কর্ম্ম কখনো
দেখি নাই, এ কথা কহিয়া ঈশ্বরের প্রশংসা করিল।

১৩ পরে যীশু পুনর্ব্বার বাহির হইয়া সমুদ্রতীরে গমন
করিলেন, এবং লোকসমূহ তাঁহার নিকটে আইলে
১৪ তাহাদিগকে শিক্ষা দিলেন। পরে যাইতে২ করগ্রহণ
স্থানে উপবিষ্ট আল্‌ফেয়ের পুত্র লেবিকে দেখিয়া তা-
হাকে কহিলেন, আমার পশ্চাৎ আইস; তাহাতে সে
১৫ উঠিয়া তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিল। অনন্তর যীশু তা-
হার গৃহমধ্যে ভোজন করিতে বসিলে অনেক২ করগ্রাহি
ও পাপি লোক তাঁহার ও তাঁহার শিষ্যগণের সহিত
বসিল; যেহেতুক অনেকে তাঁহার পশ্চাৎ আসিয়াছিল।
১৬ কিন্তু তিনি করগ্রাহি ও পাপিগণের সহিত ভোজন করি-
তেছেন, তাহা দেখিয়া অধ্যাপক ও ফিরূশিগণ তাঁহার
শিষ্যদিগকে কহিল, উনি কেন করগ্রাহি ও পাপি লোক-
১৭ দের সহিত ভোজন পান করেন? যীশু তাহা শুনিয়া
তাহাদিগকে উত্তর করিলেন, সুস্থ লোকদের চিকিৎস-
কেতে প্রয়োজন নাই, কিন্তু পীড়িত লোকদেরই প্রয়ো-
জন আছে; আমি ধার্ম্মিকদিগকে আহ্বান করিতে আসি
নাই, কিন্তু মন ফিরাইতে পাপিদিগকেই আহ্বান করি-
তে আসিয়াছি।

১৮ আর যোহনের ও ফিরূশিদের শিষ্যেরা উপবাস ব্যব-
হার করিত। অতএব তাহারা যীশুর নিকটে আসিয়া
কহিল, যোহনের ও ফিরূশিদের শিষ্যেরা উপবাস করে,
কিন্তু তোমার শিষ্যেরা উপবাস করে না, ইহার কারণ

১৯ কি? তখন যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, কন্যার বর যাবৎ সখিগণের সঙ্গে থাকে, তাবৎ তাহারা কি উপবাস করিতে পারে? যত কাল বর তাহাদের সঙ্গে থাকে, তাবৎ কাল তাহারা উপবাস করিতে পারে না।
২০ কিন্তু যখন তাহাদের নিকটহইতে বর নীত হইবে, এমন সময় আসিবে; তৎকালে তাহারা উপবাস করিবে।
২১ পুরাতন বস্ত্রেতে কেহ নূতন বস্ত্রের তালী দেয় না; তাহা করিলে নূতন বস্ত্রের তালীতে জীর্ণ বস্ত্র ছিঁড়িয়া
২২ যায়, এবং আরও মন্দ ছিদ্র হয়। আর পুরাতন কুপাতে কেহ নূতন দ্রাক্ষারস রাখে না, যেহেতুক তাহা করিলে নূতন দ্রাক্ষারসের তেজেতে কুপা ফাটিয়া যায়; তাহাতে দ্রাক্ষারস পড়িয়া যায়, এবং কুপাও নষ্ট হয়; কিন্তু নূতন দ্রাক্ষারস নূতন কুপাতে রাখা কর্ত্তব্য।
২৩ অনন্তর বিশ্রামবারে তিনি শস্যের ক্ষেত্রদিয়া গমন করিলে তাঁহার শিষ্যেরা গমন করিতে২ শস্যের শীষ
২৪ ছিঁড়িতে লাগিল। ইহাতে ফিরূশিরা তাঁহাকে কহিল দেখ, বিশ্রামবারে যে কর্ম্ম কর্ত্তব্য নয়, তাহা উহারা
২৫ কেন করিতেছে? তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, দায়ূদ্ ও তাহার সঙ্গিরা খাদ্যের অভাবে ক্ষুধিত হইয়া যাহা করিয়াছিল, তাহা তোমরা কি কখনো পাঠ কর
২৬ নাই? সে অবিয়াথর নামক মহাযাজকের বর্ত্তমান সময়ে ঈশ্বরের আবাসে প্রবেশ করিয়া যে দর্শনীয় রুটী যাজকবর্গ বিনা আর কাহারও ভোজন করিতে নাই, তাহাই ভোজন করিল, এবং সঙ্গি লোকদিগকেও দান
২৭ করিল। তিনি আরও কহিলেন, বিশ্রামবার মনুষ্যের নিমিত্তেই নিরূপিত আছে, কিন্তু মনুষ্য বিশ্রামবারের
২৮ নিমিত্তে নয়। আর মনুষ্যপুত্র বিশ্রামবারেরও কর্ত্তা আছেন।

৩ অধ্যায়।

১ অনন্তর তিনি পুনর্ব্বার ভজনালয়ে প্রবেশ করিলেন;
২ সে স্থানে শুষ্কহস্ত এক মনুষ্য উপস্থিত ছিল। তাহাতে লোকেরা যীশুর প্রতি দোষারোপ করিবার আশাতে, তিনি বিশ্রামবারে তাহাকে সুস্থ করিবেন কি না, ইহার
৩ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তখন তিনি সেই শুষ্কহস্ত
৪ মনুষ্যকে কহিলেন, মধ্যস্থানে দাঁড়াও। পরে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, বিশ্রামবারে কি কর্ত্তব্য? হিতকর্ম্ম কিম্বা অহিতকর্ম্ম? এবং প্রাণরক্ষা কিম্বা প্রাণনাশ? কিন্তু
৫ তাহারা নীরব থাকিল। তখন তিনি তাহাদের অন্তঃকরণের কঠিনতা প্রযুক্ত দুঃখিত হইয়া ক্রোধে চারিদিগে তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, এবং সেই মনুষ্যকে কহিলেন, তোমাদের হস্ত বিস্তার কর; তাহাতে সে তাহা বিস্তার করিলে সেই হস্ত অন্য হস্তের ন্যায় সুস্থ
৬ হইল। পরে ফিরূশিরা তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইয়া তাঁহাকে নষ্ট করণার্থে হেরোদীয়দের সহিত মন্ত্রণা করিতে লা-
৭ গিল। অতএব যীশু আপন শিষ্যদের সহিত প্রস্থান করিয়া সাগরের নিকটে গেলেন; তাহাতে গালীল্ ও যিহূদা ও যিরূশালম এবং ইদোম্ ও যর্দ্দন্ নদীর ওপা-
৮ রস্থ দেশ, এই সকল স্থানহইতে লোকসমূহ তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিল; তদ্ভিন্ন সোর ও সীদোনের নিকটবর্ত্তি সমূহলোক তাঁহার মহাকর্ম্মের সংবাদ শুনিয়া
৯ তাহার নিকটে আইল। তখন লোকসমূহ তাঁহাকে ঠেসিয়া না ধরে, এই নিমিত্তে তিনি আপন শিষ্যদিগকে একখান নৌকা নিকটে প্রস্তুত রাখিতে আজ্ঞা করিলেন।
১০ কেননা অনেক মনুষ্যকে সুস্থ করাতে ব্যাধিগ্রস্ত সকলে তাঁহাকে স্পর্শ করিবার চেষ্টাতে ঠেলাঠেলি করিতেছিল।

১১ আর অপবিত্র ভূতেরা তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার চরণে
১২ পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিত, তুমি ঈশ্বরের পুত্র; কিন্তু তিনি তাহাদিগকে দৃঢ় আজ্ঞা দিয়া আপনার পরিচয় দিতে নিষেধ করিতেন।

১৩ পরে তিনি পর্ব্বতে উঠিয়া যাহাকে২ ইচ্ছা, তাহাকে২ ডাকিলেন; তাহাতে তাহারা তাঁহার নিকটে আইল।
১৪ পরে তিনি আপনার সঙ্গে থাকিতে, ও সুসমাচার
১৫ প্রচার করিবার জন্যে প্রেরিত হইতে, এবং সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি দূর করিবার ও ভূত ছাড়াইবার ক্ষমতা পাইতে
১৬ দ্বাদশ জনকে নিযুক্ত করিলেন। তাহাদের মধ্যে তিনি
১৭ শিমোনকে পিতর (প্রস্তর) এই নাম দিলেন, এবং সিবদিয়ের পুত্র যাকূব্ ও তাহার ভ্রাতা যোহন, এই দুই জনকে বিনেরেগশ্ অর্থাৎ মেঘনাদের পুত্র এই নাম
১৮ দিলেন। অন্য সকলের নাম আন্দ্রিয় ও ফিলিপ ও বর্থলময় ও মথি ও থোমা, এবং আল্ফেয়ের পুত্র যা-
১৯ কূব, ও থদ্দেয় ও কিনানীয় শিমোন, এবং যে তাঁহাকে শত্রুহস্তগত করিল সেই ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা।

২০ তদনন্তর তাঁহারা গৃহে আইলে পুনর্ব্বার এমন জনতার সমাগম হইল, যে তাঁহারা আহার করিতেও পারি-
২১ লেন না। তাহাতে তাঁহার অন্তরঙ্গ লোকেরা এই সমাচার পাইয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনিতে গমন করিল কেননা
২২ তাহারা বলিল, সে হতজ্ঞান হইয়াছে। আর যিরূশালম্‌হইতে আগত অধ্যাপকেরা কহিল, বালসিবুব তাহাকে আশ্রয় করিয়াছে, সেই ভূতপতিদ্বারা সে ভূতদিগকে
২৩ ছাড়ায়। তাহাতে তিনি তাহাদিগকে ডাকিয়া দৃষ্টান্তকথাদ্বারা কহিলেন, শয়তান কি প্রকারে শয়তানকে
২৪ ছাড়াইতে পারে? কোন রাজ্য যদি আপনার বিপক্ষে
২৫ ভিন্ন হয়, তবে সে রাজ্য স্থির থাকিতে পারে না। এবং

কাহারো পরিবার যদি আপনার বিপক্ষে ভিন্ন হয়, তবে
২৬ সে পরিবারও স্থির থাকিতে পারে না। তেমনি শয়তান
যদি আপনার বিপক্ষে উঠিয়া ভিন্ন হয়, তবে সেও স্থির
২৭ থাকিতে পারে না, কিন্তু উচ্ছিন্ন হয়। আর বলবান ব্য-
ক্তিকে অগ্রে বন্ধন না করিলে কেহ তাহার গৃহে প্রবিষ্ট
হইয়া দ্রব্যাদি লুঠ করিতে পারে না; কিন্তু তাহা
২৮ করিলে তাহার গৃহের দ্রব্যাদি লুঠ করিতে পারে। আমি
সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, মনুষ্যের সন্তানেরা
যে সমস্ত পাপ ও ঈশ্বরের নিন্দা করে, তাহাদের সেই
২৯ সকল অপরাধের ক্ষমা হইতে পারে। কিন্তু যে কেহ
পবিত্র আত্মার নিন্দা করে, তাহার ক্ষমা কখনো হইবে
৩০ না, সে অনন্ত দণ্ডের যোগ্য হইবে। 'তাঁহার অপবিত্র ভূত
আছে,' তাহাদের এ কথা প্রযুক্ত তিনি এমত কহিলেন।

৩১ পরে তাঁহার মাতা ও ভ্রাতৃগণ আসিয়া বাহিরে দাঁড়া-
৩২ ইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইল। তখন তাঁহার চতুর্দ্দিগে
অনেক লোক বসিয়াছিল। তাহারা তাঁহাকে কহিল,
দেখ, তোমার মাতা ও ভ্রাতৃগণ বাহিরে আছে, ও তো-
৩৩ মার অন্বেষণ করিতেছে। তখন তিনি তাহাদিগকে উত্তর
করিলেন, আমার মাতা কে? আর আমার ভ্রাতৃগণ বা
৩৪ কে? পরে তিনি আপনার নিকটে উপবিষ্ট লোকদের
প্রতি অবলোকন করিয়া কহিলেন, এই দেখ আমার
৩৫ মাতা ও আমার ভ্রাতৃগণ। কারণ যে কেহ ঈশ্বরের ইষ্ট
ক্রিয়া করে, সেই আমার ভ্রাতা ও ভগিনী ও মাতা।

৪ অধ্যায়।

১ আর বার তিনি সমুদ্রের তীরে উপদেশ দিতে লাগি-
লেন; তাহাতে তাঁহার নিকটে অত্যন্ত জনতা একত্র
হওয়াতে তিনি এক নৌকায় উঠিয়া সমুদ্রের উপরে

বসিলেন, এবং লোক সকল সমুদ্রের তীরে শুষ্ক স্থলে
২ থাকিল। তখন তিনি দৃষ্টান্তকথাদ্বারা অনেক উপদেশ
দিলেন; বিশেষতঃ উপদেশের সময়ে এই কথা কহি-
৩ লেন, অবধান কর; দেখ, এক জন বীজবাপক বীজ
৪ বপন করিতে গেল; তাহা বপনের সময়ে কতক বীজ
পথের পার্শ্বে পড়িল, তাহাতে আকাশের পক্ষিগণ আ-
৫ সিয়া তাহা খুঁটিয়া খাইল। আর কতক বীজ অল্প মৃত্তি-
কাযুক্ত পাষাণময় স্থানে পড়িল; তাহাতে তাহা অল্প
মৃত্তিকা প্রযুক্ত শীঘ্র অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু
৬ সূর্য্যোদয় হইলে দগ্ধ হইল, এবং তাহার মূল না বসাতে
৭ শুষ্ক হইয়া গেল। আর কতক বীজ কণ্টকের মধ্যে
পড়িল, তাহাতে কণ্টক সকল বাড়িয়া তাহা গ্রাসিয়া
৮ রাখিল, এবং তাহার ফল ধরিল না। আর কতক বীজ
উর্ব্বরা ভূমিতে পড়িল, ও বাড়িয়া উঠিয়া ফল উৎপন্ন
করিল; এবং কতক ত্রিশ গুণ, ও কতক ষষ্টি গুণ, ও
৯ কতক শত গুণ ফল ফলিল। পরে তিনি তাহাদিগকে
কহিলেন, যাহার শুনিতে কর্ণ থাকে সে শুনুক।

১০ পরে নির্জ্জন সময়ে তাঁহার সঙ্গিরা এবং দ্বাদশ শিষ্য
১১ তাঁহাকে ঐ দৃষ্টান্তকথার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিল। তখন
তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, ঈশ্বরের রাজত্বের নিগূঢ়
কথা জানিবার ক্ষমতা তোমাদিগকে দত্ত হইয়াছে; কিন্তু
ঐ বহির্ভূত লোকদিগকে এই সকল বিষয়ের দৃষ্টান্তমাত্র
১২ কহা যায়। তাহাতে তাহাদের মনঃপরিবর্ত্তন ও পাপ-
মোচন যেন কখনো না হয়, এই নিমিত্তে তাহারা দে-
খিতে দেখিবে, কিন্তু জানিতে পাইবে না; এবং শুনিতে
১৩ শুনিবে, কিন্তু বুঝিতে পাইবে না। পরে তিনি কহি-
লেন, তোমরা কি সেই দৃষ্টান্তকথা বুঝ না? তবে কি
১৪ প্রকারে অন্য সকল দৃষ্টান্ত বুঝিবা? বীজবাপক বাক্য-

১৫ রূপ বীজ বপন করে; তাহাতে পথের পার্শ্বস্বরূপ এমত লোক, যাহাদের নিকটে বাক্যরূপ বীজ বপন করা যায়, পরে তাহারা শুনিবামাত্র শয়তান আসিয়া তাহাদের মনেতে উপ্ত সেই বাক্যরূপ বীজ হরণ করিয়া লয়।
১৬ আর যাহাদের অন্তরে বীজ পাষাণময় ভূমিতে পড়ে তাহারা এমত লোক, যাহারা ঐ বাক্য শুনিবামাত্র আ-
১৭ হ্লাদ পূর্ব্বক গ্রাহ্য করে, কিন্তু তাহাদের মনে মূল না বসাতে তাহারা অল্প কালমাত্র থাকে; পরে সেই বাক্য হেতুক কোন ক্লেশ কিম্বা তাড়না উপস্থিত হইলে
১৮ তৎক্ষণাৎ বিঘ্ন পায়। আর যাহাদের অন্তরে বীজ কণ্ট-কের মধ্যে পড়ে তাহারা এমত লোক যাহারা বাক্য
১৯ শুনে বটে, কিন্তু এই সংসারের চিন্তা ও ধনমায়া ও নানা সুখাভিলাষ মনে প্রবিষ্ট হইয়া ঐ কথাকে গ্রাসিয়া
২০ রাখে, তাহাতে তাহা বিফল হয়। আর যাহাদের অন্তরে বীজ উর্ব্বরা ভূমিতে পড়ে তাহারা এমত লোক, যাহারা বাক্য শ্রবণ করিয়া গ্রাহ্য করে, এবং কেহ ত্রিশ গুণ, ও কেহ ষষ্টি গুণ, ও কেহ শত গুণ ফল উৎপন্ন করে।

২১ তখন তিনি আরও কহিলেন, কাঠার নীচে কিম্বা খা-টের নীচে রাখিবার নিমিত্তে কেহ কি প্রদীপ আনে? না দীপাধারের উপরে রাখিবার নিমিত্তে তাহা আনে?
২২ অতএব প্রকাশ পাইবে না, এমন গুপ্ত কিছুই নাই; এবং প্রচারিত হইবে না, এমন লুক্কায়িত কিছুই নাই।
২৩ যাহার শুনিতে কর্ণ থাকে সে শুনুক।

২৪ আরও তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা যাহা শুনি-তেছ, তাহার আলোচনা কর; কেননা তোমরা যে পরিমাণে পরিমাণ কর, সেই পরিমাণেতেই তোমাদের নিমিত্তে পরিমিত হইবে; এবং শ্রবণকারি যে তোমরা,
২৫ তোমাদিগকে অধিক দত্ত হইবে। কারণ যাহার কাছে

থাকে, তাহাকে আরও দত্ত হইবে, কিন্তু যাহার কাছে থাকে না, তাহার যাহা আছে, তাহাও তাহার নিকট-হইতে নীত হইবে।

২৬ তিনি আরও কহিলেন, কোন লোক ভূমিতে বীজ
২৭ বপন করে; পরে রাত দিন নিদ্রা যায় ও গাত্রোত্থান করে, ইতিমধ্যে তাহার অজ্ঞাতসারে ঐ বীজ অঙ্কুরিত
২৮ হইয়া বৃদ্ধি পায়; যেহেতুক ভূমি স্বভাবতঃ প্রথমে পত্রকে, তৎপরে মঞ্জরীকে, তাহার পর মঞ্জরীর মধ্যে পরি-
২৯ ণত শস্যকে উৎপন্ন করে। কিন্তু ফল পাকিলে শস্য কাটিবার সময় জানিয়া সে তৎক্ষণাৎ কাস্ত্যা লইয়া শস্য কাটে; ঈশ্বরের রাজ্য সেই রূপ।

৩০ পুনশ্চ তিনি কহিলেন, ঈশ্বরের রাজ্য কিসের ন্যায়?
৩১ এবং কোন্ বস্তুর সহিত তাহার তুলনা দিব? সে এক সর্ষপের বীজের তুল্য; ঐ বীজ মৃত্তিকাতে বপনের সময়ে
৩২ পৃথিবীর তাবৎ বীজের মধ্যে ক্ষুদ্র; কিন্তু উপ্ত হইলে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া সকল শাকহইতে বড় হইয়া উঠে, এবং তাহার এমত বড়২ শাখা হয়, যে আকাশের পক্ষিগণ আসিয়া তাহার ছায়াতে বাস করিতে পারে।

৩৩ এই প্রকার অনেক দৃষ্টান্তদ্বারা তিনি তাহাদের বোধ-
৩৪ শক্ত্যনুসারে তাহাদিগকে ধর্ম্মকথা কহিতেন, কিন্তু দৃষ্টান্ত ব্যতিরেকে তাহাদিগকে কিছুই কহিতেন না; পরে নির্জ্জনে শিষ্যদিগকে সমস্তের তাৎপর্য্য বুঝাইতেন।

৩৫ অপর সেই দিনের সন্ধ্যাকালে তিনি তাহাদিগকে
৩৬ কহিলেন, আইস, আমরা ওপারে যাই। তখন তাহারা লোকসমূহকে বিদায় করিয়া যে নৌকাতে তিনি ছিলেন, তাহা লইয়া প্রস্থান করিল; এবং আর২ নৌকাও তাঁ-
৩৭ হার সঙ্গে ছিল। পরে প্রবল ঝড় উপস্থিত হওয়াতে
৩৮ তরঙ্গের আঘাতে নৌকা জলে পূর্ণ হইতে লাগিল। তৎ-

কালে তিনি নৌকার পশ্চাদ্ভাগে বালিষে মস্তক দিয়া নিদ্রিত ছিলেন; অতএব তাহারা তাঁহাকে জাগ্রৎ করিয়া কহিল, হে গুরো, আমাদের প্রাণ যায়, ইহাতে কি
৩৯ আপনকার চিন্তা হয় না? তখন তিনি উঠিয়া বায়ুকে ধমক্ দিলেন, ও সমুদ্রকে কহিলেন, সুস্থির হও, ক্ষান্ত হও; তাহাতে বায়ু নিবৃত্ত হইল, এবং সমুদ্র অতিশয়
৪০ নিথর হইল। তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা এত ভীরু হও কেন? তোমাদের কি বিশ্বাস নাই?
৪১ তাহাতে তাহারা অতিশয় ভীত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, ইনি কে? কেননা বায়ু এবং সমুদ্রও ইহাঁর আজ্ঞা মানে।

৫ অধ্যায়।

১ পরে তাঁহারা সমুদ্রের ওপারে গিদেরীয় দেশে উপ-
২ স্থিত হইলেন। নৌকাহইতে নির্গত হইবামাত্র অপবিত্র ভূতগ্রস্ত এক ব্যক্তি কবরস্থানহইতে আসিয়া তাঁহার
৩ সহিত সাক্ষাৎ করিল। সে কবরমধ্যে বাস করিত, কেহ
৪ তাহাকে শৃঙ্খলেতেও বাঁধিয়া রাখিতে পারিত না। কেননা লোকেরা বার ২ তাহাকে বেড়ি ও শৃঙ্খল দিয়া বদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু সে শৃঙ্খল টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিত; এবং বেড়ি ভাঙ্গিয়া খণ্ড বিখণ্ড করিত; কেহ তাহাকে
৫ বশীভূত করিতে পারিত না। আর সে দিবারাত্রি সর্ব্বদা কবরে ও পর্ব্বতে থাকিয়া চীৎকার শব্দ করিত, এবং
৬ প্রস্তর দিয়া আপনি আপনাকে কাটিত। সে যীশুকে দূরে দেখিবামাত্র দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।
৭ এবং উচ্চৈঃস্বরে চেঁচাইয়া কহিল, হে সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বরের পুত্র যীশু, তোমার সহিত আমার সম্পর্ক কি? আমি তোমাকে ঈশ্বরের দ্রব্য দিতেছি, আমাকে যন্ত্রণা

৮ দিও না। কেননা যীশু তাহাকে কহিয়াছিলেন, অরে
৯ অপবিত্র ভূত, এই মনুষ্যহইতে বাহির হও। পরে তিনি
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি; তাহাতে
সে উত্তর করিল, আমার নাম বাহিনী, কারণ আমরা
১০ অনেকে আছি। পরে সে বিস্তর বিনতি করিয়া তিনি
যেন তাহাদিগকে সেই দেশহইতে দূরে পাঠাইয়া না
১১ দেন, তাঁহার কাছে এই প্রার্থনা করিল। ঐ সময়ে
পর্ব্বতের পার্শ্বে শূকরের এক বৃহৎ পাল চরিতেছিল;
১২ তাহাতে ঐ ভূতেরা বিনতি করিয়া কহিল, ঐ শূকরগণে
১৩ আশ্রয় লইতে আমাদিগকে পাঠাও। যীশু তৎক্ষণাৎ
অনুমতি দিলে সেই অপবিত্র ভূতেরা বহির্গত হইয়া
শূকরদিগের আশ্রয় লইল; তাহাতে শূকরপাল অর্থাৎ
ন্যূনাধিক প্রায় দুই সহস্র শূকর গড়ান স্থান দিয়া মহা-
১৪ বেগেতে দৌড়িয়া সমুদ্রে পড়িয়া ডুবিয়া মরিল। তা-
হাতে শূকরপালকেরা পলাইয়া নগরে ও পল্লীগ্রামে
গিয়া ঐ সমস্ত বৃত্তান্ত কহিল; তখন যাহা ঘটিয়াছিল,
১৫ তাহা দেখিতে লোকেরা বাহিরে গেল; এবং যীশুর
নিকটে আসিয়া সেই ভূতগ্রস্ত অর্থাৎ বাহিনীভূতগ্রস্ত
ব্যক্তিকে উপবিষ্ট ও বস্ত্রান্বিত ও সুবুদ্ধি দেখিয়া ভীত
১৬ হইল। আর ঐ ভূতগ্রস্ত মনুষ্যের ও শূকরপালের ঘটনা
যাহারা দেখিয়াছিল তাহারা তাহাদিগকে সমস্ত বৃত্তান্ত
১৭ কহিলে তাহারা আপনাদের সীমাহইতে প্রস্থান করিতে
১৮ যীশুকে বিনতি করিতে লাগিল। পরে তাঁহার নৌকা-
রোহণ সময়ে ঐ ভূতহইতে মুক্ত ব্যক্তি তাঁহার সঙ্গে
১৯ থাকিতে প্রার্থনা করিল; কিন্তু তিনি তাহাকে অনুমতি
না দিয়া কহিলেন, তুমি গৃহে আপন অন্তরঙ্গের নিকটে
যাও এবং পরমেশ্বর তোমার প্রতি কৃপা করিয়া যে২
মহাকর্ম্ম করিয়াছেন, তাহা তাহাদিগকে জ্ঞাত কর।

২০ অতএব সে প্রস্থান করিয়া যীশু তাহার জন্যে যাহা করিয়াছিলেন, তাহা দিকাপলি দেশে প্রচার করিতে লাগিল; তাহাতে সকলেই আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল।

২১ তদনন্তর যীশু নৌকাযোগে পুনরায় পার হইয়া যখন সমুদ্রতীরে ছিলেন, তখন তাঁহার নিকটে বিস্তর লো-
২২ কের সমাগম হইল। আর যায়ীর নামে ভজনালয়ের এক জন অধ্যক্ষ আসিয়া তাঁহাকে দেখিবামাত্র চরণে
২৩ পড়িয়া অনেক নিবেদন করিয়া কহিল, আমার বালিকা কন্যা মৃতপ্রায় হইয়াছে, অতএব আপনি আসিয়া তাহাকে সুস্থ করণার্থে তাহার গাত্রে হস্তার্পণ করুন; তা-
২৪ হাতে সে বাঁচিবে। তখন তিনি তাহার সঙ্গে চলিলেন; এবং অনেক লোক তাঁহার পশ্চাৎ চলিয়া তাঁহাকে চাপিয়া ধরিল।

২৫ তখন বারো বৎসরাবধি প্রদর রোগেতে শীর্ণা যে এক
২৬ স্ত্রীলোক নানা চিকিৎসকের দ্বারা অনেক দুঃখ ভোগ করিয়া সর্ব্বস্ব ব্যয় করিলেও কিছু উপশম না পাইয়া
২৭ আরও পীড়িতা হইয়াছিল, সে যীশুর কথা শুনিয়া লোকারণ্যের মধ্যে তাঁহার পশ্চাৎ দিগে আসিয়া তাঁহার
২৮ বস্ত্র স্পর্শ করিল। কেননা সে মনে ২ কহিল, আমি যদি তাঁহার বস্ত্র মাত্র স্পর্শ করিতে পাই তবেই সুস্থা হইব।
২৯ স্পর্শ করিবা মাত্র তাহার রক্তস্রোত শুষ্ক হইল, আর আপনি যে ঐ রোগ হইতে মুক্তা হইল, ইহা শরীরে
৩০ টের পাইল। তখন আপনাহইতে যে শক্তি নির্গত হইয়াছে, তাহা যীশু তৎক্ষণাৎ অন্তরে জানিয়া লোকারণ্যের প্রতি মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে আমার বস্ত্র
৩১ স্পর্শ করিল? তাহাতে তাঁহার শিষ্যেরা কহিল, আপনকার উপরে কত লোক চাপাচাপি করিয়া পড়িতেছে, ইহা দেখিতেছেন; অতএব 'কে আমাকে স্পর্শ করিল?'

৩২ এমন কথা কেন কহিতেছেন? কিন্তু এ কর্ম্ম যে ব্যক্তি করিয়াছিল, তাহাকে দেখিবার জন্যে যীশু চতুর্দ্দিগে
৩৩ দৃষ্টি করিলেন। তাহাতে সে স্ত্রী ভীতা ও কম্পিতা হইয়া আপনার যে প্রতিকার হইয়াছে, তাহা জানিয়া আসিয়া তাঁহার সম্মুখে পড়িয়া সত্য বৃত্তান্ত সমস্ত তাঁহাকে কহিল।
৩৪ তখন তিনি তাহাকে কহিলেন, হে কন্যে তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থা করিল, তুমি কুশলে যাও, ও আপন রোগহইতে মুক্তা থাক।

৩৫ তিনি এই কথা কহিতেছেন, ইতিমধ্যে ঐ ভজনালয়ের অধ্যক্ষের বাটীহইতে লোক আসিয়া কহিল, তোমার কন্যা মরিল, অতএব গুরুকে আর ব্যামোহ কেন
৩৬ দিতেছ? কিন্তু যীশু সে কথা শুনিবামাত্র ভজনালয়ের অধ্যক্ষকে কহিলেন, ভয় করিও না, কেবল বিশ্বাস কর।
৩৭ পরে পিতর ও যাকূব এবং যাকূবের ভ্রাতা যোহন, এই তিন জন বিনা আর কাহাকেও আপনার সঙ্গে যাইতে
৩৮ দিলেন না। পরে সেই ভজনালয়ের অধ্যক্ষের বাটীতে আসিয়া কলহ এবং রোদন ও মহাবিলাপ কারিদিগকে
৩৯ দেখিলেন; তাহাতে তিনি ভিতরে যাইয়া কহিলেন, তোমরা কোলাহল ও রোদন করিতেছ কেন? বালিকা মরে
৪০ নাই, নিদ্রিতা আছে। ইহাতে তাহারা তাঁহাকে পরিহাস করিল; কিন্তু তিনি সকলকে বাহির করিয়া কন্যার মাতা পিতাকে এবং আপন সঙ্গিদিগকে সঙ্গে লইয়া যে স্থানে ঐ বালিকা শয়নে ছিল, সেই স্থানে প্রবেশ করিলেন।
৪১ পরে বালিকার হস্ত গ্রহণ করিয়া তাহাকে কহিলেন, টালিথা-কুমী, অর্থাৎ হে কন্যে, উঠ, আমি এই আজ্ঞা
৪২ দিতেছি। তাহাতে তৎক্ষণাৎ সেই কন্যা উঠিয়া বেড়া-
৪৩ ইতে লাগিল। তাহার বয়স বারো বৎসর ছিল। ইহাতে সকলে বড় চমৎকার জ্ঞান করিল। পরে এই বিষয়

যেন কেহ জানিতে না পায়, এমন দৃঢ় আজ্ঞা তিনি তাহাদিগকে দিলেন; এবং ঐ কন্যাকে কিছু আহার দিতে কহিলেন।

৬ অধ্যায়।

১ তদনন্তর তিনি সে স্থানহইতে প্রস্থান করিয়া আপন জন্মদেশে আইলেন, এবং শিষ্যেরা তাঁহার পশ্চাৎ গেল। ২ পরে বিশ্রামবার উপস্থিত হইলে তিনি ভজনালয়ে উপদেশ দিতে লাগিলেন; তাহাতে অনেক লোক তাঁহার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া কহিল, উহার এমত গুণ কোথাহইতে হইল? উহাকে কিরূপ জ্ঞান দত্ত হইল! এবং উহার হস্তদ্বারা কেমন আশ্চর্য্য ক্রিয়া সম্পন্ন হয়? ৩ সে কি মরিয়মের পুত্র সূত্রধর নয়? এবং সে কি যাকূব্ ও যোশি ও যিহূদা ও শিমোনের ভ্রাতা নয়? এবং তাহার ভগিনীগণ কি এ স্থানে আমাদের মধ্যে নাই? ৪ এই রূপে তিনি তাহাদের বিঘ্নস্বরূপ হইলেন। তখন যীশু তাহাদিগকে কহিলেন আপনার দেশ ও জ্ঞাতি কুটুম্বের স্থান ও আপনার বাটী বিনা আর কুত্রাপি ৫ ভবিষ্যদ্বক্তা অসম্ভ্রান্ত হয় না। আর তিনি কএক ব্যাধিগ্রস্ত লোকের গাত্রে হস্তার্পণ করিয়া তাহাদিগকে সুস্থ করণ বিনা সে স্থানে আর কোন আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিতে ৬ পারিলেন না, এবং তাহাদের অবিশ্বাস প্রযুক্ত আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন; পরে চতুর্দ্দিক্স্থ গ্রামে ভ্রমণ করিয়া উপদেশ দিলেন।

৭ অপর তিনি দ্বাদশ শিষ্যকে ডাকিয়া অপবিত্র ভূতগণকে বশীভূত করণের ক্ষমতা প্রদান করিয়া দুই২ জন করিয়া ৮ তাহাদিগকে প্রেরণ করিলেন। আর এই আজ্ঞা করিলেন, তোমরা যাত্রার নিমিত্তে এক২ যষ্টি বিনা আর

কিছু লইও না। ঝুলী কি রুটী কি কটিবন্ধে পয়সা কি
৯ দুই উত্তরীয় বস্ত্র, ইহার কিছুই লইও না, কেবল পা-
১০ য়েতে পাদুকা দেও। তিনি তাহাদিগকে আরও কহি-
লেন, তোমরা যে স্থানে যাহার বাটীতে প্রবেশ করিবা,
সেই স্থান ত্যাগ করণ পর্য্যন্ত তাহার বাটীতে থাকিবা।
১১ আর যাহারা তোমাদিগকে গ্রাহ্য না করে, এবং তোমা-
দের কথাও না শুনে, তাহাদের নিকটহইতে প্রস্থান
করণের সময়ে তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্তে
আপন চরণের ধূলা ঝাড়িয়া দিও; আমি সত্য করিয়া
তোমাদিগকে কহিতেছি, বিচারদিবসে সেই নগরের
দশাহইতে বরং সিদোম্ ও অমোরার দশা সহ্য হইবে।
১২ অনন্তর তাহারা প্রস্থান করিয়া সকলের মনঃপরিবর্ত্তন
১৩ করা কর্ত্তব্য, এই কথা প্রচার করিল। এবং অনেক ২
ভূতকে ছাড়াইল, ও অনেক ২ পীড়িত লোকের গাত্রে
তৈল মর্দ্দন করিয়া তাহাদিগকে সুস্থ করিল।
১৪ এই রূপে তাঁহার সুখ্যাতি ব্যাপ্ত হইলে হেরোদ্ রাজা
তাহা শুনিয়া কহিল, যোহন্ বাপ্তাইজক মৃতগণের মধ্য-
হইতে উঠিয়াছে, এই কারণ তাহাদ্বারা এই সকল অদ্ভুত
১৫ ক্রিয়া প্রকাশ পাইতেছে। এবং অন্যেরা কহিল, এই
ব্যক্তি এলিয়; এবং কেহ ২ কহিল, এ এক জন ভবিষ্য-
দ্বক্তা, কিম্বা ভবিষ্যদ্বক্তাদের মধ্যে কোন এক জনের
১৬ সদৃশ। কিন্তু হেরোদ্ তাহা শুনিয়া কহিল, আমি যাহার
মস্তক ছেদন করিয়াছি, সেই যোহন এই, সে মৃতগণের
১৭ মধ্যহইতে উঠিয়াছে। কেননা সেই হেরোদ্ আপন
ভ্রাতা ফিলিপের স্ত্রী হেরোদিয়াকে বিবাহ করাতে যো-
হন তাহাকে কহিয়াছিল, ভ্রাতৃবধূকে রাখা তোমার
১৮ অনুচিত। এই নিমিত্তে রাজা লোক পাঠাইয়া যোহ-
১৯ নকে ধরাইয়া কারাগারে বদ্ধ করিয়াছিল। এবং হেরো-

দিয়া তাহার প্রতি ক্রুদ্ধা হইয়া তাহাকে বধ করিতে
২০ ইচ্ছা করিতেছিল, কিন্তু পারিল না; কারণ হেরোদ
যোহনকে ধার্ম্মিক ও সাধু লোক জানিয়া ভয় করিত ও
রক্ষা করিত, এবং অনেক বিষয়ে তাহার কথা শুনিয়া
তদনুসারে কর্ম্ম করিত, ও হৃষ্ট মনে তাহার উপদেশ
২১ শুনিত। শেষে আপনার জন্মদিনে হেরোদ প্রধান মা-
নুষ ও সেনাপতি প্রভৃতি গালীল দেশের শ্রেষ্ঠ লোক-
২২ দিগের নিমিত্তে এক রাত্রিভোজ করিলে, সেই শুভদিনে
ঐ হেরোদিয়ার কন্যা ভিতরে আসিয়া নৃত্য করিয়া
হেরোদের এবং তাহার সঙ্গে উপবিষ্ট ব্যক্তিদের তুষ্টি
জন্মাইল; তাহাতে রাজা সেই কন্যাকে কহিল, যাহা
২৩ ইচ্ছা তাহাই চাহ, আমি তোমাকে তাহা দিব; এবং
দিব্য করিয়া কহিল, অর্দ্ধেক রাজ্য পর্য্যন্ত হউক, যাহা
২৪ চাহ তাহাই তোমাকে দিব। তাহাতে সে বাহিরে গিয়া
আপন মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, আমি কি যাচ্ঞা
২৫ করিব? সে বলিল, যোহন্ বাপ্তাইজকের মস্তক। পরে
সে ত্বরায় রাজার নিকটে আসিয়া যাচ্ঞা করিয়া কহিল,
এই ক্ষণে যোহন বাপ্তাইজকের মস্তক এক খান থা-
২৬ লাতে করিয়া আমাকে দিউন। তাহাতে রাজা শোকার্ত্ত
হইল, তথাপি আপন দিব্যের এবং ভোজনোপবিষ্ট সঙ্গি-
২৭ দের ভয়ে তাহা অস্বীকার করিতে অনিচ্ছুক হইয়া তৎক্ষণাৎ
ঘাতককে পাঠাইয়া যোহনের মস্তক আনিতে আজ্ঞা করিল;
তাহাতে সে কারাগারে গিয়া তাহার মস্তক ছেদন পূর্ব্বক
২৮ থালাতে করিয়া আনিয়া সেই কন্যাকে দিল, পরে কন্যা
২৯ আপন মাতাকে দিল। এই সংবাদ পাইয়া যোহনের শিষ্য-
গণ আসিয়া তাহার শব লইয়া কবর দিল।

৩০ তদনন্তর প্রেরিতেরা যীশুর নিকটে একত্র হইয়া যাহা২
করিয়াছিল ও শিখাইয়াছিল, সে সকলের বৃত্তান্ত তাঁ-

৩১ হাকে জানাইল। তাহাতে তিনি কহিলেন, তোমরা গোপনে এক নির্জ্জন স্থানে আসিয়া কিছু কাল বিশ্রাম কর; যেহেতুক তাঁহার নিকটে এত লোকের গতায়াত ছিল, যে তাঁহারা আহার করিবার অবকাশ পাইতেন না।
৩২ পরে তাঁহারা নৌকাযোগে নির্জ্জন স্থানে গোপনে গমন
৩৩ করিলেন। কিন্তু গমন সময়ে লোকসমূহ তাঁহাদিগকে দেখিল, এবং অনেকে তাঁহার পরিচয় পাওয়াতে যাবতীয় নগরহইতে পদব্রজে দৌড়িয়া তাঁহাদের অগ্রে গিয়া
৩৪ তথায় তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল। তখন যীশু নৌকাহইতে বহির্গমন কালে বড় লোকারণ্য দেখিয়া তাহাদের প্রতি করুণাবিষ্ট হইলেন, যেহেতুক তাহারা অরক্ষক মেষের ন্যায় ছিল; তখন তিনি তাহাদিগকে বিস্তর কথা শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

৩৫ পরে দিবসাবসান হইলে তাঁহার শিষ্যগণ আসিয়া যীশুকে কহিল, এই নির্জ্জন স্থান, এবং দিবসও অব-
৩৬ সান হইল। এই লোকেরা যেন চতুর্দ্দিগে পল্লীতে২ ও গ্রামে২ যাইয়া আপনাদের নিমিত্তে খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করিতে পারে, এই নিমিত্তে তাহাদিগকে বিদায় করুন,
৩৭ কেননা তাহাদের সঙ্গে কিছুই খাদ্য নাই। তখন তিনি তাহাদিগকে উত্তর করিলেন, তোমরাই তাহাদিগকে আহার দেও; তাহাতে তাহারা কহিল, আমরা গিয়া কি দুই শত সিকির রুটী ক্রয় করিয়া তাহাদিগকে ভোজন
৩৮ করাইব? তখন তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের নিকটে কত রুটী আছে? যাইয়া দেখ। তাহাতে তাহারা দেখিয়া কহিল, পাঁচ খান রুটী আর
৩৯ দুইটা মৎস্য আছে। তখন তিনি সকলকে নবীন ঘাসের উপরে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া বসাইতে আজ্ঞা করিলেন;
৪০ তাহাতে তাহারা শত২ জন ও পঞ্চাশ২ জন করিয়া

৪১ সারি২ ভূমিতে বসিল। পরে তিনি সেই পাঁচ রুটী ও দুই মৎস্য লইয়া স্বর্গের প্রতি ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া ঈশ্বরের গুণানুবাদ করিলেন, এবং সেই রুটী ভাঙ্গিয়া লোকদিগকে পরিবেষণ করণার্থে শিষ্যদিগকে দিলেন; আর সেই দুই মৎস্যও অংশ করিয়া সকলকে দিলেন। তা-
৪২ হাতে সকলে আহার করিয়া তৃপ্ত হইল। পরে তাহারা
৪৩ অবশিষ্ট রুটীতে ও মৎস্যেতে পরিপূর্ণ বারো ডালী
৪৪ উঠাইয়া লইল। যাহারা সেই রুটী আহার করিয়াছিল, তাহারা প্রায় পাঁচ সহস্র পুরুষ ছিল।

৪৫ অনন্তর তিনি শিষ্যদিগকে তৎক্ষণাৎ নৌকাতে উঠিতে, এবং আপনি যাবৎ লোকসমূহকে বিদায় করেন, তাবৎ আপনার অগ্রে ওপারে বৈৎসৈদা নগরের দিগে যাইতে
৪৬ দৃঢ় আজ্ঞা করিলেন। পরে তিনি লোকদিগকে বিদায়
৪৭ করিয়া প্রার্থনা করণার্থে এক পর্ব্বতে গেলেন। এই রূপে সন্ধ্যা হইলে নৌকা সমুদ্রের মধ্যে ছিল, কিন্তু তিনি
৪৮ একাকী স্থলেতে ছিলেন। এবং তাহারা নৌকা বাহিতে২ পরিশ্রান্ত হইতেছে, ইহা দেখিলেন, কারণ সম্মুখ বাতাস ছিল; পরে চতুর্থ প্রহর রাত্রিতে তিনি সমুদ্রের উপর দিয়া পদব্রজে তাহাদের নিকটে আসিয়া তাহাদের অগ্রে
৪৯ যাইতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু তাহারা তাঁহাকে সমুদ্রের উপরে হাঁটিতে দেখিলে ভূত অনুমান করিয়া চেঁচাইতে
৫০ লাগিল; কারণ সকলে তাঁহাকে দেখিয়া ব্যাকুল হইয়াছিল; অতএব যীশু তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে ডাকিয়া কহিলেন, সু-
৫১ স্থির হও, এই আমি; ভয় করিও না। পরে তিনি নৌকাতে উঠিয়া তাহাদের নিকটে গেলে বাতাস নিবৃত্তহইল; তাহাতে তাহারা মনে২ অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া চমৎকার জ্ঞান
৫২ করিল। কেননা রুটীর বৃদ্ধিতে তাহাদের জ্ঞান জন্মে নাই, কারণ তাহাদের অন্তঃকরণ কঠিন ছিল।

৫৩ পরে তাঁহারা পার হইয়া গিনেষেরৎ নামক প্রদেশে
৫৪ আসিয়া নৌকা লাগাইলেন। আর নৌকা হইতে বহি-
র্গত হইলে লোকেরা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে চিনিয়া সেই
৫৫ দেশের চতুর্দ্দিগে দৌড়িয়া পীড়িত লোকদিগকে খট্টার
উপর করিয়া যে কোন স্থানে তাঁহার গমনের সংবাদ
৫৬ পাইল, সেই স্থানে আনিতে লাগিল। এবং যে২ গ্রামে
ও যে২ নগরে ও যে২ বাজারে তিনি প্রবেশ করি-
লেন, সেই সকল স্থানে পীড়িতদিগকে বসাইল; এবং
তাহারা যেন তাঁহার বস্ত্রের থোপমাত্র স্পর্শ করিতে
পারে, এমত বিনতি করিল; তাহাতে যত লোক স্পর্শ
করিল, সকলেই সুস্থ হইল।

৭ অধ্যায়।

১ অপর যিরূশালম হইতে আগত ফিরূশিগণ ও কএক
২ জন অধ্যাপক তাঁহার নিকটে একত্র হইল; তাহারা
তাঁহার কতক শিষ্যকে অপবিত্র অর্থাৎ অধৌত হস্তে
৩ আহার করিতে দেখিয়া অসন্তুষ্ট হইল। কারণ ফিরূশি-
গণ ও তাবৎ যিহূদীয়েরা প্রাচীনবর্গের পরম্পরাগত ব্যব-
হার মানিয়া হস্ত সুপ্রক্ষালন না করিয়া আহার করে
৪ না। এবং বাজার হইতে আইলে স্নান না করিয়া আ-
হার করে না; এবং জলপাত্র ও ভোজন পাত্র ও পিত্তল-
পাত্র ও খট্টা ধৌত করা ইত্যাদি তাহাদের নানা ব্যব-
৫ হার আছে। অতএব ঐ ফিরূশিরা ও অধ্যাপকেরা তাঁ-
হাকে জিজ্ঞাসিল, তোমার শিষ্যেরা প্রাচীনবর্গের পরম্প-
রাগত ব্যবহারানুসারে আচরণ না করিয়া অধৌত হস্তে
৬ আহার করে কেন? তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, হে
কপটিরা, যিশায়িয় তোমাদের বিষয়ে বিলক্ষণ ভবিষ্য-
দ্বাক্য কহিয়াছে, কেননা লিপি আছে; যথা, "এই লো-

"কেরা আপনাদের ওষ্ঠাধরেতে আমাকে সম্মান করিয়া "থাকে, কিন্তু তাহাদের অন্তঃকরণ আমাহইতে দূরে
৭ "থাকে। এবং তাহারা বৃথা আমার সেবা করে, কেননা "তাহারা মনুষ্যদের আদেশ ধর্ম্মবিধি বলিয়া শিক্ষা
৮ "দেয়।" তোমরা ঈশ্বরের আজ্ঞা ত্যাগ করিয়া মনুষ্য-দের পরম্পরাগত ব্যবহার অর্থাৎ ভোজন পান পাত্রাদি ধৌত করিবার রীতি রক্ষা করিতেছ, এবং সেই প্রকার
৯ আর২ অনেক ক্রিয়া করিয়া থাক। তিনি তাহাদিগকে আরও কহিলেন, তোমরা আপনাদের পরম্পরাগত ব্যব-হার রক্ষা করিবার নিমিত্তে বিলক্ষণ রূপে ঈশ্বরের আজ্ঞা
১০ লোপ করিতেছ কেমনা মূসা কহিয়াছে, "তুমি আপন "পিতা মাতাকে সম্ভ্রম কর," আর "যে কেহ আপন "পিতা মাতার নিন্দা করে, সে নিস্তাত হত হইবে।"
১১ কিন্তু তোমরা বলিয়া থাক, পুত্র আপন পিতাকে কিম্বা মাতাকে এই কথা কহুক, আমাহইতে যাহাদ্বারা তোমার উপকার হইতে পারিত, তাহা কুর্ব্বান অর্থাৎ নিবেদিত
১২ হইল; তাহা করিলে তোমরা তাহাকে পিতা মাতার
১৩ আর কোন উপকার করিতে দেও না। এই রূপে তো-মরা আপনাদের প্রচারিত পরম্পরাগত ব্যবহারেতে ঈশ্ব-রের আজ্ঞা লোপ করিতেছ; আর সেই প্রকার অনেক২ কর্ম্ম করিয়া থাক।

১৪ তদনন্তর তিনি লোক সকলকে ডাকিয়া কহিলেন,
১৫ তোমরা সকলে আমার কথা শুনিয়া বুঝ। বাহিরহইতে মনুষ্যের ভিতরে যাইয়া তাহাকে অপবিত্র করিতে পারে এমন কোন বস্তুই নাই; কিন্তু যাহা তাহারহইতে বাহির
১৬ হয়, তাহাই মনুষ্যকে অপবিত্র করে। যাহার শুনিতে
১৭ কর্ণ থাকে, সে শুনুক। পরে তিনি লোকদিগকে ছা-ড়িয়া গৃহমধ্যে আইলে শিষ্যেরা ঐ দৃষ্টান্তকথার ভাব

১৮ জিজ্ঞাসা করিল। তাহাতে তিনি কহিলেন, তোমরাও কি এমন অবোধ আছ? যে কোন দ্রব্য বাহিরহইতে মনুষ্যের ভিতরে যায়, তাহা তাহাকে অপবিত্র করিতে পারে
১৯ না, এই কথা কি বুঝ না? সে তো তাহার অন্তঃকরণে প্রবেশ করে না, কিন্তু উদরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শেষে তাবৎ ভুক্ত দ্রব্য গ্রহণকারি বহির্দ্দেশে নির্গত হয়।
২০ আরও কহিলেন, মনুষ্যহইতে যাহা বাহির হয়, তাহাই
২১ মনুষ্যকে অপবিত্র করে। কেননা অন্তরহইতে অর্থাৎ মনুষ্যদের অন্তঃকরণ হইতে কুচিন্তা, পরদার, বেশ্যাগমন,
২২ নরহত্যা, চৌর্য্য, লোভ, দুষ্টতা, প্রবঞ্চনা, কামুকতা, কুদৃষ্টি, ঈশ্বরের নিন্দা, অহঙ্কার, তমঃ ইত্যাদি নির্গত
২৩ হয়। এই যে সকল মন্দ বিষয় অন্তরহইতে নির্গত হয়, তাহাই মনুষ্যকে অপবিত্র করে।

২৪ অনন্তর তিনি উঠিয়া সে স্থানহইতে সোর ও সীদোন নগরের সীমাতে গমন করিলেন, এবং কোন বাটীতে প্রবেশ করিয়া সকলের অজ্ঞাত হইয়া থাকিতে বাঞ্ছা
২৫ করিলেন, কিন্তু গুপ্ত থাকিতে পারিলেন না। কারণ যাহার একটি অশুচি ভূতগ্রস্তা ক্ষুদ্র বালিকা ছিল, এমন এক স্ত্রী তাঁহার সমাচার পাইয়া তাঁহার নিকটে আ-
২৬ সিয়া চরণে পড়িল, এবং তিনি যেন তাহার বালিকাহইতে ভূতকে ছাড়ান, এমন বিনতি করিতে লাগিল। সে স্ত্রী গ্রীক্ মতাবলম্বিনী ও সুরফৈনীকি বংশোদ্ভবা
২৭ ছিল। যীশু তাহাকে কহিলেন, প্রথমে বালকেরা তৃপ্ত হউক, কেননা বালকদের খাদ্য লইয়া কুক্কুরদের কাছে
২৮ ফেলিয়া দেওয়া উচিত নয়। তখন সে স্ত্রী তাঁহাকে এই উত্তর দিল, হে প্রভো, সে সত্য বটে, তথাচ
২৯ মেজের নীচে কুক্কুরেরা বালকদের গুড়াগাঁড়া খায়। তাহাতে তিনি তাহাকে কহিলেন, এই কথা প্রযুক্ত কুশলে

৩০ যাও, তোমার কন্যাহইতে ভূত ছাড়িয়া গিয়াছে। পরে সে স্ত্রী নিজ গৃহে গেলে ভূত বহির্গত আর কন্যা শয্যাতে পড়িয়া আছে, ইহা দেখিল।

৩১ পুনশ্চ তিনি সোর ও সীদোন্ নগরের সীমাহইতে বহির্গত হইয়া দিকাপলি দেশের সীমা দিয়া গালীলীয় ৩২ সাগরের নিকটে আইলেন। তখন লোকেরা এক বধির ও তোৎলা মনুষ্যকে তাঁহার নিকটে আনিয়া তাহার ৩৩ গাত্রে হস্তার্পণ করিতে বিনতি করিল। তাহাতে তিনি লোকারণ্যহইতে তাহাকে নির্জ্জনে আনিয়া তাহার দুই কর্ণে আপন অঙ্গুলী দিলেন, ও থুথু দিয়া তাহার জিহ্বা ৩৪ স্পর্শ করিলেন। এবং স্বর্গের প্রতি ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া তাহাকে কহিলেন, ইপ্ফতহ, অর্থাৎ ৩৫ খুলিয়া যাউক। তাহাতে তৎক্ষণাৎ তাহার শ্রোত্র মুক্ত হইল, এবং জিহ্বার জড়তা ঘুচিয়া যাওয়াতে সে সুস্প- ৩৬ ষ্টরূপে কথা কহিতে লাগিল। পরে তিনি তাহাদিগকে দৃঢ় আজ্ঞা করিলেন, তোমরা এ কথা কাহাকেও কহিও না; কিন্তু তিনি যত বারণ করিলেন, তত বাহুল্য রূপে ৩৭ তাহারা প্রচার করিল। আর তাহারা অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া পরস্পর কহিল, তিনি উত্তম রূপে তাবৎ কর্ম্ম করিলেন। তিনি বধিরগণকে শ্রবণশক্তি, এবং বোবা- দিগকে কথনশক্তি দান করেন।

৮ অধ্যায়।

১ অপর সে সময়ে অনেক২ লোক একত্র হইলে তাহা- দের নিকটে কিছু খাদ্য সামগ্রী না থাকাতে যীশু আপন ২ শিষ্যদিগকে ডাকিয়া কহিলেন, এই লোকারণ্যের প্রতি আমার কৃপা হইতেছে; কেননা তাহারা তিন দিবসাবধি আমার সঙ্গে আছে, ও তাহাদের নিকটে খাদ্য দ্রব্য

৩ কিছুই নাই। এবং আমি যদি তাহাদিগকে অনাহারে গৃহে বিদায় করি, তবে তাহারা পথে ক্লান্ত হইবে, কা-
৪ রণ তাহাদের মধ্যে অনেকে দূরহইতে আসিয়াছে। শি-ষ্যেরা উত্তর করিল, এ সকল লোকের তৃপ্তি যাহাতে হয়, এত রুটী এই প্রান্তরের মধ্যে কে পাইতে পারে?
৫ তাহাতে তিনি জিজ্ঞাসিলেন, তোমাদের কাছে, কত রুটী
৬ আছে? তাহারা কহিল, সাতখান। পরে তিনি লোক-সমূহকে ভূমিতে বসিতে আজ্ঞা করিলেন, এবং সেই সাত রুটী লইয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ পূর্ব্বক ভাঙ্গিয়া পরিবেষণার্থে শিষ্যদিগকে দিলেন; তাহাতে তাহারা
৭ লোকদিগকে পরিবেষণ করিল। এবং তাহাদের নিকটে যে কএকটি ক্ষুদ্র মৎস্য ছিল, তাহাও লইয়া ঈশ্বরের গুণানুবাদ করিয়া পরিবেষণ করিতে আজ্ঞা দিলেন।
৮ তাহাতে লোকেরা আহার করিয়া তৃপ্ত হইল; এবং
৯ অবশিষ্ট খাদ্যেতে পূর্ণ সাত ডালী উঠাইয়া লইল। যা-হারা আহার করিয়াছিল, তাহারা প্রায় চারি সহস্র ছিল; পরে তিনি তাহাদিগকে বিদায় করিলেন।

১০ তদনন্তর তিনি তৎক্ষণাৎ শিষ্যগণের সহিত নৌকাতে
১১ উঠিয়া দল্‌মনূথার অঞ্চলে আইলেন। তাহাতে ফিরু-শিরা আসিয়া তাঁহার সহিত বাদানুবাদ করিতে লাগিল, এবং পরীক্ষা করিবার নিমিত্তে তাঁহার নিকটে আকাশে
১২ এক চিহ্ন দেখিতে চাহিল। তখন তিনি অন্তরে দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন, এই বর্ত্তমান কালের লো-কেরা কেন চিহ্নের অন্বেষণ করে? আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, এই লোকদিগকে কোন চিহ্ন
১৩ দেখান যাইবে না। পরে তিনি তাহাদিগকে ছাড়িয়া পুনশ্চ নৌকাতে উঠিয়া অন্য পারে প্রস্থান করিলেন।

১৪ তখন শিষ্যগণ রুটী লইতে বিস্মৃত হওয়াতে কেবল

১৫ এক রুটীমাত্র তাহাদের কাছে নৌকাতে ছিল। পরে যীশু তাহাদিগকে আজ্ঞা করিলেন, তোমরা সতর্ক হইয়া ফিরূশিদের ও হেরোদের তাড়ীর প্রতি সাবধান হও।
১৬ তাহাতে তাহারা পরস্পর বিবেচনা করিয়া কহিতে লাগিল, আমাদের নিকটে রুটী নাই, এই জন্যে ইহা
১৭ কহিতেছেন। তাহা বুঝিয়া যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের কাছে রুটী নাই, এমত বিবেচনা কেন করিতেছ? তোমরা কি এখনও কিছু জান না ও বুঝিতে
১৮ পার না? এখন পর্য্যন্ত কি তোমাদিগের মন কঠিন আছে? চক্ষু থাকিতে কি দেখ না? এবং কর্ণ থাকিতে
১৯ কি শুন না? আর স্মরণও কর না? আমি যখন পাঁচ সহস্র জনের মধ্যে পাঁচ রুটী ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলাম, তখন তোমরা উদ্বৃত্ত কত ডালী উঠাইয়া লইয়াছিলা?
২০ তাহারা কহিল, বারো ডালী। আর যখন চারি সহস্র জনের মধ্যে সাতখান রুটী ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলাম, তখন তোমরা উদ্বৃত্ত কত ডালী উঠাইয়া লইয়াছিলা? তাহারা
২১ কহিল, সাত ডালী। তখন তিনি কহিলেন, তবে এখনও বুঝিতে পার না কেন?

২২ অনন্তর তিনি বৈৎসৈদাতে আইলে লোকেরা এক অন্ধ মনুষ্যকে তাঁহার নিকটে আনিয়া তাহাকে স্পর্শ
২৩ করিতে তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিল। তখন তিনি সেই অন্ধের হস্ত গ্রহণ করিয়া গ্রামের বাহিরে তাহাকে লইয়া গেলেন; পরে তাহার চক্ষুতে থুথু দিয়া ও গাত্রে হস্তার্পণ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, কিছু দেখিতে পাই-
২৪ তেছ? তখন সে চক্ষু মেলিয়া কহিল, বৃক্ষের ন্যায়
২৫ মনুষ্যদিগকে বেড়াইতে দেখিতেছি। অনন্তর যীশু তাহার চক্ষুর উপরে আর বার হস্ত দিয়া চক্ষুর উন্মীলন করাইলেন; তাহাতে সে সুস্থ হইয়া স্পষ্ট রূপে সকল

২৬ লোককে দেখিতে পাইল। পরে যীশু তাহাকে নিজ গৃহে বিদায় করিয়া কহিলেন, তুমি গ্রামে যাইও না, ও গ্রামস্থ কাহাকে কিছু বলিও না।

২৭ পরে যীশু ও তাঁহার শিষ্যগণ প্রস্থান করিয়া কৈসরিয়া ফিলিপীর নিকটস্থ সকল গ্রামে গমন করিলেন; পথের মধ্যে তিনি শিষ্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,
২৮ আমি কে, এ বিষয়ে লোকেরা কি বলে? তাহারা কহিল, অনেকে বলে, তুমি যোহন্ বাপ্তাইজক; আর কেহ২ বলে, তুমি এলিয়; আর কেহ২ বলে, তুমি ভবিষ্যদ্বক্তৃ-
২৯ গণের মধ্যে এক জন। পরে তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, কিন্তু আমি কে, এ বিষয়ে তোমরা কি বল? তাহাতে পিতর্ উত্তর করিল, তুমি অভিষিক্ত ত্রাণকর্ত্তা।
৩০ তখন তিনি আপনার কথা কাহাকেও কহিতে তাহাদিগকে দৃঢ় রূপে বারণ করিলেন।

৩১ অপর তিনি তাহাদিগকে এমত শিক্ষা দিতে লাগিলেন, মনুষ্য পুত্রকে অনেক২ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, এবং প্রাচীন লোক ও প্রধান যাজক ও অধ্যাপকগণ কর্তৃক অবজ্ঞাত হইয়া হত হইতে হইবে, আর
৩২ তৃতীয় দিনে পুনরুত্থান করিতে হইবে। এই কথা তিনি স্পষ্ট রূপে কহিতে লাগিলেন। তাহাতে পিতর্ তাঁহাকে
৩৩ এক পার্শ্বে লইয়া গিয়া অনুযোগ করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি মুখ ফিরাইয়া শিষ্যগণের প্রতি দৃষ্টি করিয়া পিতর্কে অনুযোগ করিয়া কহিলেন, হে শয়তান, আমার সম্মুখ হইতে দূর হও; কেননা যাহা ঈশ্বরের তাহা নয়, কিন্তু যাহা মনুষ্যের তাহা তুমি ভাবিতেছ।

৩৪ পরে তিনি শিষ্যগণের সহিত লোকদিগকেও ডাকিয়া কহিলেন, যে কেহ আমার পশ্চাদ্গামী হইতে বাঞ্ছা করে, সে আপনার সেবা অস্বীকার করুক, এবং আপন

৩৫ ক্রুশ তুলিয়া লইয়া আমার পশ্চাৎ আইসুক। কেননা যে কেহ আপন প্রাণ রক্ষা করিতে চেষ্টা করে, সে তাহা হারাইবে; কিন্তু যে কেহ আমার এবং সুসমাচারের কারণ প্রাণ হারায়, সে তাহা রক্ষা করিবে।
৩৬ আর মনুষ্য যদি সমুদয় জগৎ লাভ করিয়া আপন
৩৭ প্রাণ হারায়, তবে তাহার কি ফল দর্শিবে? কিম্বা
৩৮ মনুষ্য আপন প্রাণের পরিবর্ত্তে কি দিতে পারে? কেননা এই বর্ত্তমান কালের ব্যভিচারি ও পাপিষ্ঠ লোকের সাক্ষাতে যদি কেহ আমাকে কিম্বা আমার কথাকে লজ্জার বিষয় জ্ঞান করে, তবে মনুষ্যপুত্র যখন পবিত্র দূতগণের সহিত পিতার প্রভাবে আসিবেন, তখন তিনিও সেই ব্যক্তিকে লজ্জার বিষয় জ্ঞান করিবেন।

৩৯ পরে তিনি কহিলেন, আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, এই স্থানে দণ্ডায়মান লোকদের মধ্যে এমন কএক জন আছে, যাহারা ঈশ্বরের রাজত্বকে পরাক্রমে উপস্থিত না দেখিয়া মৃত্যুর আস্বাদ পাইবে না।

৯ অধ্যায়।

১ অনন্তর ছয় দিনের পরে যীশু কেবল পিতর্‌কে ও
২ যাকূবকে ও যোহন্‌কে সঙ্গে লইয়া গোপনে এক উচ্চ পর্ব্বতে গেলেন, পরে তাহাদের সাক্ষাতে রূপান্তর হই-
৩ লেন। তাহাতে তাঁহার পরিচ্ছদ উজ্জ্বল, এবং হিমের ন্যায় এমত শুভ্রবর্ণ হইল, যে জগতের মধ্যে কোন
৪ রজক তাদৃশ শুভ্রবর্ণ করিতে পারে না। এবং এলিয় ও মূসা তাহাদের নিকটে দর্শন দিয়া যীশুর সহিত কথোপ-
৫ কথন করিতে লাগিল। তখন পিতর্ যীশুকে কহিল, হে গুরো, এ স্থানে আমাদের থাকা ভাল, অতএব আমরা আপনকার জন্যে এক, ও মূসার জন্যে এক, এবং এলিয়ের

৬ অন্যে এক, এই তিনটী কুটীর নির্ম্মাণ করি। কিন্তু সে কি কহিল, তাহা আপনি বুঝিল না, কেননা সকলেই ৭ ভয়গ্রস্ত ছিল। ইতোমধ্যে একটা মেঘ তাহাদিগকে ছায়া করিল; সেই মেঘ হইতে এই আকাশবাণী হইল, 'ইনি ৮ আমার প্রিয় পুত্র, ইহাঁর কথায় মনোযোগ কর।' পরে হঠাৎ তাহারা চতুর্দ্দিগে দৃষ্টি করিয়া আপনাদের সহিত ৯ যীশু বিনা আর কাহাকেও দেখিতে পাইল না। তদনন্তর পর্ব্বত হইতে নামিবার সময়ে তিনি তাহাদিগকে এই দৃঢ় আজ্ঞা দিয়া কহিলেন, যাবৎ মৃতগণের মধ্যহইতে মনুষ্য পুত্রের উত্থান না হয়, তাবৎ এই দর্শনের বৃত্তান্ত ১০ কাহাকেও কহিও না। তাহাতে তাহারা ঐ বাক্য লইয়া মৃতগণের মধ্যহইতে উত্থান করণের অর্থ কি, এই কথার ১১ আন্দোলন আপনাদের মধ্যে করিতে লাগিল। পরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, প্রথমে এলিয়ের আগমন হইবে, ১২ অধ্যাপকেরা তবে এই কথা কেন বলে? তখন তিনি উত্তর করিলেন, এলিয় প্রথমে আসিয়া সকল বিষয়ের সুধারা পুনঃস্থাপন করিবে, এই কথা সত্য বটে; কিন্তু মনুষ্য পুত্র অনেক দুঃখ পাইবেন ও অবজ্ঞাত হইবেন, ১৩ এমত কথা কি তাঁহার বিষয়ে লিখিত নাই? আর আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, এলিয়ের বিষয়ে যে রূপ লিপি আছে, তদনুসারে সে আসিয়া গিয়াছে, এবং লোকেরা তাহার প্রতি আপনাদের ইচ্ছানুসারে ব্যবহার করিয়াছে।

১৪ অনন্তর তিনি শিষ্যগণের নিকটে আসিয়া তাহাদের চতুষ্পার্শ্বে মহা জনতা ও তাহাদের সহিত বাদানুবাদ- ১৫ কারি অধ্যাপকদিগকে দেখিলেন। কিন্তু লোক সকল তাঁহাকে দেখিবামাত্র উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহার নিকটে দৌ- ১৬ ড়িয়া গিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিল। তখন তিনি অধ্যাপকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাদের সঙ্গে তোমরা

১৭ কিসের বাদানুবাদ করিতেছ? তাহাতে লোকদের মধ্যে এক জন উত্তর করিল, হে গুরো, আমার একটি গুঙ্গা
১৮ ভূতগ্রস্ত পুত্রকে আপনকার নিকটে আনিলাম। ঐ ভূত কোন স্থানে তাহাকে আক্রমণ করিলে মুচড়াইয়া ফেলে; আর তাহার মুখে ফেণা উঠে, এবং সে দন্ত কিড়িমিড়ি করে ও শক্ত হইয়া যায়; অতএব সেই ভূত ছাড়াইবার জন্যে আমি আপনকার শিষ্যদের নিকটে নিবেদন
১৯ করিয়াছিলাম কিন্তু তাহারা পারিল না। তখন তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, অরে অবিশ্বাসি বংশ, আমি কত কাল তোমাদের নিকটে থাকিব? আর কত কাল তোমাদের
২০ ভার সহ্য করিব? তাহাকে আমার নিকটে আন। তাহাতে সে তাঁহার নিকটে আনীত হইলে, ভূত তাঁহাকে দেখিবা মাত্র বালককে এমনই মুচড়াইয়া ধরিল, যে সে ভূমিতে পড়িয়া ফেণা ভাঙ্গিয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল।
২১ তখন তিনি তাহার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার এমত কত দিন হইয়াছে? তাহাতে সে কহিল, শিশু-
২২ কালাবধি ঐ ভূত ইহাকে নষ্ট করিবার নিমিত্তে অনেক বার অগ্নিতে ও জলেতে ফেলিয়াছে; এখন আপনি যদি কিছু করিতে পারেন, তবে আমাদের প্রতি কৃপা করিয়া
২৩ উপকার করুন। যীশু তাহাকে কহিলেন, যদি বিশ্বাস করিতে পার, তবে বিশ্বাসি লোকের সকলই সাধ্য।
২৪ তাহাতে তৎক্ষণাৎ ঐ বালকের পিতা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে২ কহিল, হে প্রভো, বিশ্বাস করি, আমার অবি-
২৫ শ্বাসের প্রতিকার করুন। পরে জনতা দৌড়িয়া আসিতেছে ইহা দেখিয়া যীশু ঐ অপবিত্র ভূতকে ধমকাইয়া কহিলেন, হে বধির গুঙ্গা ভূত, আমি তোমাকে এই আজ্ঞা দিতেছি, ইহা হইতে বাহির হও, আর কখনও
২৬ ইহাকে আশ্রয় করিও না। তখন সে ভূত চীৎকার

শব্দ করিয়া তাহাকে অতিশয় মুচড়াইয়া বহির্গত হইল; তাহাতে বালক এমন মৃতবৎ হইয়া পড়িল, যে মরিয়া
২৭ গেল, অনেকে এমন কহিল। কিন্তু যীশু তাহার হস্ত
২৮ ধরিয়া তাহাকে উঠাইলে সে উঠিল। পরে যীশু গৃহে আইলে তাঁহার শিষ্যেরা গোপনে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আমরা কেন সেই ভূতকে ছাড়াইতে পারিলাম
২৯ না? তিনি কহিলেন, প্রার্থনা ও উপবাস বিনা আর কোন মতে এই প্রকার ভূত ছাড়ান যায় না।

৩০ অনন্তর তাঁহারা সে স্থানহইতে প্রস্থান করিয়া গালীলের মধ্য দিয়া গমন করিলেন, কিন্তু ইহা কেহ জা-
৩১ নিতে পায়, এমন তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। কেননা তৎকালে তিনি আপন শিষ্যদিগকে উপদেশ দিয়া কহিলেন, মনুষ্যপুত্র মনুষ্যদের হস্তে সমর্পিত হইবেন, তাহারা তাঁহাকে বধ করিবে, ও তাহাদের কর্তৃক হত হইলে
৩২ পর তিনি তৃতীয় দিবসে উঠিবেন। কিন্তু তাহারা সেই কথা বুঝিতে পারিল না, এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেও ভয় করিল।

৩৩ অনন্তর তিনি কফরনাহূম্ নগরে উপস্থিত হইয়া গৃহমধ্যে আইলে পর তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পথিমধ্যে তোমরা পরস্পর কিসের বাদানুবাদ করিতেছিলা?
৩৪ কিন্তু তাহারা নিরুত্তর হইয়া থাকিল; কারণ তাহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, ইহার বাদানুবাদ পরস্পর তাহারা পথে
৩৫ করিয়াছিল। তাহাতে তিনি বসিয়া দ্বাদশ শিষ্যকে ডাকিয়া কহিলেন, যে ব্যক্তি প্রথম হইতে ইচ্ছা করে, সে
৩৬ সকলের শেষ এবং সকলের পরিচারক হউক। পরে তিনি এক বালককে লইয়া মধ্যস্থলে বসাইলেন এবং তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, যে কেহ
৩৭ আমার নামেতে ইহার মত কোন বালককে গ্রাহ্য করে;

সে আমাকে গ্রাহ্য করে; আর যে কেহ আমাকে গ্রাহ্য করে, সে আমাকেই গ্রাহ্য করে তাহা নয়, বরং আমার প্রেরণকর্ত্তাকে গ্রাহ্য করে।

৩৮ পরে যোহন তাঁহাকে কহিল, হে গুরো, আমরা এক ব্যক্তিকে তোমার নামে ভূতগণকে ছাড়াইতে দেখিয়াছিলাম, কিন্তু সে আমাদের পশ্চাদ্গামী নহে; অতএব সে আমাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী না হওয়াতে তাহাকে নিষেধ ৩৯ করিয়াছি। কিন্তু যীশু কহিলেন, তাহাকে নিষেধ করিও না, কারণ যে ব্যক্তি আমার নামে আশ্চর্য্য কর্ম্ম করে, ৪০ সে হঠাৎ আমাকে নিন্দা করিতে পারে না। আর যে কেহ আমাদের বিপক্ষ নহে, সে আমাদের সপক্ষ হয়। ৪১ আর যে কেহ তোমাদিগকে খ্রীষ্টের লোক জানিয়া আমার নামে এক বাটী জল পান করিতে দেয়, আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, সে কোন প্রকারে ৪২ আপন ফলে বঞ্চিত হইবে না। কিন্তু কেহ যদি আমাতে বিশ্বাসকারি এই ক্ষুদ্রগণের মধ্যে এক জনের বিঘ্ন জন্মায়, তবে বরঞ্চ তাহার গলদেশে যাঁতা বদ্ধ হওয়া ৪৩ এবং সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হওয়া তাহার ভাল। আর তোমার হস্ত যদি তোমার বিঘ্ন জন্মায়, তবে তাহা ছেদন কর; কেননা বরঞ্চ নুলা হইয়া জীবনে প্রবেশ করা তোমার ভাল; তথাপি দুই হস্তবিশিষ্ট হইয়া নরকে ও অনি- ৪৪ র্ব্বাণ অগ্নিতে তোমার নিক্ষিপ্ত হওয়া ভাল নহে; কেননা সেই স্থানে লোকদের কীট মরে না, এবং অগ্নিও ৪৫ নির্ব্বাণ হয় না। এবং তোমার চরণ যদি তোমার বিঘ্ন জন্মায়, তবে তাহা ছেদন কর; যেহেতুক বরঞ্চ খঞ্জ হইয়া জীবনে প্রবেশ করা তোমার ভাল; তথাপি দুই চরণ বিশিষ্ট হইয়া নরকে ও অনির্ব্বাণ অগ্নিতে তোমার ৪৬ নিক্ষিপ্ত হওয়া ভাল নহে; কেননা সেই স্থানে লোক-

৪৭ দের কীট মরে না, এবং অগ্নিও নির্ব্বাণ হয় না। আর তোমার চক্ষু যদি তোমার বিঘ্ন জন্মায়, তবে তাহা উৎপাটন কর; যেহেতুক বরঞ্চ এক চক্ষু হইয়া ঈশ্বর-রাজ্যে প্রবেশ করা তোমার ভাল; তথাপি দুই চক্ষু বিশিষ্ট হইয়া অগ্নিময় নরকে তোমার নিক্ষিপ্ত হওয়া
৪৮ ভাল নহে; কেননা সেই স্থানে লোকদের কীট মরে
৪৯ না, এবং অগ্নিও নির্ব্বাণ হয় না। যেহেতুক প্রত্যেক জনকে অগ্নিরূপ লবণেতে লবণাক্ত করা যাইবে; এবং
৫০ প্রত্যেক বলিকে লবণেতে লবণাক্ত করা যাইবে। লবণ ভাল, কিন্তু লবণেতে যদি স্বাদ না থাকে, তবে কি প্রকারে তাহা আস্বাদযুক্ত করিবা; তোমরা অন্তরে লবণ যুক্ত হও, এবং পরস্পর প্রণয় রাখ।

১০ অধ্যায়।

১ অনন্তর তিনি সে স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া যর্দ্দনের ওপার দিয়া যিহূদা প্রদেশে উপস্থিত হইলেন; তাহাতে তাঁহার নিকটে পুনর্ব্বার বহু লোকের সমাগম হইলে তিনি নিজ ব্যবহারানুসারে পুনশ্চ তাহাদিগকে উপদেশ
২ দিলেন। তখন ফিরূশিরা নিকটে আসিয়া পরীক্ষার্থে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, পুরুষ কি আপন স্ত্রীকে পরি-
৩ ত্যাগ করিতে পরে? তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, এ
৪ বিষয়ে মূসা তোমাদিগকে কি আজ্ঞা দিয়াছে? তাহারা কহিল, ত্যাগপত্র লিখিয়া আপন ২ স্ত্রীকে পরিত্যাগ
৫ করিবার অনুমতি মূসা দিয়াছে। তখন যীশু প্রত্যুত্তর করিলেন, তোমাদের অন্তঃকরণের কাঠিন্য প্রযুক্ত মূসা
৬ এমন বিধি লিখিয়াছে; কিন্তু সৃষ্টির আদি সময়ে ঈশ্বর পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া মনুষ্যদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।
৭ "এই কারণ মনুষ্য আপন পিতা মাতাকে ত্যাগ করিয়া

"আপন স্ত্রীতে আসক্ত হইবে, এবং সে দুই জন
৮ "একাঙ্গ হইবে;" অতএব তাহারা আর দুই নহে,
৯ একাঙ্গ আছে। আর ঈশ্বর যাহার যোগ করিয়া দিয়া-
১০ ছেন, মনুষ্য তাহার বিয়োগ না করুক। পরে শিষ্যেরা
গৃহেতে পুনর্ব্বার সেই বিষয়ের কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা
১১ করিল। তাহাতে তিনি কহিলেন, কেহ যদি আপন
স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যাকে বিবাহ করে, তবে
১২ সে পরদার গমন করে; এবং কোন স্ত্রী যদি আপন
স্বামিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য পুরুষের সহিত বিবা-
হিতা হয়, তবে সেও ব্যভিচারিণী হয়।

১৩ পরে লোকেরা শিশুদের স্পর্শ করাইবার নিমিত্তে
তাহাদিগকে তাঁহার নিকটে আনিল; কিন্তু শিষ্যেরা
১৪ তাহাদের আনয়নকারিদিগকে ভর্ৎসনা করিল। তাহা
দেখিয়া যীশু অসন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, শিশুদিগকে আ-
মার নিকটে আসিতে দেও, বারণ করিও না; কেননা
১৫ এই মত ব্যক্তিরা ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকারী। আমি
সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, যে ব্যক্তি শিশু-
বৎ হইয়া ঈশ্বরের রাজ্য গ্রাহ্য না করে, সে কোন
১৬ প্রকারে তাহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। পরে
তিনি শিশুদিগকে ক্রোড়ে করিয়া তাহাদের গাত্রে হস্তা-
র্পণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

১৭ অনন্তর তিনি বাহির হইয়া পথে গেলে এক জন
দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহার সম্মুখে হাঁটু পাতিয়া জি-
জ্ঞাসা করিল, হে সদ্গুরো, অনন্ত জীবনের অধিকারী
১৮ হইবার নিমিত্তে আমার কি করা কর্ত্তব্য? তাহাতে যীশু
কহিলেন, আমাকে সৎ করিয়া কেন বল? কেবল ঈশ্বর
১৯ বিনা সৎ আর কেহ নাই। "পরদার করিও না, ও
"নরহত্যা করিও না; ও চুরি করিও না, ও মিথ্যা

"সাক্ষ্য দিও না, এবং হিংসা করিও না, ও পিতা মা-
"তাকে সম্ভ্রম কর;" এই২ আজ্ঞা তুমি জ্ঞাত আছ।
২০ তাহাতে সে উত্তর করিল, হে গুরো, বাল্যকালাবধি এই
২১ সকল পালন করিয়া আসিতেছি। তখন যীশু তাহার
প্রতি দৃষ্টি পূর্ব্বক প্রীতি করিয়া কহিলেন এক বিষয়ে
তোমার ত্রুটি আছে, তুমি গিয়া আপনার সর্ব্বস্ব বিক্রয়
করিয়া দরিদ্রদিগকে বিতরণ কর, তাহাতে স্বর্গে ধন পা-
ইবা; পরে আসিয়া ক্রুশ তুলিয়া আমার পশ্চাদ্গামী
২২ হও। এ কথা শুনিয়া সে বিষণ্ণ ও দুঃখিত হইয়া চলিয়া
২৩ গেল, কারণ তাহার বিস্তর সম্পত্তি ছিল। পরে যীশু
চতুর্দ্দিগে দৃষ্টি করিয়া শিষ্যদিগকে কহিলেন, ঈশ্বরের
২৪ রাজ্যে ধনি লোকদের প্রবেশ করা কেমন দুষ্কর! তাঁ-
হার এই কথাতে শিষ্যেরা চমৎকৃত হইল; কিন্তু যীশু
পুনশ্চ কহিলেন, হে বালকেরা, যাহারা ধনে নির্ভর
করিয়া থাকে, তাহাদের ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা
২৫ কেমন দুঃসাধ্য! ঈশ্বরের রাজ্যে ধনি লোকের প্রবেশ
করণ অপেক্ষা বরং সূচীর ছিদ্র দিয়া উষ্ট্রের গমন
২৬ সহজ। তখন শিষ্যেরা অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া পর-
২৭ স্পর বলিল, তবে কাহার পরিত্রাণ হইতে পারে? তা-
হাতে যীশু তাহাদের প্রতি অবলোকন করিয়া কহিলেন,
তাহা মনুষ্যের অসাধ্য বটে, কিন্তু ঈশ্বরের অসাধ্য নয়,
যেহেতুক ঈশ্বরের সকলি সাধ্য।

২৮ তখন পিতর তাঁহাকে কহিতে লাগল, দেখ, আমরা
সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া তোমার পশ্চাদ্গামী হইয়াছি।
২৯ তাহাতে যীশু উত্তর করিলেন, আমি সত্য করিয়া তো-
মাদিগকে কহিতেছি, আমার ও সুসমাচারের নিমিত্তে
গৃহ কি ভ্রাতৃগণ কি ভগিনীগণ কি পিতা কি মাতা কি
৩০ স্ত্রী কি সন্তানগণ কি ভূমি পরিত্যাগ করিয়া যে জন

এখন অর্থাৎ ইহলোকে তাড়নার সহিত গৃহ ও ভ্রাতা ও ভগিনী ও মাতা ও সন্তান ও ভূমির শতগুণ, এবং পরলোকে অনন্ত জীবন না পাইবে, এমন কেহই নাই।
৩১ কিন্তু অগ্রের অনেক লোক পশ্চাৎ ও পশ্চাতের অনেক লোক অগ্রে পড়িবে।

৩২ অনন্তর যিরূশালমে যাত্রা করিতে পথে তাহাদের গমন কালে যীশু তাহাদের অগ্রগামী হইলেন; এবং তাহারা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া ভীত হইয়া পশ্চাৎ গমন করিল। তখন তিনি পুনর্ব্বার দ্বাদশ শিষ্যকে লইয়া আপনার প্রতি যাহা২ ঘটিবে, তাহা তাহাদিগকে কহিতে
৩৩ লাগিলেন, দেখ, আমরা যিরূশালম নগরে যাইতেছি, তাহাতে মনুষ্যপুত্র প্রধান যাজকদের ও অধ্যাপকগণের হস্তে সমর্পিত হইবেন; এবং তাহারা তাঁহার প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা দিয়া অন্য জাতীয়দের হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ
৩৪ করিবে। এবং বিদ্রূপ ও কোড়া প্রহার করিয়া তাঁহার মুখে থুথু দিয়া তাঁহাকে বধ করিবে; পরে তিনি তৃতীয় দিবসে পুনরায় উঠিবেন।

৩৫ পরে যাকূব ও যোহন নামক সিবিদিয়ের দুই পুত্র তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিল, হে গুরো, আমরা যাহা প্রার্থনা করিব, তাহা আপনি পূর্ণ করুন, আমরা এই
৩৬ নিবেদন করি। তাহাতে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন,
৩৭ কি চাহ? তোমাদের নিমিত্তে আমি কি করিব? তখন তাহারা কহিল, আপনি মহিমা প্রাপ্ত হইলে আমা-দের এক জনকে আপনকার দক্ষিণ পার্শ্বে, ও দ্বিতীয়
৩৮ জনকে বাম পার্শ্বে বসিতে আজ্ঞা করুন। কিন্তু যীশু উত্তর করিলেন, তোমরা যাহা প্রার্থনা করিতেছ, তাহা বুঝ না; আমি যে পাত্রে পান করিব, তাহাতে কি তোমরা পান করিতে পার? এবং আমি যে প্রকার

বাপ্তিস্মেতে বাপ্তাইজিত হইব, তাহাতে কি তোমরা
৩৯ বাপ্তাইজিত হইতে পার? তাহারা বলিল, পারি। তখন
যীশু কহিলেন, আমি যে পাত্রে পান করিব, তাহাতে
অবশ্য তোমরাও পান করিবা; এবং আমি যে প্রকার
বাপ্তিস্মেতে বাপ্তাইজিত হইব, তাহাতে তোমরাও বাপ্তা-
৪০ ইজিত হইবা। কিন্তু যাহাদের নিমিত্তে স্থান প্রস্তুত
করা গিয়াছে, তাহারা বিনা আর কাহাকেও আমার
দক্ষিণ পার্শ্বে ও বাম পার্শ্বে বসাইতে আমার অধিকার
৪১ নাই। এই কথা শুনিয়া অন্য দশ জন শিষ্য যাকুব
৪২ ও যোহনের প্রতি অসন্তুষ্ট হইল। কিন্তু যীশু তাহা-
দিগকে আপনার নিকটে ডাকিয়া কহিলেন, অন্য জা-
তীয়দের মধ্যে যাহারা ভূপতিরূপে মান্য হয়, তাহারা
তাহাদের উপরে প্রভুত্ব করে, এবং যাহারা প্রধান,
তাহারা তাহাদের উপরে কর্তৃত্ব করে, ইহা তোমরা
৪৩ জান। তোমাদের মধ্যে তদ্রূপ হইবে না; কিন্তু তোমা-
দের মধ্যে যে কেহ প্রধান হইতে চাহে, সে তোমাদের
৪৪ পরিচারক হইবে; এবং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি
৪৫ শ্রেষ্ঠ হইতে ইচ্ছা করে, সে সকলের দাস হইবে। কে-
ননা মনুষ্যপুত্র পরিচর্য্যা পাইতে নয়, কিন্তু পরিচর্য্যা
করিতে, এবং অনেকের পরিত্রাণের মূল্যরূপে আপন
প্রাণ দিতে আসিয়াছেন।

৪৬ অনন্তর তাহারা যিরীহো নগরে উপস্থিত হইল। পরে
তিনি যখন আপন শিষ্যগণের ও মহাজনতার সহিত
যিরীহোহইতে বহির্গমন করেন, এমন সময়ে তীময়ের
পুত্র বর্তীময় নামে এক জন অন্ধ ঐ পথের পার্শ্বে
৪৭ বসিয়া ভিক্ষা করিতেছিল। সে নাসরতীয় যীশুর কথা
শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, হে যীশু, দায়ূদের
৪৮ সন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন। তাহাতে অনেক লোক

চুপ২ বলিয়া তাহাকে ধমক দিল; কিন্তু সে আরও অধিক চেঁচাইয়া বলিল, হে দায়ূদের সন্তান, আমার
৪৯ প্রতি দয়া করুন। তখন যীশু স্থগিত হইয়া তাহাকে ডাকিয়া আনিতে আজ্ঞা করিলেন; তাহাতে লোকেরা ঐ অন্ধকে ডাকিয়া বলিল, ওহে, সুস্থির হও, উঠ, তিনি
৫০ তোমাকে ডাকিতেছেন। তখন সে আপনার বস্ত্র ফে-
৫১ লিয়া উঠিয়া যীশুর নিকটে গেল। তাহাতে যীশু তাহাকে কহিলেন, কি চাহ? তোমার নিমিত্তে আমি কি করিব? তখন সে অন্ধ তাঁহাকে কহিল, হে গুরো, আমি যেন
৫২ দেখিতে পাই। তাহাতে যীশু তাহাকে কহিলেন; চলিয়া যাও, তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করিল; তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাইয়া পথ দিয়া যীশুর পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল।

১১ অধ্যায়।

১ অনন্তর তাহারা যিরূশালমের নিকটে অর্থাৎ জৈতুন নামক পর্ব্বতের পার্শ্বস্থ বৈৎফগী ও বৈথনিয়া গ্রামে উপস্থিত হইলে তিনি আপন শিষ্যদের মধ্যে দুই জনকে
২ ইহা কহিয়া পাঠাইলেন, তোমরা ঐ সম্মুখস্থ গ্রামে যাও; তথায় প্রবেশ করিবামাত্র যাহাতে কোন মনুষ্য কখনো আরোহণ করে নাই, এমন এক গর্দ্দভশাবককে
৩ বান্ধা দেখিতে পাইবা, তাহাকে খুলিয়া আন। আর যদি কেহ বলে, 'তোমরা এ কর্ম্ম কেন করিতেছ?' তবে বলিও, ইহাতে প্রভুর প্রয়োজন আছে, তাহাতে সে
৪ ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ তাহা এখানে পাঠাইয়া দিবে। তখন তাহারা গিয়া দ্বিমস্তক পথে কোন দ্বারের পার্শ্বে সেই
৫ গর্দ্দভশাবককে পাইয়া তাহাকে খুলিতে লাগিল। তাহাতে সে স্থানে দণ্ডায়মান লোকদের মধ্যে কেহ২

৬ কাহল, গর্দ্দভশাবককে কেন খুলিতেছ? তখন যীশুর আজ্ঞানুসারে উত্তর করিলে পর তৎক্ষণাৎ তাহারা
৭ অনুমতি দিল। পরে তাহারা সেই গর্দ্দভশাবককে যীশুর নিকটে আনিয়া তাহার পৃষ্ঠে আপনাদের বস্ত্র
৮ পাতিল, তাহাতে তিনি তাহার উপরে বসিলেন। এবং অনেকে আপনাদের বস্ত্র পথে পাতিয়া দিল, ও অন্যেরা
৯ বৃক্ষের শাখা কাটিয়া পথে ছড়াইল। আর অগ্র পশ্চাদ্গামি সকল লোক উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, জয় ২,
১০ যিনি পরমেশ্বরের নামে আসিতেছেন তিনি ধন্য। আর আমাদের পূর্ব্বপুরুষ দায়ূদের যে রাজত্ব পরমেশ্বরের নামে উপস্থিত হইতেছে সেও ধন্য; সর্ব্বোপরিস্থ স্বর্গেতে
১১ জয়ধ্বনি হউক। এই রূপে যীশু যিরূশালমে ও মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, পরে চতুর্দ্দিকস্থ সকল বস্তু নিরীক্ষণ করিয়া বেলা অবসান হওয়াতে দ্বাদশ শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া বৈথনিয়াতে গমন করিলেন।

১২ অনন্তর পরদিবসে বৈথনিয়া হইতে আগমন সময়ে
১৩ তিনি ক্ষুধার্ত্ত হওয়াতে দূরে সপত্র ডুম্বুরবৃক্ষ দেখিয়া তাহা হইতে যদি কিছু ফল পাওয়া যায়, এই আশাতে তাহার নিকটে গেলেন; কিন্তু নিকটে আইলে পত্র বিনা আর কিছুমাত্র পাইলেন না; কেননা তখন ডুম্বুর-
১৪ ফলের সময় ছিল না। অতএব যীশু তাহাকে এই কথা কহিলেন, অদ্যাবধি আর কখনো কোন মনুষ্য তোমার ফল ভোজন না করুক; এ কথা তাঁহার শিষ্যেরা শুনিল।

১৫ পরে তাহারা যিরূশালমে আইলে যীশু মন্দিরের মধ্যে গিয়া তথাকার ক্রয় বিক্রয়কারি সকলকে বাহির করিয়া দিলেন, এবং বণিক্‌দের মুদ্রার আসন ও কপোতব্যা-
১৬ পারিদের আসন উল্‌টাইয়া ফেলিলেন। আর মন্দিরের মধ্য দিয়া কাহাকেও কোন পাত্র বহিয়া গমনাগমন

১৭ করিতে দিলেন না। এবং লোকদিগকে উপদেশ দিয়া কহিলেন, "আমার গৃহ তাবজ্জাতীয় লোকদের প্রার্থনা "গৃহ নামে খ্যাত হইবে," ইহা কি শাস্ত্রের লিপি
১৮ নহে? কিন্তু তোমরা তাহা দস্যুর গহ্বর করিতেছ। এ কথা শুনিয়া অধ্যাপকেরা ও প্রধান যাজকেরা তাঁহাকে নষ্ট করিবার উপায় চেষ্টা করিল, কেননা তাঁহার উপদেশে লোক সকল চমৎকৃত হওয়াতে তাহারা তাঁহাকে
১৯ ভয় করিল। অপর সন্ধ্যা হইলে তিনি নগরের বাহিরে গেলেন।

২০ পরে প্রাতঃকালে তাহারা সেই পথে যাইতে২ ঐ ডুম্বুরবৃক্ষ সমূলে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, ইহা দেখিল।
২১ তাহাতে পিতর পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে কহিল, হে গুরো, দেখ, আপনি যে ডুম্বুর বৃক্ষকে শাপ দিয়া-
২২ ছিলেন, সেটা শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। তাহাতে যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, ঈশ্বরেতে বিশ্বাস রাখ।
২৩ কেননা আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, কেহ যদি এই পর্ব্বতকে বলে, তুমি সরিয়া গিয়া সমুদ্রেতে পড়, এবং মনে২ কোন সংশয় না করিয়া যাহা বলে তাহা ঘটিবে, এমন বিশ্বাস যদি করে, তবে তাহার
২৪ বাক্য সফল হইবে। এই জন্যে আমি তোমাদিগকে বলি, প্রার্থনার সময়ে যাহা২ যাচ্ঞা কর তাহা পাইবা,
২৫ এমত বিশ্বাস করিও, তাহাতে প্রাপ্ত হইবা। আর প্রার্থনা করিতে দাঁড়াইলে যাহাকে আপনাদের অপরাধী জান, তাহাকে ক্ষমা কর; তাহা করিলে তোমাদের স্বর্গস্থ
২৬ পিতাও তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিবেন। কিন্তু তোমরা যদি ক্ষমা না কর, তবে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতাও তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিবেন না।

২৭ অনন্তর তাহারা পুনর্ব্বার যিরূশালমে আইল; পরে

তিনি মন্দিরের মধ্যে গমনাগমন করিতেছেন, এমন সময়ে প্রধান যাজকেরা ও অধ্যাপকেরা এবং প্রাচীন লোকেরা
২৮ তাঁহার নিকটে আসিয়া এই কথা জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি ক্ষমতাতে এই সকল কর্ম্ম করিতেছ? আর এমত
২৯ কর্ম্ম করিতে তোমাকে সেই ক্ষমতা কে দিয়াছে? তাহাতে যীশু উত্তর করিলেন, আমিও তোমাদিগকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি; তোমরা যদি তাহার উত্তর দেও, তবে আমিও কি ক্ষমতাতে এ সকল কর্ম্ম করিতেছি,
৩০ তাহা তোমাদিগকে কহিব। যোহনের বাপ্তিস্ম কোথাহইতে হইয়াছিল? স্বর্গহইতে, না মনুষ্যহইতে? তাহা
৩১ আমাকে বল। তাহাতে তাহারা পরস্পর ইহা বিবেচনা করিতে লাগিল, যদি বলি স্বর্গ হইতে, তবে তোমরা তাহাতে বিশ্বাস কর নাই কেন? এই কথা জিজ্ঞাসা করিবে।
৩২ কিন্তু মনুষ্য হইতে হইল, ইহা তাহারা লোকদের ভয় প্রযুক্ত বলিতে পারিল না; যেহেতুক সকলে যোহনকে
৩৩ সত্য ভবিষ্যদ্বক্তৃরূপে মানিত। অতএব তাহারা যীশুকে এই উত্তর দিল তাহা আমরা জানি না। তখন যীশু তাহাদিগকে প্রত্যুত্তর করিলেন, তবে আমিও কি ক্ষমতাতে এ সকল কর্ম্ম করিতেছি, তাহা তোমাদিগকে বলিব না।

১২ অধ্যায়।

১ পরে যীশু দৃষ্টান্তদ্বারা তাহাদিগকে কহিতে লাগিলেন, এক ব্যক্তি ক্ষেত্রে দ্রাক্ষালতা রোপণ করিলেন, ও তাহার চতুর্দ্দিগে বেড়া দিলেন, ও দ্রাক্ষা পেষণার্থে কুণ্ড খনন করিলেন, এবং উচ্চ গৃহও নির্ম্মাণ করিলেন; পরে সেই ক্ষেত্র কৃষকদের নিকটে সমর্পণ করিয়া দেশান্তরে
২ গমন করিলেন। অনন্তর উপযুক্ত সময়ে কৃষকগণ হইতে দ্রাক্ষাক্ষেত্রের ফলের অংশ পাইবার নিমিত্তে তাহাদের

৩ নিকটে এক দাসকে পাঠাইলেন; কিন্তু কৃষকেরা তাহাকে ধরিয়া প্রহার করিয়া রিক্ত হস্তে বিদায় করিল।
৪ পুনর্ব্বার তিনি আর এক দাসকে পাঠাইলেন; কিন্তু তাহারা প্রস্তরাঘাতে তাহার মস্তক ভাঙ্গিয়া অপমান
৫ করিয়া তাহাকে বিদায় করিল। পরে তিনি আর এক জনকে পাঠাইলে তাহারা তাহাকে বধ করিল; এবং আর২ অনেকের মধ্যে কাহাকে প্রহার ও কাহাকে
৬ বা বধ করিল। তখন তাঁহার প্রিয় অদ্বিতীয় পুত্র অবশিষ্ট থাকাতে তিনি তাহাদের নিকটে তাঁহাকে পাঠাইলেন, কেননা তাহারা আমার পুত্রকে সমাদর
৭ করিবে, ইহা ভাবিলেন। কিন্তু ঐ কৃষকেরা পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিল, এই উত্তরাধিকারী, আইস, আমরা ইহাকে বধ করি, তাহাতে অধিকার আমাদের
৮ হইবে। পরে তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া বধ করিয়া দ্রাক্ষা-
৯ ক্ষেত্রের বাহিরে ফেলিয়া দিল। অতএব সেই দ্রাক্ষাক্ষেত্রের কর্ত্তা কি করিবেন? তিনি আসিয়া ঐ কৃষকদিগকে নষ্ট করিয়া অন্যদের নিকটে ঐ ক্ষেত্র সমর্পণ
১০ করিবেন। আর এই শাস্ত্রীয় লিপি কি তোমরা পাঠ কর নাই? যথা, "গাঁথকেরা যে প্রস্তর অগ্রাহ্য করি-
১১ "য়াছে, তাহা কোণের প্রধান প্রস্তর হইয়া উঠিল; সে "পরমেশ্বরের কৃত এবং আমাদের দৃষ্টিতে অদ্ভুত।"
১২ তখন তিনি আমাদের উদ্দেশে ঐ দৃষ্টান্ত কথা কহিলেন ইহা বুঝিয়া তাহারা তাঁহাকে ধরিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু লোকদিগকে ভয় করিল; পরে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

১৩ অপর তাহারা কথার ফাঁদে তাঁহাকে ধরিবার নিমিত্তে কএক জন ফিরূশি ও হেরোদীয় লোককে তাঁহার নি-
১৪ কটে পাঠাইল। তাহারা আসিয়া তাঁহাকে কহিল, হে

গুরো, আপনি সত্যবাদী, কাহারও অনুরোধ করেন না, কারণ আপনি কোন মনুষ্যের মুখাপেক্ষা না করিয়া সত্যরূপে ঈশ্বরের পথ দেখাইতেছেন, তাহা আমরা জানি; অতএব কৈসর রাজাকে কর দেওয়া কর্ত্তব্য কি ১৫ না? আমরা দিব কি না? কিন্তু তিনি তাহাদের কাপট্য বুঝিয়া কহিলেন, আমার পরীক্ষা কেন করিতেছ? একটা ১৬ সিকি আনিয়া আমাকে দেখাও। তখন তাহারা একটা সিকি আনিলে তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, এই ১৭ মূর্ত্তি ও নাম কাহার? তাহারা কহিল, কৈসরের। তাহাতে যীশু প্রত্যুত্তর করিলেন, তবে কৈসরের যাহা তাহা কৈসরকে দেও, আর ঈশ্বরের যাহা তাহা ঈশ্বরকে দেও; তখন তাহারা তাঁহার বিষয়ে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল।

১৮ পরে সিদূকিরা, অর্থাৎ পুনরুত্থান হয় না, এই কথা যাহারা বলে, তাহারা তাঁহার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা ১৯ করিল, হে গুরো, কোন ব্যক্তি যদি নিঃসন্তান হইয়া স্ত্রীকে রাখিয়া মরে, তবে তাহার ভ্রাতা তাহার স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া আপন ভ্রাতার জন্যে বংশ উৎপন্ন করিবে, মূসা আমাদের প্রতি এমন আজ্ঞা লিখিয়াছে। ২০ কিন্তু কোন লোকেরা সাত ভাই ছিল; তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি বিবাহ করিয়া নিঃসন্তান হইয়া মরিল। ২১ তাহাতে দ্বিতীয় ভ্রাতা তাহার স্ত্রীকে বিবাহ করিল, কিন্তু সেও নিঃসন্তান হইয়া মরিল; পরে তৃতীয় জনও তদ্রূপ ২২ হইল। এই রূপে সপ্ত ভ্রাতাই সেই স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া নিঃসন্তান হইয়া মরিল, এবং সকলের শেষে সে স্ত্রীও ২৩ মরিল। মৃতদের উত্থান সময়ে যখন তাহারা উঠিবে, তখন সে তাহাদের মধ্যে কাহার স্ত্রী হইবে? যেহেতুক ২৪ তাহারা সাত জনই তাহাকে বিবাহ করিয়াছিল। যীশু

উত্তর করিলেন, তোমরা ধর্ম্মপুস্তক এবং ঈশ্বরের শক্তি
২৫ বুঝ না, ইহা কি তোমাদের ভ্রান্তির কারণ নয়? মৃত
লোকদের উত্থান হইলে তাহারা বিবাহ করে না, এবং
বাগদত্তাও হয় না, কিন্তু স্বর্গে দূতগণের ন্যায় থাকে।
২৬ আর মৃতদের বিষয়ে অর্থাৎ তাহারা যে উঠে এই
বিষয়ে তোমরা মূসার গ্রন্থে ঝোপের বৃত্তান্তে তাহার
প্রতি কথিত ঈশ্বরের বাক্য কি পাঠ কর নাই? যথা,
"আমি ইব্রাহীমের ঈশ্বর ও ইসহাকের ঈশ্বর ও যাকু-
২৭ "বের ঈশ্বর।" ঈশ্বর যিনি তিনি জীবৎ লোকদের
ঈশ্বর, মৃত লোকদের ঈশ্বর নহেন, অতএব তোমরা
বড় ভ্রান্তিতে আছ।

২৮ ইতিমধ্যে এক জন অধ্যাপক আসিয়া তাহাদের এমন
বিচার শুনিয়া, যীশু তাহাদের কথায় বিলক্ষণ উত্তর
দিয়াছেন, ইহা বুঝিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, সকল
২৯ আজ্ঞার মধ্যে কোন্ আজ্ঞা প্রথম? তাহাতে যীশু উত্তর
করিলেন, সর্ব্বাপেক্ষা প্রথম আজ্ঞা এই, "হে ইস্রায়েল
"বংশ, শুন, আমাদের প্রভু পরমেশ্বর একই পরমে-
৩০ "শ্বর; এবং তুমি আপন সমস্ত অন্তঃকরণ ও সমস্ত
"প্রাণ ও সমস্ত চিত্ত ও সমস্ত শক্তিদ্বারা আপন প্রভু
৩১ "পরমেশ্বরকে প্রেম কর," এই প্রথম আজ্ঞা। এবং
দ্বিতীয় আজ্ঞা তাহার সদৃশ; অর্থাৎ, "তুমি আপন
"প্রতিবাসিকে আত্মতুল্য প্রেম কর।" এই দুই আজ্ঞা
৩২ হইতে বড় কোন আজ্ঞা নাই। তখন সে অধ্যাপক
তাঁহাকে কহিল, হে গুরো, ভাল আপনি যথার্থ কহি-
লেন, কেননা এক ঈশ্বর আছেন, তাঁহা বিনা ঈশ্বর
৩৩ নাই; আর সমস্ত অন্তঃকরণ ও সমস্ত চিত্ত ও সমস্ত
প্রাণ ও সমস্ত শক্তি দিয়া ঈশ্বরকে প্রেম করা, এবং
প্রতিবাসিকে আত্মতুল্য প্রেম করা, ইহা যাবদীয় হোম

৩৪ ও বলিদানাদি হইতে শ্রেষ্ঠ। তাহাতে যীশু সুবুদ্ধির মত তাহার এই উত্তর শুনিয়া তাহাকে কহিলেন, ঈশ্বরের রাজ্য হইতে তুমি দূর নও। তদবধি তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে আর কাহারও সাহস হইল না।

৩৫ অনন্তর মন্দিরের মধ্যে উপদেশ করিতে২ যীশু এই প্রশ্ন করিলেন, অধ্যাপকেরা কেমন করিয়া খ্রীষ্টকে দায়ূ- ৩৬ দের সন্তান বলে? যেহেতুক দায়ূদ আপনি পবিত্র আত্মার আবেশে এই কথা কহিয়াছে, "পরমেশ্বর আ- "মার প্রভুকে কহিলেন, আমি যাবৎ তোমার শত্রুগণকে "তোমার পাদপীঠ না করি, তাবৎ তুমি আমার দক্ষিণে ৩৭ "বৈস।" অতএব দায়ূদ যদি তাঁহাকে প্রভু করিয়া বলে, তবে তিনি কি রূপে তাহার সন্তান হইতে পারেন? তাঁহার কথা শুনিয়া ইতর লোকেরা আনন্দিত হইল।

৩৮ তখন তিনি তাহাদিগকে উপদেশ দিতে২ কহিলেন, যাহারা দীর্ঘ পরিচ্ছদান্বিত হইয়া ভ্রমণ করা, ও হাট ৩৯ বাজারে লোকদের নমস্কার, ও ভজনালয়ে প্রধান স্থান, এবং ভোজনের সময়ে প্রধান আসন, এই সকল ভাল বাসে, এমন যে অধ্যাপকেরা, তাহাদের হইতে সাবধান ৪০ হও। তাহারা বিধবাদিগের সর্ব্বস্ব গ্রাস করিয়া ছলেতে দীর্ঘ প্রার্থনা করে, এই জন্যে ঘোরতর দণ্ড পাইবে।

৪১ অনন্তর যীশু ভাণ্ডারের সম্মুখে বসিয়া ভাণ্ডারের মধ্যে লোক সকল কি রূপে মুদ্রা রাখিতেছে তাহা দেখিতেছিলেন। তৎকালে অনেক ধনবান তাহার মধ্যে ৪২ বিস্তর মুদ্রা রাখিল। পরে এক দরিদ্র বিধবা আসিয়া ৪৩ এক পাই মূল্য দুই মুদ্রা তাহাতে রাখিল। তখন যীশু আপন শিষ্যদিগকে ডাকিয়া কহিলেন, আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, এই ভাণ্ডারে যাহারা ধন রাখিয়াছে, সে সকলহইতে এই দরিদ্র বিধবা অধিক রাখিল।

৪৪ কেননা অন্য সকলে আপনাদের প্রচুর ধনের কিঞ্চিৎ২ দিয়াছে, কিন্তু এই দীনহীনা দিনপাতের জন্যে আপনার যে যৎকিঞ্চিৎ ছিল তাহা সমুদয় দিল।

১৩ অধ্যায়।

১ পরে মন্দিরহইতে বহির্গমন সময়ে তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে এক জন তাঁহাকে কহিল, হে গুরো, দেখ, কেমন
২ বৃহৎ প্রস্তর ও কেমন মহৎ গাঁথনি! তখন যীশু তাহাকে উত্তর করিলেন, তুমি কি এই বড় গাঁথনি দেখিতেছ? ইহার এক প্রস্তর অন্য প্রস্তরের উপরে থাকিবে না, সকলি ভূমিসাৎ হইবে।
৩ পরে তিনি জৈতুন পর্ব্বতে মন্দিরের সম্মুখে বসিলে পিতর ও যাকূব্ ও যোহন্ ও আন্দ্রিয়, ইহারা গোপনে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, এই প্রকার ঘটনা কবে হই-
৪ বে? আর এই সমস্তের সিদ্ধি নিকটবর্ত্তি হওনের চিহ্ন
৫ বা কি? তাহা আমাদিগকে বলুন। তাহাতে যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিতে লাগিলেন, সাবধান, কেহ
৬ তোমাদিগকে না ভুলাউক। কেননা অনেকে আমার নাম করিয়া আসিবে, এবং 'আমি খ্রীষ্ট,' ইহা বলিয়া অনেক
৭ লোকের ভ্রান্তি জন্মাইবে। কিন্তু তোমরা যখন সংগ্রামের সংবাদ ও যুদ্ধের আড়ম্বর শুনিবা, তখন ব্যাকুল হইও না; এ সকল অবশ্যই হইবে, কিন্তু আপাততঃ যুগান্ত
৮ হইবে না। কেননা জাতির বিপক্ষে জাতি, ও রাজ্যের বিপক্ষে রাজ্য উঠিবে; এবং স্থানে২ ভূমিকম্প হইবে, এবং দুর্ভিক্ষ ও মহাক্লেশ উপস্থিত হইবে; এই সকল
৯ দুঃখের উপক্রম। কিন্তু তোমরা আপনাদের বিষয়ে সাবধান থাকিও, কেননা লোকেরা তোমাদিগকে রাজসভাতে সমর্পণ করিবে, এবং ভজনালয়ে প্রহার করিবে:

আর তোমরা আমার জন্যে দেশাধ্যক্ষ ও রাজাদের প্রতি সাক্ষ্য দিবার নিমিত্তে তাহাদের সম্মুখে আনীত
১০ হইবা। এবং অগ্রে তাবজ্জাতীয় লোকদের কাছে সুসমা-
১১ চার প্রচার করা যাইবে। কিন্তু যখন তাহারা তোমাদিগকে ধরিয়া সমর্পণ করিবে, তখন কি২ উত্তর করিবা অগ্রে তাহার বিবেচনা করিও না, ও তাহার নিমিত্তে কিছু ভাবিও না; সেই সময়ে তোমাদিগের মনে যে২ কথা উপস্থিত করা যাইবে, তাহাই কহিও; কেননা যে
১২ বলিবে সে তোমরা নহ, কিন্তু পবিত্র আত্মা। তখন ভ্রাতা ভ্রাতাকে ও পিতা পুত্রকে মৃত্যুতে সমর্পণ করিবে; এবং সন্তানেরা আপন২ মাতাপিতার বিপক্ষ হইয়া
১৩ তাহাদিগকে বধ করাইবে। এবং তোমরা আমার নাম প্রযুক্ত সকলের ঘৃণাস্পদ হইবা; কিন্তু যে কেহ শেষ পর্য্যন্ত স্থির থাকিবে, সেই পরিত্রাণ পাইবে।

১৪ অতএব যে সর্ব্বনাশকারি ঘৃণার্হ বস্তু দানিয়েল্ ভবিষ্যদ্বক্তার দ্বারা উক্ত আছে, তাহা যখন অনুপযুক্ত স্থানে উপস্থিত দেখিবা, (যে জন পাঠ করে সে বুঝুক) তখন যাহারা যিহূদাদেশে থাকে, তাহারা পর্ব্বতে পলায়ন
১৫ করুক; এবং যে কেহ গৃহের ছাতের উপরে থাকে সে গৃহের মধ্যে না নামুক, ও কোন বস্তু লইতে আপনার
১৬ গৃহমধ্যে প্রবেশ না করুক; এবং যে কেহ ক্ষেত্রে থাকে,
১৭ সেও বস্ত্র লইবার নিমিত্তে ফিরিয়া না যাউক। সেই সময়ে গর্ব্ভবতী এবং স্তনদাত্রী স্ত্রীদিগের দুর্গতি হইবে।
১৮ আর তোমাদের পলায়ন শীতকালে যেন না হয়, এই
১৯ জন্যে প্রার্থনা কর। কেননা তৎকালে যেৰূপ ক্লেশ হইবে, ঈশ্বরের সৃষ্টির আদিকালাবধি অদ্যপর্য্যন্ত এমন
২০ ক্লেশ কখনও হয় নাই এবং কখনো হইবে না। আর পরমেশ্বর যদি সেই ক্লেশের সময় ন্যূন না করেন, তবে

কোন প্রাণির রক্ষা হইতে পারিবে না; কিন্তু যাহা-
দিগকে তিনি মনোনীত করিয়াছেন আপনার সেই মনো-
নীত লোকদের নিমিত্তে তিনি সে সময় ন্যূন করিবেন।
২১ আর দেখ খ্রীষ্ট এই স্থানে আছেন, কিম্বা ঐ স্থানে
আছেন, সেই সময়ে যদি কেহ তোমাদিগকে এমন কথা
২২ কহে, তবে প্রত্যয় করিও না। কেননা অনেক ২ ভাক্ত
খ্রীষ্ট ও ভাক্ত ভবিষ্যদ্বক্তা উপস্থিত হইয়া এমত চিহ্ন ও
অদ্ভুত লক্ষণ প্রকাশ করিবে, যে যদি সম্ভব হয় তবে
২৩ মনোনীত লোকদিগেরও ভ্রান্তি জন্মাইবে। অতএব তো-
মরা সাবধান থাক। দেখ আমি পূর্ব্বে তোমাদিগকে
জানাইলাম।

২৪ আর ঐ সময়ে সেই ক্লেশের পরে সূর্য্য অন্ধকারময়
২৫ হইবে এবং চন্দ্র জ্যোৎস্না দিবে না; এবং আকাশস্থ
নক্ষত্রগণের পতন হইবে, ও আকাশমণ্ডলের বাহিনী
২৬ সকল বিচলিত হইবে। তখন লোকেরা মহাপরাক্রমে ও
ঐশ্বর্য্যেতে বেষ্টিত মনুষ্যপুত্ত্রকে মেঘরথে আসিতে দে-
২৭ খিবে। তখন তিনি আপন দূতগণকে প্রেরণ করিয়া আ-
কাশ ও পৃথিবীর সীমা পর্য্যন্ত জগতের চারি দিগহইতে
আপনার মনোনীত লোকদিগকে আনাইয়া একত্র করিবেন।

২৮ ডুম্বুরবৃক্ষহইতে দৃষ্টান্ত শিখ, ডুম্বুরবৃক্ষের শাখা কো-
মল ও পত্র নির্গত হইলে গ্রীষ্মকাল সন্নিকট হইতেছে,
২৯ ইহা তোমরা জান; তদ্রূপ ঐ সকল ঘটনা দেখি-
৩০ লেই সেই সময় দ্বারে উপস্থিত ইহা জানিও। আমি
সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, এই বর্ত্তমান কা-
লের লোকদের গত হওনের পূর্ব্বে সেই সকল ঘটিবে।
৩১ আকাশের ও পৃথিবীর লোপ হইবে, কিন্তু আমার কথার
লোপ কখনো হইবে না।

৩২ আর সেই দিবসের ও সেই দণ্ডের তত্ত্ব মনুষ্য কিম্বা

স্বর্গস্থ দূতগণ কিম্বা পুত্র কেহই জানে না, কেবল পিতা
৩৩ জানেন। তোমরা সাবধান থাক, ও জাগ্রৎ হইয়া প্রা-
র্থনা কর, কেননা সে সময় কখন হইবে, তাহা তোমরা
৩৪ জান না। (মনুষ্য পুত্র) এমন এক ব্যক্তির সদৃশ যে
দেশান্তরে গমনকালে আপন বাটী ত্যাগ করিয়া দাস-
দিগকে তাহার রক্ষার ভার দিয়া প্রত্যেকের কর্ম্ম নিরূ-
পণ করিল, এবং দ্বারিকে জাগ্রৎ থাকিতে আজ্ঞা করিল।
৩৫ অতএব তোমরা জাগ্রৎ হইয়া থাক, কেননা গৃহের কর্ত্তা
সায়ংকালে কি রাত্রির দুই প্রহরে কি কুকুড়াডাকের
সময়ে কি প্রাতঃকালে, কখন্ আসিবেন, তাহা তোমরা
৩৬ জান না। তিনি যেন হঠাৎ আসিয়া তোমাদিগকে
৩৭ নিদ্রাগত না দেখেন। আর আমি তোমাদিগকে যাহা
কহিতেছি, তাহাই সকলকে কহি, জাগ্রৎ হইয়া থাক।

১৪ অধ্যায়।

১ তৎকালে নিস্তার পর্ব্ব ও তাড়ীশূন্য রুটীর পর্ব্ব উপ-
স্থিত হওনের দুই দিবস বিলম্ব ছিল; এবং প্রধান যাজ-
কেরা ও অধ্যাপকেরা যীশুকে ছলেতে ধরিয়া বধ করি-
২ বার উপায় অন্বেষণ করিতেছিল। কিন্তু তাহারা কহিল,
পর্ব্বসময়ে নহে, তাহা হইলে লোকদের মধ্যে কলহ
উপস্থিত হইতে পারে।

৩ যীশু যখন বৈথনিয়া নগরে কুষ্ঠি শিমোনের গৃহে
ছিলেন, তখন ভোজনে বসিবার সময়ে এক স্ত্রী শ্বেত
প্রস্তরের পাত্রে বহুমূল্য উত্তম সুগন্ধি তৈল আনিয়া ঐ
৪ পাত্র ভাঙ্গিয়া তাঁহার মস্তকে ঢালিয়া দিয়াছিল। তা-
হাতে কেহ২ অসন্তুষ্ট হইয়া মনে২ কহিল, তৈলের
৫ এমন অপচয় কেন? এই তৈল বিক্রয় করিলে তিন শত
সিকি অপেক্ষাও অধিক মূল্য পাইতে, এবং দরিদ্র লো-

কে দিতে পারা যাইত। ইহা বলিয়া ঐ স্ত্রীর সহিত
৬ বচসা করিল। কিন্তু যীশু কহিলেন, উহাকে থাকিতে
দেও, কেন দুঃখ দিতেছ? সে আমার প্রতি সৎকর্ম্ম
৭ করিল। দরিদ্রেরা তোমাদের নিকটে সতত থাকে, তা-
হাতে যখন ইচ্ছা কর, তখন তাহাদের উপকার করিতে
পার; কিন্তু আমি তোমাদের নিকটে সতত থাকি না।
৮ উহার যাহা সাধ্য তাহাই করিল; অগ্রে আসিয়া কবর
দিবার নিমিত্তে আমার শরীরেতে তৈল মর্দ্দন করিল।
৯ আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, জগৎসমু-
দয়ের মধ্যে যে কোন স্থানে এই সুসমাচার প্রচারিত
হইবে, সেই স্থানে এই স্ত্রীর স্মরণার্থে তাহার এই
কর্ম্মের কথাও প্রচারিত হইবে।

১০ পরে দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে ইষ্করিয়োতীয় যিহূদা না-
মক এক জন যীশুকে শত্রুহস্তগত করিবার নিমিত্তে প্র-
১১ ধান যাজকদের নিকটে গেল। তাহার কথা শুনিয়া তা-
হারা তুষ্ট হইয়া তাহাকে মুদ্রা দিতে স্বীকার করিল;
তাহাতে সে তাঁহাকে তাহাদের হস্তগত করিবার জন্যে
সুযোগের চেষ্টা করিতে লাগিল।

১২ পরে তাড়ীশূন্য রুটীর পর্ব্বের প্রথম দিবসে অর্থাৎ
যে দিনে নিস্তার পর্ব্বের মেষশাবককে বধ করা যাইত
সেই দিনে শিষ্যেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আমরা
কোথায় যাইয়া আপনকার জন্যে নিস্তার পর্ব্বের ভোজ
১৩ প্রস্তুত করিব? আপনকার ইচ্ছা কি? তখন তিনি আ-
পন শিষ্যদের দুই জনকে প্রেরণকালে কহিলেন, তোমরা
নগরের মধ্যে গমন কর, তাহাতে জলের কলস বহন
করে, এমত এক জনের সহিত সাক্ষাৎ হইবে; তাহা-
১৪ রই পশ্চাৎ যাও। এবং সে যে বাটীতে প্রবেশ করে,
সেই বাটীর কর্ত্তাকে বল, গুরু কহিতেছেন, আমি যে

স্থানে শিষ্যগণের সহিত নিস্তার পর্ব্বের ভোজ করিতে
১৫ পারি, সেই অতিথিশালা কোথায়? তাহাতে সে ব্যক্তি
সুসজ্জিত দ্বিতীয় তালার এক প্রশস্ত কুঠরী দেখাইয়া
দিবে, তোমরা সেই স্থানে আমাদের জন্যে প্রস্তুত কর।
১৬ পরে শিষ্যেরা প্রস্থান করিয়া নগরে প্রবিষ্ট হইয়া তিনি
যেমত কহিয়াছিলেন সেই মত পাইয়া তথায় নিস্তার
পর্ব্বের ভোজ প্রস্তুত করিল।

১৭ অনন্তর সন্ধ্যা হইলে তিনি দ্বাদশ শিষ্যের সহিত
১৮ উপস্থিত হইলেন, এবং সকলে ভোজন করিতে বসিলে
তিনি কহিলেন, আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহি-
তেছি, আমার সহিত ভোজনকারি তোমাদের মধ্যে এক
১৯ জন আমাকে শত্রুহস্তগত করিবে। তখন তাহারা শোকা-
ন্বিত হইয়া একে২ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, সে কি
২০ আমি? সে কি আমি? তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন,
এই দ্বাদশের মধ্যে যে জন আমার সঙ্গে ভোজনপাত্রে
২১ হস্ত মগ্ন করিবে, সেই। মনুষ্যপুত্রের বিষয়ে যেমন
লিখিত আছে, তদনুসারে তাঁহার গতি হইবে; কিন্তু যে
ব্যক্তির দ্বারা মনুষ্যপুত্র শত্রুহস্তগত হইবেন, তাহাকে
ধিক্; সেই মানুষের জন্ম না হইলে তাহার পক্ষে
ভাল হইত।

২২ অপর তাহাদের ভোজন সময়ে যীশু রুটী লইয়া ঈশ্ব-
রের গুণানুবাদ পূর্ব্বক ভাঙ্গিয়া তাহাদিগকে দিলেন,
এবং কহিলেন, ইহা লইয়া ভোজন কর, এ আমার
২৩ শরীরস্বরূপ। পরে তিনি পানপাত্র লইয়া ঈশ্বরের ধন্য-
বাদ করিয়া তাহাদিগকে দিলেন, তাহাতে তাহারা সক-
২৪ লেই পান করিল। আর তিনি তাহাদিগকে কহিলেন,
ইহা আমার রক্ত, অর্থাৎ অনেকের নিমিত্তে পাতিত
২৫ নূতন নিয়মের রক্তস্বরূপ। আমি সত্য করিয়া তোমা-

দিগকে কহিতেছি, যে দিনে ঈশ্বরের রাজ্যে নূতন দ্রাক্ষারস পান করিব, সেই দিন পর্য্যন্ত আমি দ্রাক্ষা-
২৬ ফলের রস আর কখনো পান করিব না। অনন্তর তা-
হারা গীত গান করিয়া জৈতুন পর্ব্বতে গমন করিল।
২৭ পরে যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, এই রাত্রিতে আমি তোমাদের সকলের বিঘ্নস্বরূপ হইব; কেননা লিপি আছে, "আমি মেষপালককে প্রহার করিব, তাহাতে মেষেরা
২৮ "ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে।" কিন্তু আমার পুনরুত্থান হইলে পর আমি তোমাদের অগ্রে গালীলেতে যাইব।
২৯ তখন পিতর্ কহিল, যদ্যপি সকলের বিঘ্নস্বরূপ হও,
৩০ তথাপি আমার হইবা না। তাহাতে যীশু কহিলেন, আমি সত্য করিয়া তোমাকে কহিতেছি, অদ্য রাত্রিতে কুকুড়ার দ্বিতীয় ডাকের পূর্ব্বে তুমি তিন বার আমাকে
৩১ অস্বীকার করিবা। কিন্তু সে আরো দৃঢ়রূপে বলিল, যদ্যপি তোমার সহিত মরিতে হয়; তথাপি কোন ক্রমে তোমাকে অস্বীকার করিব না; এবং অন্য সকলকেও তদ্রূপ কথা কহিল।

৩২ অপর তাঁহারা গেৎশিমানী নামক এক স্থানে উপস্থিত হইলে তিনি আপন শিষ্যদিগকে কহিলেন, যাবৎ আমি প্রার্থনা করি, তাবৎ তোমরা এই স্থানে বসিয়া
৩৩ থাক। পরে তিনি পিতরকে ও যাকুবকে ও যোহনকে সঙ্গে লইয়া গিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও ব্যথিত হইতে লাগি-
৩৪ লেন। এবং তাহাদিগকে কহিলেন, মৃত্যুর সম্ভাবনা পর্য্যন্ত আমার প্রাণ শোকার্ত্ত হইতেছে; তোমরা জাগ্রৎ
৩৫ হইয়া এ স্থানে থাক। পরে তিনি কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া ভূমিতে উবুড় হইয়া পড়িলেন, এবং যদি হইতে পারে, তবে সেই দুঃসময় যেন তাঁহাহইতে দূরীকৃত হয়, এই
৩৬ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন, আব্বা, হে

পিতঃ; সকলি তোমার সাধ্য; আমাহইতে এই পানপাত্র দূর কর; তথাপি আমার ইচ্ছামত না হউক, তোমার
৩৭ ইচ্ছামত হউক। পরে তিনি আসিয়া তাহাদিগকে নিদ্রিত দেখিয়া পিতরকে কহিলেন, হে শিমোন, তুমি কি নিদ্রিত হইতেছ? এক দণ্ডও জাগিয়া থাকিতে কি
৩৮ তোমার শক্তি ছিল না? তোমরা যেন পরীক্ষাতে না পড়, এই জন্যে জাগ্রৎ হইয়া প্রার্থনা কর, কেননা
৩৯ আত্মা ইচ্ছুক বটে, কিন্তু শরীর দুর্ব্বল। পরে তিনি পুনরায় গিয়া প্রার্থনা করিয়া ঐ পূর্ব্বোক্ত কথা কহিলেন।
৪০ এবং ফিরিয়া আসিয়া তাহাদিগকে আর বার নিদ্রাগত দেখিলেন; কারণ তাহাদের চক্ষু নিদ্রাতে ভারী ছিল; এবং তাঁহাকে কি উত্তর দিতে হয়, তাহাও তাহারা
৪১ বুঝিতে পারিল না। পরে তিনি তৃতীয় বার আসিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা কি নিতান্ত শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিবা? যথেষ্ট হইয়াছে, সময় উপস্থিত; দেখ,
৪২ মনুষ্যপুত্র পাপিদের হস্তে সমর্পিত হন। উঠ, আমরা যাই; এই দেখ, যে ব্যক্তি আমাকে শত্রুহস্তগত করিবে. সে সমীপে আসিতেছে।

৪৩ তাঁহার এই কথা কহন সময়ে দ্বাদশের মধ্যে গণিত যিহূদা নামক শিষ্য উপস্থিত হইল; এবং প্রধান যাজকদের ও অধ্যাপকদের ও প্রাচীন লোকদের নিকটহইতে খড়্গ ও যষ্টিধারি অনেক লোক তাঁহার সঙ্গে আইল।
৪৪ আর ঐ বিশ্বাসঘাতক পূর্ব্বে তাহাদিগকে এই সঙ্কেত জানাইয়াছিল, আমি যাহাকে চুম্বন করিব, সে ঐ ব্যক্তি; তোমরা তাহাকেই ধরিয়া সাবধানে লইয়া যা-
৪৫ ইবা। অতএব আসিবামাত্র সে তাঁহার নিকটে গিয়া হে
৪৬ গুরো ২ বলিয়া তাঁহাকে চুম্বন করিল। তখন তাহারা
৪৭ তাঁহার উপরে হস্তার্পণ করিয়া তাঁহাকে ধরিল। তা-

হাতে তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান লোকদের মধ্যে এক জন খড়্গ নিষ্কোষ করিয়া মহাযাজকের এক দাসকে
৪৮ আঘাত করিয়া তাহার এক কর্ণ কাটিয়া ফেলিল। পরে যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা খড়্গ ও যষ্টি লইয়া
৪৯ আমাকে কি চোর ধরিতে আইলা? আমি তো মন্দিরের মধ্যে উপদেশ দিতে২ প্রতিদিন তোমাদের নিকটে ছিলাম, তখন আমাকে ধরিলা না; কিন্তু শাস্ত্রের
৫০ বচন সফল হওয়া আবশ্যক। তখন সকলে তাঁহাকে
৫১ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। তথাপি এক যুবমনুষ্য উলঙ্গ শরীরে চাদর দিয়া তাঁহার পশ্চাৎ চলিল; কিন্তু
৫২ যুবলোকেরা তাহাকে ধরাতে সে চাদর পরিত্যাগ করিয়া উলঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল।

৫৩ অপর তাহারা যীশুকে মহাযাজকের নিকটে লইয়া গেল; তখন তাহার সঙ্গে প্রধান যাজকেরা ও প্রাচীন
৫৪ লোকেরা ও অধ্যাপকেরা সকলে সভাস্থ হইল। কিন্তু পিতর্ দূরে তাঁহার পশ্চাৎ২ যাইয়া মহাযাজকের বাটীর প্রাঙ্গণ পর্য্যন্ত আসিয়া অনুচরদের সহিত বসিয়া
৫৫ অগ্নির তাপ লইতেছিল। তখন প্রধান যাজকগণ ও মন্ত্রি সকল যীশুকে বধ করিবার জন্যে তাঁহার প্রতিকূলে
৫৬ সাক্ষ্যের চেষ্টা করিল, কিন্তু পাইল না। অনেকে তাঁহার বিপক্ষে মিথ্যাসাক্ষ্য দিল বটে, কিন্তু তাহাদের
৫৭ সাক্ষ্য মিলিল না। অবশেষে কএক জন উঠিয়া তাঁ-
৫৮ হার প্রতিকূলে মিথ্যাসাক্ষ্য দিয়া কহিল, উহার মুখে আমরা এই কথা শুনিয়াছি, 'আমি এই হস্তকৃত মন্দির নষ্ট করিয়া তিন দিনের মধ্যে আর একটা অহস্তকৃত
৫৯ মন্দির নির্ম্মাণ করিব।' কিন্তু ইহাতেও তাহাদের সাক্ষ্য
৬০ মিলিল না। পরে মহাযাজক মধ্যস্থানে উঠিয়া যীশুকে জিজ্ঞাসিল, তুমি কি কিছুই উত্তর দিবা না? তোমার

৬১ বিরুদ্ধে ইহারা কি সাক্ষ্য দিতেছে? কিন্তু তিনি কোন উত্তর না দিয়া মৌনী হইয়া রহিলেন; পুনশ্চ মহা-যাজক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি সেই পরম-
৬২ ধন্যের পুত্র খ্রীষ্ট? তখন যীশু তাহাকে কহিলেন, আমি বটি; আর তোমরা মনুষ্যপুত্রকে সর্ব্বশক্তিমানের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া থাকিতে ও আকাশের মেঘের
৬৩ সহিত আসিতে দেখিবা। তাহাতে মহাযাজক আপন
৬৪ বস্ত্র ছিঁড়িয়া কহিল, আর সাক্ষিতে আমাদের কি প্রয়োজন? তোমরা ঈশ্বরনিন্দার কথা শুনিলা; কি বিবেচনা কর? তখন তাহারা সকলে তাঁহাকে দোষী করি-
৬৫ য়া বলিল, সে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য। পরে কেহ২ তাঁহার গাত্রে থুথু দিতে লাগিল, এবং তাঁহার মুখ আচ্ছাদন করিয়া তাঁহাকে চড় মারিয়া কহিল, ঈশ্বরীয় বাক্য বল; এবং অনুচরেরাও তাঁহাকে চপেটাঘাত করিতে লাগিল।

৬৬ তখন পিতর্ নীচে প্রাঙ্গণে ছিল, তাহাতে মহাযাজ-
৬৭ কের এক দাসী আসিয়া তাহাকে অগ্নিতাপ লইতে দেখিয়া তাহার প্রতি একদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক কহিল,
৬৮ তুমিও নাসরতীয় যীশুর সঙ্গে ছিলা। কিন্তু সে অস্বীকার করিয়া কহিল, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা আমি জানি না এবং বুঝিও না। পরে সে বাহিরের প্রাঙ্গণে গেলে
৬৯ কুকুড়া ডাকিল। কিন্তু দাসী তাহাকে দেখিয়া পুনরায় নিকটস্থ লোককে বলিতে লাগিল, এ তাহাদের এক
৭০ জন। তাহাতে সে দ্বিতীয় বার অস্বীকার করিল। কিঞ্চিৎ কাল পরে নিকটে দণ্ডায়মান লোকেরা পিতরকে পুনর্ব্বার বলিল, তুমি অবশ্য তাহাদের এক জন, কেননা তুমি গালীলীয় মনুষ্য, আর তোমার ভাষাও সেই প্র-
৭১ কার। কিন্তু সে অভিশাপ পূর্ব্বক দিব্য করিয়া বলিতে

লাগিল, তোমরা যে মানুষের কথা বলিতেছ, তাহাকে
৭২ আমি চিনি না। তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় বার কুকুড়া ডাকিল,
তখন কুকুড়ার দ্বিতীয় ডাকের পূর্ব্বে তুমি তিন বার
আমাকে অস্বীকার করিবা, এই যে কথা যীশু তাহাকে
কহিয়াছিলেন, তাহা পিতরের মনে পড়িল, তাহাতে সে
ভাবিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল।

১৫ অধ্যায়।

১ পরে প্রভাত হইবামাত্র প্রধান যাজকেরা ও প্রাচী-
নেরা ও অধ্যাপকেরা প্রভৃতি তাবৎ মন্ত্রী সভা করিয়া
যীশুকে বান্ধিয়া পীলাতের নিকটে লইয়া গিয়া সম-
২ র্পণ করিল। তখন পীলাত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,
তুমি কি যিহূদীয়দের রাজা? তাহাতে তিনি উত্তর করি-
৩ লেন, তুমি তাহা বলিলা। অপর প্রধান যাজকেরা
তাঁহার প্রতি অনেক২ দোষারোপ করিতে লাগিল,
৪ (কিন্তু তিনি কিছু উত্তর দিলেন না।) তখন পীলাত
তাঁহাকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিয়া কহিল, তুমি কি
কিছু উত্তর দিবা না! দেখ, ইহারা কত বিষয়ে তো-
৫ মার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে। কিন্তু যীশু তখনও কিছু
উত্তর দিলেন না; তাহাতে পীলাতের আশ্চর্য্য জ্ঞান
হইল।

৬ ঐ পর্ব্বসময়ে সে লোকদের অনুরোধে তাহাদের প্রা-
৭ র্থিত এক জন বন্দিকে মুক্ত করিত। আর যাহারা উপ-
প্লব করিয়া নরহত্যা করিয়াছিল, এমত উপপ্লবকারি-
গণের মধ্যে বারব্বা নামে এক জন সেই সময়ে কারা-
৮ বদ্ধ ছিল। অতএব লোকেরা পূর্ব্বাপর রীতির কথা বলিয়া
উচ্চৈঃস্বরে চেঁচাইয়া তাহার নিকটে নিবেদন করিতে

৯ লাগিল। তখন পীলাত তাহাদিগকে কহিল, তবে আমি কি যিহূদীয়দের রাজাকে মুক্ত করিব? এ কি তোমাদের ১০ ইচ্ছা? কেননা প্রধান যাজকেরা যে ঈর্ষ্যাভাবে যীশুকে ১১ সমর্পণ করিয়াছিল, তাহা সে জানিল। কিন্তু প্রধান যাজকেরা লোকদিগকে প্রবৃত্তি দিয়া বরং বারব্বার মুক্তি ১২ চাহিতে বলিল। পরে পীলাত পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, তবে যাহাকে যিহূদীয়দের রাজা করিয়া বল, তাহাকে ১৩ কি করিব? তোমাদের ইচ্ছা কি? তখন তাহারা পুনর্ব্বার ১৪ উচ্চৈঃস্বরে বলিল, তাহাকে ক্রুশে হত কর। তাহাতে পীলাত কহিল, কেন? সে কি অপরাধ করিয়াছে? কিন্তু তাহারা আরও অধিক চেঁচাইয়া বলিল, তাহাকে ক্রুশে ১৫ হত কর। তাহাতে পীলাত লোকসমূহকে তুষ্ট করিতে ইচ্ছা করিয়া তাহাদের প্রার্থিত বারব্বাকে মুক্ত করিল, এবং যীশুকে কোড়া প্রহার করাইয়া ক্রুশে হত হওনার্থে সমর্পণ করিল।

১৬ অনন্তর সৈন্যগণ অট্টালিকার মধ্যে অর্থাৎ অধিপতির বাটীর ভিতরে যীশুকে লইয়া গিয়া সেনাসমূহকে ডা- ১৭ কিল। পরে তাহারা তাঁহাকে কৃষ্ণলোহিতবর্ণ বস্ত্র পরি- ধান করাইল, এবং কণ্টকের মুকুট গাঁথিয়া তাঁহার ১৮ মস্তকে দিল, এবং হে যিহূদীয়দের রাজন্, নমস্কার, ১৯ ইহা বলিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিতে লাগিল। এবং তাঁহার মস্তকে নলাঘাত করিল, ও তাঁহার মুখে থুথু দিল, ও তাঁহার সম্মুখে হাঁটু পাতিয়া প্রণাম করিল। ২০ এই রূপে তাঁহাকে বিদ্রূপ করিলে পর ঐ কৃষ্ণলো- হিতবর্ণ বস্ত্র খুলিয়া পুনশ্চ তাঁহার নিজ বস্ত্র পরিধান করাইল। পরে তাঁহাকে ক্রুশে বদ্ধ করিতে বাহিরে লইয়া গেল।

২১ তৎকালে সিকন্দরের ও রূফের পিতা শিমোন্ নামে

এক জন কুরীণীয় লোক কোন পল্লীগ্রাম হইতে আসি-
তেছিল, তাহাকেই তাহারা যীশুর ক্রুশ বহনার্থে বলেতে
২২ ধরিল। অনন্তর গুল্গল্টা অর্থাৎ মাথাখুলী নামক স্থানে
২৩ যীশুকে আনিলে পর তাহারা তাঁহাকে গন্ধরসে মিশ্রিত
দ্রাক্ষারস পান করিতে দিল; কিন্তু তিনি গ্রহণ করিলেন
২৪ না। পরে তাঁহাকে ক্রুশে বদ্ধ করিয়া প্রত্যেক জন কি
পাইবে, তাহার নির্ণয়ার্থে গুলিবাঁট পূর্ব্বক তাঁহার বস্ত্র
২৫ অংশ করিয়া লইল। এক প্রহর বেলার সময়ে তা-
২৬ হারা তাঁহাকে ক্রুশে বদ্ধ করিল। এবং 'এ যিহূদীয়দের
রাজা,' এই অপবাদের লিপিপত্র তাঁহার ঊর্দ্ধে স্থাপিত
২৭ ছিল। আর তাঁহার বাম ও দক্ষিণ দুই দিগে দুই
২৮ দস্যুকে তাঁহার সহিত ক্রুশে বদ্ধ করিয়াছিল। তাহাতে
"তিনি অধর্ম্মাচারিদের সহিত গণিত হইলেন," এই শা-
স্ত্রোক্ত বচন সফল হইল।

২৯ আর যে২ লোক ঐ পথ দিয়া যাতায়াত করিতেছিল,
তাহারা শিরশ্চালন পূর্ব্বক তাঁহাকে নিন্দা করিয়া কহিল,
হে মন্দির ভগ্নকারি ও তিন দিনের মধ্যে তাহার
৩০ নির্ম্মাণকারি, আপনাকে রক্ষা করিয়া ক্রুশ হইতে নাম।
৩১ এবং প্রধান যাজকেরা ও অধ্যাপকেরাও সেই মত বি-
দ্রূপ করিয়া পরস্পর কহিল, এ অন্য২ লোককে রক্ষা
৩২ করিত, কিন্তু আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না। হে
ইস্রায়েলের রাজন্ খ্রীষ্ট, এখন ক্রুশ হইতে নাম, তা-
হাতে আমরা তাহা দেখিয়া বিশ্বাস করিব; আর যা-
হারা তাঁহার সঙ্গে ক্রুশে বদ্ধ ছিল, তাহারাও তাঁহাকে
তিরস্কার করিল।

৩৩ পরে বেলা দ্বিতীয় প্রহরাবধি তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত
৩৪ সমুদয় দেশ অন্ধকারাবৃত হইল। এবং তৃতীয় প্রহর
সময়ে যীশু উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, এলী২ লামা শিব-

ক্তনী, অর্থাৎ "হে আমার ঈশ্বর, হে আমার ঈশ্বর,
৩৫ "তুমি কেন আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছ?" তাহা-
তে সে স্থানে দণ্ডায়মান লোকদের মধ্যে কেহ২ ঐ
কথা শুনিয়া কহিল, দেখ, ইনি এলিয়কে ডাকিতেছেন।
৩৬ তখন এক জন দৌড়িয়া একখান স্পঞ্জেতে অম্লরস ভরি-
য়া তাহা নলে লাগাইয়া তাঁহাকে পান করিতে দিয়া
কহিল, থাক, এলিয় উহাকে নামাইতে আইসেন কি না,
তাহা দেখি।

৩৭ পরে যীশু উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া প্রাণ ত্যাগ করি-
৩৮ লেন। তখন মন্দিরের বিচ্ছেদ বস্ত্র উপর ভাগ অবধি
৩৯ নামো পর্য্যন্ত চিরিয়া দুই খান হইল। আর এই
প্রকার উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া তাঁহাকে প্রাণ ত্যাগ করি-
তে দেখিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিল যে শত-
সেনাপতি, সে কহিল, সত্য, এই ব্যক্তি ঈশ্বরের পুত্র
ছিলেন।

৪০ তখন কতক স্ত্রীলোক কিঞ্চিৎ দূরে থাকিয়া ঐ সকল
দেখিতেছিল; তাহাদের মধ্যে মগ্দলীনী মরিয়ম্ এবং
ছোট যাকূবের ও যোশির মাতা অন্য মরিয়ম্ ও শা-
৪১ লোমী, এই কএক জন পূর্ব্বে গালীল্ প্রদেশে থাকিবার
সময়ে যীশুর পশ্চাদ্গমন করিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করি-
ত, এবং তাঁহার সঙ্গে যিরূশালমে আগত অন্য অনেক
স্ত্রীলোকও সেই স্থানে ছিল।

৪২ তখন বেলা অবসান হইয়াছিল, অতএব আয়োজন
৪৩ দিবস অর্থাৎ বিশ্রামবারের পূর্ব্বদিবস হওয়াতে, অরিম-
থীয় যূষফ্ নামক যে সম্ভ্রান্ত মন্ত্রী ঈশ্বররাজত্বের অপে-
ক্ষা করিত, সে আসিয়া উৎসাহ পূর্ব্বক পীলাতের নি-
৪৪ কটে গিয়া যীশুর দেহ যাচ্ঞা করিল। কিন্তু তিনি
এত শীঘ্র মরিলেন, পীলাত এ কথা অসম্ভব বোধ

করিয়া ঐ শত সেনাপতিকে ডাকাইয়া, তিনি কত ক্ষণ
৪৫ মরিয়াছেন, ইহা জিজ্ঞাসা করিল। পরে শতসেনাপতির
প্রমুখাৎ তাহা অবগত হইয়া যূষফকে যীশুর দেহ দান
৪৬ করিল। পরে সে একখান চাদর ক্রয় করিয়া তাঁহাকে
নামাইয়া ঐ চাদরে বেষ্টন করিয়া শৈলে খোদিত এক
কবরেতে রাখিল; এবং কবরের দ্বারে একখান প্রস্তর
৪৭ গড়াইয়া দিল। কিন্তু তাঁহাকে যে স্থানে রাখা যায়, তাহা
মগ্দলীনী মরিয়ম্ ও যোশির মাতা মরিয়ম্ দেখিল।

১৬ অধ্যায়।

১ অপর বিশ্রামদিনের অবসান হইলে মগদলীনী মরি-
য়ম্ ও যাকুবের মাতা মরিয়ম্ এবং শালোমী ইহারা
তাঁহাকে মাখাইতে যাইবার জন্যে সুগন্ধি দ্রব্য ক্রয়
২ করিল। পরে সপ্তাহের প্রথম দিনে অতি প্রত্যূষে
৩ সূর্য্যোদয় সময়ে ঐ কবরস্থানে যাইতেছিল। এবং পরস্পর
কহিতেছিল, কবরের দ্বারহইতে আমাদের জন্যে ঐ
প্রস্তরকে কে সরাইয়া দিবে? কেননা তাহা অতি বড়
৪ ছিল। ইতোমধ্যে সেই দিগে দৃষ্টিপাত করিয়া ঐ প্রস্তর
৫ সরাণ গিয়াছে, ইহা দেখিল। পরে তাহারা কবরের
ভিতরে গিয়া তাহার দক্ষিণপার্শ্বে শুক্লবর্ণ দীর্ঘ পরি-
চ্ছদাবৃত এক যুবা বসিয়া আছে, ইহা দেখিয়া উদ্বিগ্ন
৬ হইল। কিন্তু সে তাহাদিগকে কহিল, উদ্বিগ্ন হইও না,
তোমরা ক্রুশে হত নাসরতীয় যীশুর অন্বেষণ করিতেছ;
তিনি উঠিয়াছেন, এ স্থানে নাই; দেখ, যে স্থানে
৭ তাঁহাকে রাখা গিয়াছিল, এ সেই স্থান। অতএব তো-
মরা যাইয়া পিতর্ প্রভৃতি তাঁহার শিষ্যগণকে বল,
তিনি যেরূপ কহিয়াছিলেন, তদনুসারে তোমাদের অগ্রে

গালীলেতে যাইবেন, সে স্থানে তোমরা তাঁহাকে দেখি-
৮ তে পাইবা। তখন তাহারা কম্পান্বিতা ও বিস্ময়াপন্না
হইয়া ত্বরায় কবর হইতে বাহির হইয়া পলায়ন করিল,
এবং ভয় প্রযুক্ত কাহাকেও কিছু কহিল না।

৯ সপ্তাহের প্রথম দিবসে যীশু পুনরুত্থান করিয়া প্রথমে
সেই মগদলীনী মরিয়মকে দর্শন দিলেন যাহা হইতে
১০ সাত ভূত ছাড়াইয়াছিলেন। তাহাতে সে গিয়া শোক
ও রোদনকারি তাঁহার পূর্ব্ব সঙ্গিদিগকে সংবাদ দিল;
১১ কিন্তু তিনি যে পুনর্জীবিত হইয়া তাহাকে দর্শন দিয়া-
ছেন, এ কথা শুনিয়া তাহারা প্রত্যয় করিল না।

১২ পরে তাহাদের দুই জনের পল্লীগ্রামে গমন সময়ে
১৩ তিনি রূপান্তর হইয়া তাহাদিগকে দর্শন দিলেন। তা-
হাতে তাহারাও যাইয়া অন্য সকলকে জানাইল, কিন্তু
তাহাদের কথাতে তাহারা প্রত্যয় করিল না।

১৪ পরে সেই একাদশ শিষ্য ভোজনে বসিলে তিনি
তাহাদিগকে দর্শন দিলেন, এবং যাহারা তাঁহাকে পুন-
র্জীবিত দেখিয়াছিল, তাহাদের কথাতে তাহারা প্র-
ত্যয় করে নাই, এই হেতুক তাহাদের অবিশ্বাস ও
মনের কাঠিন্য প্রযুক্ত তাহাদিগকে অনুযোগ করিলেন।
১৫ পরে তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা সমুদয় জগতে
গিয়া সমস্ত লোকদের নিকটে সুসমাচার প্রচার কর।
১৬ তাহাতে যে কেহ বিশ্বাস করিয়া বাপ্তাইজিত হইবে,
সে পরিত্রাণ পাইবে; কিন্তু যে বিশ্বাস না করিবে,
১৭ সে দণ্ডের পাত্র হইবে। আর যাহারা বিশ্বাস করিবে,
এই২ লক্ষণ তাহাদের অনুবর্ত্তী হইবে; তাহারা আ-
মার নামদ্বারা ভূতগণকে ছাড়াইবে, এবং নূতন ভাষা
১৮ কহিতে পারিবে। আর সর্প তুলিলে কিম্বা প্রাণনাশক
কোন বস্তু পান করিলে তাহাদের কিছু ক্ষতি হইবে

না; এবং পীড়িতদের গাত্রে হস্তার্পণ করিলে তাহারা সুস্থ হইবে।

১৯ এই রূপে তাহাদের সহিত আলাপ করিলে পর প্রভু
২০ স্বর্গে নীত হইয়া ঈশ্বরের দক্ষিণে বসিলেন। কিন্তু তাহারা প্রস্থান করিয়া সর্ব্বত্র ঘোষণা করিল; আর প্রভু সহকারী হইয়া অনুবর্ত্তি লক্ষণদ্বারা তাহাদের বাক্য সপ্রমাণ করিলেন। [আমেন্]

লূক লিখিত সুসমাচার।

---

১ অধ্যায়।

১ যাহারা প্রথমাবধি সাক্ষী এবং বাক্যের সেবক তাহা-
২ দের শিক্ষানুসারে আমাদের মধ্যে সপ্রমাণরূপে প্রচ-
লিত সকল বিষয়ের বৃত্তান্ত অন্য২ অনেকেই রচনা
৩ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। অতএব হে মহামহিম থিয়-
ফিল, আমিও প্রথমাবধি সে সমস্ত উত্তমরূপে অবগত
হওয়াতে আনুপূর্ব্বিক তাবৎ বিবরণ তোমাকে লিখিতে
৪ মনস্থ করিলাম; তাহাতে তুমি যে সকল কথা শিক্ষিত
হইয়াছ, তাহার প্রামাণ্য জ্ঞাত হইবা।

৫ যিহূদা দেশীয় হেরোদ রাজার অধিকার সময়ে অবি-
য়ের পালার মধ্যে সিখরিয় নামে এক জন যাজক ছিল;
তাহার স্ত্রী হারোণের বংশোদ্ভবা, এবং ইলীশেবা তা-
৬ হার নাম। এই দুই জন ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ধার্ম্মিক ছিল,
পরমেশ্বরের সমস্ত আজ্ঞা ও ধর্ম্মবিধি নির্দ্দোষরূপে পালন
৭ করিত। ইলীশেবা বন্ধ্যা হওয়াতে তাহাদের সন্তান ছিল
৮ না, ও তাহারা দুই জন বৃদ্ধ ছিল। ঐ সিখরিয় যখন নিজ
পালানুক্রমে ঈশ্বরের সাক্ষাতে যাজকীয় কর্ম্ম করিতে-
৯ ছিল, তখন যজ্ঞকর্ম্মের রীতিক্রমে গুলিবাঁটদ্বারা তাহা-
কে পরমেশ্বরের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ধূপ জ্বালাইতে
১০ হইল; সেই ধূপ জ্বালাওনের সময়ে লোকসমূহ বাহিরে
১১ প্রার্থনা করিতেছিল। তখন পরমেশ্বরের এক দূত ধূপ-

বেদির দক্ষিণ পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাকে দর্শন
১২ দিল। তাহাকে দেখিয়া সিখরিয় উদ্বিগ্ন ও ভয়গ্রস্ত হইল।
১৩ কিন্তু সে দূত তাহাকে কহিল, হে সিখরিয়, ভয় করিও
না; কেননা তোমার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইয়াছে, এবং
তোমার স্ত্রী ইলীশেবা পুত্র প্রসব করিবে, ও তুমি
১৪ তাহার নাম যোহন রাখিবা। তাহাতে তুমি আনন্দ
ও উল্লাস করিবা, এবং তাহার জন্মেতে অনেকে আ-
১৫ নন্দিত হইবে। যেহেতুক পরমেশ্বরের গোচরে সে মহান্
হইবে, এবং দ্রাক্ষারস কি সুরা কিছুই পান করিবে
না; আর মাতার গর্ভস্থ হওনাবধি পবিত্র আত্মাতে
১৬ পরিপূর্ণ হইবে। সে ইস্রায়েল বংশের অনেককে তাহা-
১৭ দের প্রভু পরমেশ্বরের প্রতি ফিরাইবে। সে এলিয়ের
আত্মা ও শক্তি বিশিষ্ট হইয়া তাঁহার অগ্রে গমন
করিয়া সন্তানদের প্রতি পিতৃগণের মন ফিরাইবে, ও
অনাজ্ঞাবহদিগকে ধার্ম্মিকদের মতি দিয়া পরমেশ্বরের নি-
১৮ মিত্তে সুসজ্জিত এক প্রজাবর্গকে প্রস্তুত করিবে। তখন
সিখরিয় দূতকে কহিল, ইহা আমি কি প্রকারে জানিব?
কেননা আমি বৃদ্ধ, এবং আমার স্ত্রীরও অধিক বয়স
১৯ হইয়াছে। তাহাতে দূত উত্তর করিয়া কহিল, আমি
ঈশ্বরের সাক্ষাতে দণ্ডায়মান গাব্রিয়েল্ (নামে দূত;)
তোমার সহিত কথোপকথন করিতে ও তোমাকে এই
২০ সুসমাচার দিতে প্রেরিত হইলাম। কিন্তু দেখ, এই সকল
যে দিনে ঘটিবে, সেই দিন পর্য্যন্ত তুমি বোবা হইয়া
বাক্‌শক্তিহীন থাকিবা; যেহেতুক আমার এই যে বাক্য
উপযুক্ত সময়ে সফল হইবে, তাহাতে তুমি প্রত্যয়
২১ করিলা না। ইতিমধ্যে লোক সকল সিখরিয়ের অপে-
ক্ষাতে ছিল, এবং মন্দিরের মধ্যে তাহার বিলম্ব করাতে
২২ আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতে লাগিল। পরে সে বাহিরে আ-

সিয়া তাহাদের প্রতি কথা বলিতে পারিল না, কিন্তু তাহাদের নিকটে নানা সঙ্কেত করাতে মন্দিরের মধ্যে সে কোন দর্শন পাইয়াছে, তাহা তাহারা বুঝিল; তদ-
২৩ বধি সে বোবা হইয়া রহিল। পরে তাহার উপাসনা করণের সময় সম্পূর্ণ হইলে সে নিজ গৃহে গমন করিল।
২৪ কিছু দিন পরে তাহার স্ত্রী ইলীশেবা গর্ব্ভিণী হইল;
২৫ তাহাতে সে পাঁচ মাস সংগোপনে থাকিয়া কহিল, লোকদের নিকটে আমার অপমান খণ্ডাইবার নিমিত্তে এই সময় নিশ্চয় করিয়া পরমেশ্বর আমার সহিত এমন ব্যবহার করিলেন।

২৬ অপর ষষ্ঠ মাসে গাব্রিয়েল দূত পরমেশ্বরকর্ত্তৃক গা-
২৭ লীল্‌দেশের নাসরৎ নগরে দায়ূদ বংশোদ্ভব যূষফ নামক পুরুষের প্রতি বাগদত্তা এক কন্যার নিকটে প্রেরিত
২৮ হইল; সেই কন্যার নাম মরিয়ম্। ঐ দূত গৃহমধ্যে তাহার কাছে আসিয়া কহিল, ওগো মহানুগৃহীতে, তোমার কল্যাণ হউক; পরমেশ্বর তোমার সহায়; নারী-
২৯ গণের মধ্যে তুমিই ধন্যা। তখন সে তাহাকে দেখিয়া তাহার কথাতে উদ্বিগ্না হইয়া, এ কেমন মহৎ সম্ভাষণ,
৩০ ইহা মনে ভাবিতে লাগিল। তাহাতে দূত কহিল, ওগো মরিয়ম্, ভয় করিও না, তুমি ঈশ্বরের নিকটে অনুগ্রহ
৩১ পাইয়াছ। আর দেখ, তুমি গর্ব্ভিণী হইয়া পুত্র প্রসব
৩২ করিবা, ও তাঁহার নাম যীশু [ত্রাণকর্ত্তা] রাখিবা। তিনি মহান্ হইবেন, এবং সর্ব্বোপরিস্থের পুত্র এই নাম পাইবেন, আর প্রভু পরমেশ্বর তাহার পিতা দায়ূদের
৩৩ সিংহাসন তাঁহাকে দিবেন; এবং তিনি যাকুবের বংশের উপরে অনন্ত কাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিবেন; ও তাঁহার
৩৪ রাজত্বের শেষ হইবে না। তখন মরিয়ম্ ঐ দূতকে কহিল, আমি পুরুষকে জানি না, তবে কি প্রকারে ইহা সম্ভব

৩৫ হইবে? তাহাতে দূত উত্তর করিল, পবিত্র আত্মা তো-
মাতে আশ্রয় করিবেন, এবং সর্ব্বোপরিস্থের শক্তি তো-
মার উপরে ছায়া করিবে; এই কারণ তোমার সেই
৩৬ পবিত্র গর্ভফলের নাম ঈশ্বরের পুত্র হইবে। আর দেখ,
তোমার জ্ঞাতি যে ইলীশেবা সেও বৃদ্ধকালে এক সন্তান
গর্ব্ভে ধারণ করিয়াছে। সকলে তাহাকে বন্ধ্যা বলিত,
কিন্তু এই তাহার গর্ব্ভের ষষ্ঠ মাস; কেননা ঈশ্বরের
৩৭ অসাধ্য কিছুই নাই। তখন মরিয়ম্ কহিল, দেখ, আমি
৩৮ পরমেশ্বরের দাসী; আমার প্রতি তোমার বাক্যানুসারে
ঘটুক। পরে দূত তাহার নিকটহইতে প্রস্থান করিল।
৩৯ তৎকালে মরিয়ম্ তথাহইতে পর্ব্বতময় প্রদেশীয় যিহূ-
৪০ দার এক নগরেতে ত্বরায় গমন করিল। পরে সিখরিয়ের
বাটীতে প্রবিষ্টা হইয়া ইলীশেবাকে সম্বোধন করিল।
৪১ তাহাতে মরিয়মের সম্বোধনবাক্য ইলীশেবার শ্রবণমাত্রে
৪২ তাহার উদরমধ্যে বালক নাচিয়া উঠিল; এবং ইলী-
শেবা পবিত্র আত্মাতে পরিপূর্ণা হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে
লাগিল, নারীগণের মধ্যে তুমি ধন্যা, এবং ধন্য তোমার
৪৩ গর্ব্ভের ফল। আর আমার প্রভুর মাতা আমার কাছে
আইসে, আমার এমন সৌভাগ্য কি প্রকারে হইল?
৪৪ দেখ, তোমার সম্বোধনবাক্যের শব্দ আমার কর্ণকুহরে
আসিবামাত্র শিশু আমার উদরমধ্যে আনন্দে নাচিয়া
৪৫ উঠিল। আর ধন্যা তুমি যে বিশ্বাস করিলা, যেহেতুক
তোমার প্রতি কথিত পরমেশ্বরের বাক্য সিদ্ধ হইবে।
৪৬ তখন মরিয়ম্ কহিল, আমার মন পরমেশ্বরের ধন্যবাদ
৪৭ করিতেছে, এবং আমার আত্মা আমার ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্ব-
৪৮ রেতে উল্লাসিত হইতেছে। কারণ তিনি নিজ দাসীর
দুঃখাবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন; কেননা দেখ,
অদ্যাবধি পুরুষপরম্পরা সকলেই আমাকে ধন্যা বলিবে।

৪৯ যিনি সর্ব্বশক্তিমান, ও যাঁহার নাম পবিত্র, তিনি আ-
৫০ মার জন্যে মহৎকর্ম্ম করিলেন। এবং যাহারা তাঁহাকে
ভয় করে, তাহাদের পুরুষপরম্পরার প্রতি তাঁহার করুণা
৫১ আছে। তিনি আপন বাহুদ্বারা বলবানের কর্ম্ম করেন;
তিনি দর্পকারিদিগকে তাহাদের মনের কুমন্ত্রণাতে ছিন্ন-
৫২ ভিন্ন করেন; এবং কর্ত্তাদিগকে সিংহাসনহইতে নামান,
৫৩ ও নম্রদিগকে উন্নত করেন। এবং ক্ষুধার্ত্তদিগকে উত্তম
সামগ্রীদ্বারা তৃপ্ত করেন, ও ধনবানদিগকে রিক্ত হস্তে
৫৪ বিদায় করেন। তিনি আমাদের পিতৃলোকদের কাছে
৫৫ যেমন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তদনুসারে ইব্রাহীমের ও
তাহার বংশের প্রতি অনন্তকাল পর্য্যন্ত দয়ার কথা স্মরণ
৫৬ করণার্থে নিজ সেবক ইস্রায়েলের উপকার করেন। পরে
মরিয়ম্ প্রায় তিন মাস ইলীশেবার সহিত বাস করিয়া
নিজ গৃহে ফিরিয়া গেল।

৫৭ তদনন্তর ইলীশেবার প্রসবের সময় উপস্থিত হইলে
৫৮ সে পুত্র প্রসব করিল। তাহাতে পরমেশ্বর তাহার প্রতি
মহানুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা শুনিতে পাইয়া প্রতি-
বাসি ও কুটুম্ব লোকেরা তাহার সহিত আমোদ করিল।
৫৯ পরে অষ্টম দিনে বালকের ত্বক্ছেদ করিতে আসিয়া
তাহার পিতার নামানুসারে তাহার নাম সিখরিয় রা-
৬০ খিতে চাহিল। কিন্তু তাহার মাতা কহিল, তাহা নয়,
৬১ উহার নাম যোহন হইবে। তখন তাহারা কহিল, তো-
৬২ মার বংশের মধ্যে সেই নামবিশিষ্ট কেহ নাই। পরে
তাহার পিতা সিখরিয়কে সঙ্কেত পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল,
৬৩ তোমার ইচ্ছাতে বালকের কি নাম রাখা যাইবে? তা-
হাতে সে এক লিপির পত্র চাহিয়া লইয়া লিখিল, উহার
নাম যোহন হইবে; তাহাতে সকলেই আশ্চর্য্য জ্ঞান
৬৪ করিল। এবং তৎক্ষণাৎ সিখরিয়ের জিহ্বার জড়তা ঘুচি-

লে মুখ খুলিয়া যাওয়াতে সে বাক্য উচ্চারণ করিয়া
৬৫ ঈশ্বরের গুণানুবাদ করিতে লাগিল। তাহাতে চতুর্দ্দিকস্থ
প্রতিবাসি সকলে ভয় পাইল, আর যিহূদার পর্ব্বতময়
প্রদেশের সর্ব্বত্র লোকেরা এই সকল কথা বলাবলি
৬৬ করিতে লাগিল। আর যত লোক তাহা শুনিল, সকলে
মনে ২ বিবেচনা করিয়া কহিল, এ কেমন বালক হইবে?
আর পরমেশ্বর তাহার সহায় হইলেন।
৬৭ তখন তাহার পিতা সিখরিয় পবিত্র আত্মাতে পরি-
৬৮ পূর্ণ হইয়া এই মত ভবিষ্যদ্বাক্য কহিল. ইস্রায়েলের প্রভু
পরমেশ্বর ধন্য, কেননা তিনি কৃপাদৃষ্টি করিয়া আপন
৬৯ প্রজাদিগের মুক্তি করিলেন। এবং আপন দাস দায়ূ-
দের বংশে আমাদের জন্যে এক শক্তিমান ত্রাণকর্ত্তাকে
৭০ উৎপন্ন করিলেন। তিনি পূর্ব্বকালাবধি আপন পবিত্র
৭১ ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের মুখদ্বারা তাহাই কহিয়া শত্রুগণহইতে ও
৭২ ঘৃণকারি সকলের হস্তহইতে আমাদের উদ্ধার করিতে,
এবং আমাদের পিতৃগণের প্রতি কৃপা করিতে ও আপ-
নার পবিত্র নিয়ম স্মরণ করিতে স্বীকার করিয়াছেন।
৭৩ তিনি আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ইব্রাহীমের প্রতি এমত দিব্য
৭৪ করিয়াছিলেন, যাহাদ্বারা আমরা তাঁহার অনুগ্রহে বিপ-
ক্ষগণের হস্তহইতে নিস্তার পাইয়া নির্ভয়ে তাঁহার সেবা
৭৫ করিতে ২ পবিত্রতা ও ধর্ম্মাচরণে তাঁহার সাক্ষাতে আ-
৭৬ পন ২ জীবনের সমস্ত দিন যাপন করিতে পারিব। আর
হে বালক, তুমি সর্ব্বোপরিস্থের ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া বিখ্যাত
হইবা, কারণ তুমি প্রভুর পথ প্রস্তুত করিতে তাঁহার
৭৭ অগ্রগামী হইয়া তাঁহার প্রজাদিগকে তাহাদের পাপ-
৭৮ ক্ষমাতে পরিত্রাণের জ্ঞান দিবা। ইহার মূল আমাদের
ঈশ্বরের সেই মহাকৃপা, যাহাদ্বারা ঊর্দ্ধ্বস্থানের দিবাকর
৭৯ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া শান্তির পথে আমাদের

চরণ চালাইবার নিমিত্তে অন্ধকারে ও মৃত্যুচ্ছায়াতে উপবিষ্ট লোকদের প্রতি উদিত হইলেন।

৮০ পরে সেই বালক শরীরেতে ও বুদ্ধিতে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; আর সে ইস্রায়েল্ বংশীয় লোকদের নিকটে যাবৎ প্রকাশিত না হইল, তাবৎ প্রান্তরে বাস করিল।

২ অধ্যায়।

১ সেই সময়ে সমুদয় রাজ্যস্থ লোকদের নাম লিখিয়া দিবার আজ্ঞা আগস্ত কৈসর কর্তৃক প্রকাশিত হইল।
২ সেই নাম লিখিয়া দেওয়া সুরিয়া দেশের শাসনকর্ত্তা
৩ কূরীণিয়ের সময়ের পূর্ব্বে হইয়াছিল। অতএব নাম লিখিবার নিমিত্তে লোক সকল আপন২ নগরে গমন
৪ করিল। তাহাতে ঐ যূষফও আপনার বাগদত্তা স্ত্রী মরিয়মের সহিত নাম লিখিয়া দিবার জন্যে গালীল প্রদেশের নাসরৎ নগরহইতে যিহূদা প্রদেশের বৈৎলেহম
৫ নামক দায়ূদের নগরে গেল, যেহেতুক সে দায়ূদের কুলজ ও বংশজাত ছিল; তৎকালে মরিয়ম্ গর্ব্ভবতী ছিল।
৬ অপর তাহারা সেই স্থানে থাকিতে২ মরিয়মের প্রসবসময় সম্পূর্ণ হইলে সে আপনার প্রথমজাত সন্তানকে
৭ প্রসব করিল। আর ঐ উত্তরণীয় গৃহে স্থানাভাব প্রযুক্ত বালককে বস্ত্রদ্বারা বেষ্টন করিয়া যাবপাত্রে রাখিল।

৮ তৎকালে ঐ প্রদেশের কতক জন মেষপালক রাত্রিকালে প্রান্তরে থাকিয়া আপন২ পাল রক্ষার্থে প্রহরি
৯ কর্ম্ম করিতেছিল। তাহাদের নিকটে পরমেশ্বরের এক দূত আসিয়া দণ্ডায়মান হইল, এবং তাহাদের চতুষ্পার্শ্বে পরমেশ্বরের তেজ প্রকাশিত হইল; তাহাতে তাহারা
১০ অতিশয় ভীত হইল। তখন সে দূত কহিল, ভয় করিও না, কেননা দেখ, আমি তাবৎ লোকের মহানন্দজনক

১১ সুসমাচার তোমাদিগকে জানাইতেছি; ফলতঃ অদ্য দায়ূদের নগরে তোমাদের নিমিত্তে ত্রাণকর্ত্তা জন্মিলেন;
১২ তিনি প্রভু খ্রীষ্ট। আর ইহার এই চিহ্ন তোমাদিগকে দত্ত হইবে, তোমরা বস্ত্রবেষ্টিত এক বালককে যাবপাত্রে
১৩ শয়ান দেখিতে পাইবা। অনন্তর অকস্মাৎ এক বড় স্বর্গবাহিনী ঐ দূতের সঙ্গী হইয়া ঈশ্বরের গুণানুবাদ
১৪ করিতে২ এই কথা কহিতে লাগিল, 'সর্ব্বোপরিস্থ স্বর্গে ঈশ্বরের প্রশংসা, এবং পৃথিবীতে শান্তিভোগ হউক; মনুষ্যদিগেতে সন্তোষ হয়।'

১৫ অনন্তর ঐ দূতগণ তাহাদের নিকটহইতে স্বর্গে গেলে সেই মেষপালকেরা পরস্পর কহিল, আইস, আমরা এক বার বৈৎলেহম পর্য্যন্ত যাইয়া এই যে ঘটনার কথা পরমেশ্বর আমাদিগকে জানাইলেন, তাহা দেখি।
১৬ পরে তাহারা শীঘ্র গমন করিয়া মরিয়মের ও যূষফের
১৭ এবং যাবপাত্রে শয়ান ঐ বালকের তত্ত্ব পাইল। পরে সকলই দেখিয়া বালকের বিষয়ে যে কথা তাহাদিগকে
১৮ উক্ত হইয়াছিল, তাহা প্রচার করিল। তাহাতে যত লোক মেষপালকগণের প্রমুখাৎ ঐ বৃত্তান্ত শুনিল, সকলে
১৯ আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল। কিন্তু মরিয়ম্ এ সকল কথার
২০ মর্ম্ম বিবেচনা করিয়া মনেতে রাখিল। পরে মেষপালকদিগকে যে রূপ উক্ত হইয়াছিল, তদ্রূপ সকলই দেখিয়া শুনিয়া তাহারা ঈশ্বরের প্রশংসা ও ধন্যবাদ করিতে২ ফিরিয়া গেল।

২১ অনন্তর বালকের ত্বক্‌ছেদনের সময় অর্থাৎ অষ্টম দিবস উপস্থিত হইলে তাঁহার নাম যীশু, অর্থাৎ গর্ব্ভস্থ হওনের পূর্ব্বে স্বর্গদূত যে নাম প্রকাশ করিয়াছিল, সেই নাম রাখা গেল।

২২ পরে মূসা লিখিত ব্যবস্থানুসারে তাঁহাদের শুচি হওনের

২৩ কাল সম্পূর্ণ হইলে, প্রথমজাত প্রত্যেক পুরুষসন্তান পরমেশ্বরের উদ্দেশে পবিত্র বিখ্যাত হইবে, পরমেশ্বরের ব্যবস্থাতে লিখিত এই বচনানুসারে যীশুকে পর-
২৪ মেশ্বরের নিকটে উপস্থিত করিতে, এবং পরমেশ্বরের ব্যবস্থাতে প্রকাশিত বিধিমতে দুই ঘুঘুকে কিম্বা দুই কপোতের শাবককে বলিদান করিতে তাহারা তাঁহাকে লইয়া যিরূশালমে গমন করিল।

২৫ তৎকালে যিরূশালম নগরে শিমিয়োন্ নামে এক জন ধার্ম্মিক ও ভক্ত লোক ছিল; সে ইস্রায়েলের সান্ত্বনার অপেক্ষাতে থাকিত, এবং পবিত্র আত্মা তাহাতে অধি-
২৬ ষ্ঠান করিতেন। আর পরমেশ্বরের অভিষিক্ত ত্রাতার দর্শন না পাইলে তোমার মরণ হইবে না, এই কথা পবিত্র আত্মাকর্তৃক তাহার প্রতি প্রকাশিত হইয়াছিল।
২৭ সে আত্মার আকর্ষণ দ্বারা মন্দিরে আইল, এবং শিশু যীশুর পিতা মাতা যখন তাঁহার বিষয়ে ব্যবস্থানুযায়ি
২৮ ক্রিয়া করিতে তাঁহাকে মন্দিরে আনিল, তখন সেও তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ পূর্ব্বক কহিল,
২৯ হে প্রভো, নিজ বাক্যানুসারে আপন দাসকে এখন কু-
৩০ শলে বিদায় করুণ, কেননা তাবজ্জাতীয়দিগকে দীপ্তি
৩১ প্রদানার্থক দীপ্তিস্বরূপ, এবং তোমার প্রজা ইস্রায়েল লোকদের গৌরব স্বরূপ যে ত্রাণকর্ত্তাকে তুমি সকল
৩২ লোকের সম্মুখে উৎপন্ন করিয়াছ, তাঁহাকে আমি স্বচ-
৩৩ ক্ষুতে দেখিলাম। তখন তাঁহার মাতা ও যূষফ তাঁহার বিষয়ে কথিত এই সকল বাক্যে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতে
৩৪ লাগিল। অনন্তর শিমিয়োন্ তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহার মাতা মরিয়মকে কহিল, দেখ, ইস্রায়েল বংশের মধ্যে অনেকের পতন ও উত্থানের নিমিত্তে, এবং বিবাদাস্পদ হইবার নিমিত্তে এই বালক নিযুক্ত

৩৫ আছেন। আর তোমার নিজ প্রাণও খড়্গে বিদ্ধ হইবে। তাহাতে অনেকের মনের গুপ্ত ভাব প্রকাশ করা যাইবে।

৩৬ আর আশের বংশীয় পিনূয়েলের কন্যা হন্না নাম্নী এক অতি বৃদ্ধা ভবিষ্যদ্বক্ত্রী ছিল; সে বিবাহের পরে সাত ৩৭ বৎসর পর্য্যন্ত স্বামির সহিত বাস করিয়াছিল, পরে বিধবা হইয়া চৌরাশি বৎসর (বয়স) পর্য্যন্ত মন্দিরহইতে প্রস্থান না করিয়া উপবাস ও প্রার্থনা দ্বারা দিবারাত্রি ৩৮ ঈশ্বরের সেবা করিত। সেও ঐ সময়ে উপস্থিত হইয়া পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিল, এবং যিরূশালম নগর নিবাসি যত লোক মুক্তির অপেক্ষাতে ছিল, তাহাদিগকে যীশুর বৃত্তান্ত জানাইল।

৩৯ অনন্তর পরমেশ্বরের ব্যবস্থানুসারে সমস্ত কর্ম্ম সাধন করিলে পরে তাহারা গালীলের নাসরৎ নামক আপন ৪০ নগরে প্রত্যাগমন করিল। পরে বালক বৃদ্ধি পাইয়া আত্মাতে শক্তিমান ও জ্ঞানেতে পরিপূর্ণ হইতে লাগিলেন, এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাঁহাতে অধিষ্ঠান করিল।

৪১ তাঁহার পিতা মাতা প্রতি বৎসর নিস্তারপর্ব্ব সময়ে ৪২ যিরূশালমে যাইত। অপর যীশুর বারো বৎসর বয়স হইলে তাহারা পর্ব্ব সময়ের রীত্যনুসারে যিরূশালমে ৪৩ গমনানন্তর পর্ব্ব সম্পন্ন করিয়া যখন ফিরিয়া যাইতেছিল, তখন যীশু বালক যিরূশালমে রহিলেন; কিন্তু তাঁহার ৪৪ মাতা ও যূষফ তাহা না জানিয়া, তিনি সমভিব্যাহারিদের সঙ্গে আছেন, এমন বোধ করাতে এক দিনের পথ পর্য্যন্ত ৪৫ গেল; পরে জ্ঞাতি বন্ধু বান্ধবদের নিকটে অন্বেষণ করিয়া তাঁহার উদ্দেশ না পাওয়াতে তাঁহার অন্বেষণ করিতে২ ৪৬ যিরূশালমে ফিরিয়া গেল। এবং তিন দিনের পর মন্দিরে তাঁহাকে পাইল; তিনি পণ্ডিতগণের মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া তাহাদের কথা শ্রবণ ও তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন,

৪৭ এবং তাঁহার বুদ্ধিতে ও উত্তরেতে শ্রোতা সকল বিস্ময়া-
৪৮ পন্ন হইতেছিল। এই রূপে তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার পিতা মাতা চমৎকৃত হইল; এবং তাঁহার মাতা তাঁহাকে কহিল, হে পুত্র, আমাদের প্রতি এমন ব্যবহার কেন করিলা? দেখ, তোমার পিতা এবং আমি শোকাকুল
৪৯ হইয়া তোমার অন্বেষণ করিলাম। তাহাতে তিনি কহিলেন, আমার অন্বেষণ কেন করিলা? আমার পিতার অধিকারে থাকা আমার উচিত, ইহা কি তোমরা জা-
৫০ নিলা না? কিন্তু তাঁহার এই বাক্যের কি ভাব, তাহা
৫১ তাহারা বুঝিতে পারিল না। পরে তিনি তাহাদিগের সঙ্গে চলিয়া নাসরতে আসিয়া তাহাদিগের বশীভূত হইয়া থাকিলেন; কিন্তু এই সকল কথা তাঁহার মাতা
৫২ মনে রাখিল। পরে যীশুর বুদ্ধি ও বয়স এবং তাঁহার প্রতি ঈশ্বরের ও মনুষ্যের অনুগ্রহ বাড়িতে লাগিল।

৩ অধ্যায়।

১ অপর তিবিরিয় কৈসরের রাজত্বের পোনেরো বৎসর কালে, যখন পন্তীয় পিলাত যিহূদা দেশের অধিপতি, ও হেরোদ্ গালীল্ প্রদেশের রাজা, ও ফিলিপ নামে তাহার ভ্রাতা যিতূরিয়া ও ত্রাখোনীতিয়া প্রদেশের রাজা,
২ এবং লুষানিয় অবিলীনী প্রদেশের রাজা, এবং হানন্ ও কিয়ফা ইহারা প্রধান যাজক ছিল; ঐ সময়ে ঈশ্বরের বাক্য প্রান্তরে সিখরিয়ের পুত্র যোহনের নিকটে উপ-
৩ স্থিত হইল। তাহাতে সে যর্দ্দনের নিকটস্থ দেশে আসিয়া পাপক্ষমাচরণার্থক মনঃপরিবর্ত্তন সম্বন্ধীয় বাপ্তিস্মের কথা
৪ সর্ব্বত্র প্রচার করিতে লাগিল। যেমন যিশায়িয় ভবিষ্যদ্বক্তার গ্রন্থে লিপি আছে, যথা "প্রান্তরে এই বাক্যবাদি এক জনের রব আছে, পরমেশ্বরের পথ প্রস্তুত

মিয়ির পুত্র, শিমিয়ি যূষফের পুত্র, যূষফ যিহূদার পুত্র।
২৭ যিহূদা যোহানার পুত্র, যোহানা রীষার পুত্র, রীষা সি-
রুব্বাবিলের পুত্র, সিরুব্বাবিল শল্টীয়েলের পুত্র, শল্-
২৮ টীয়েল নেরির পুত্র। নেরি মল্কির পুত্র, মল্কি অদ্দীর
পুত্র, অদ্দী কোষমের পুত্র, কোষম ইলমোদদের পুত্র,
২৯ ইলমোদদ্ এরের পুত্র। এর্ যোশির পুত্র, যোশি
ইলীয়েষরের পুত্র, ইলীয়েষর্ যোরীমের পুত্র, যোরীম্
৩০ মত্ততের পুত্র, মত্তৎ লেবির পুত্র। লেবি শিমিয়োনের
পুত্র, শিমিয়োন্ যিহূদার পুত্র, যিহূদা যূষফের পুত্র, যূষফ
৩১ যোননের পুত্র, যোনন ইলিয়াকীমের পুত্র। ইলিয়াকীম
মিলেয়ার পুত্র, মিলেয়া মৈননের পুত্র, মৈনন্ মত্তত্তের
৩২ পুত্র, মত্তত্ত নাথনের পুত্র, নাথন দায়ূদের পুত্র। দায়ূদ
যিশয়ের পুত্র, যিশয়্ ওবেদের পুত্র, ওবেদ্ বোয়সের
পুত্র, বোয়স সলমোনের পুত্র, সলমোন নহশোনের
৩৩ পুত্র। নহশোন অম্মীনাদবের পুত্র, অম্মীনাদব অরা-
মের পুত্র, অরাম হিষ্রোণের পুত্র, হিষ্রোণ পেরসের
৩৪ পুত্র, পেরস যিহূদার পুত্র। যিহূদা যাকূবের পুত্র,
যাকুব্ ইস্‌হাকের পুত্র, ইস্‌হাক ইব্রাহীমের পুত্র, ইব্রা-
৩৫ হীম তেরহের পুত্র, তেরহ নাহোরের পুত্র। নাহোর্
সিরূগের পুত্র, সিরূগ্ রিয়ূর পুত্র, রিয়ূ পেলগের পুত্র,
৩৬ পেলগ এবরের পুত্র, এবর শেলহের পুত্র। শেলহ কৈন-
নের পুত্র, কৈনন্ অর্ফক্ষদের পুত্র, অর্ফক্ষদ্ শামের
৩৭ পুত্র, শাম্ নোহের পুত্র, নোহ লেমকের পুত্র। লেমক
মিথূশেলহের পুত্র, মিথূশেলহ হনোকের পুত্র, হনোক্
যেরদের পুত্র, যেরদ মহললেলের পুত্র, মহললেল্ কৈন-
৩৮ নের পুত্র। কৈনন ইনোশের পুত্র, ইনোশ শেতের পুত্র,
শেৎ আদমের পুত্র, আদম ঈশ্বরের পুত্র।

৪ অধ্যায়।

১ পরে যীশু পবিত্র আত্মাতে পূর্ণ হইয়া যর্দ্দন্ নদী হইতে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং আত্মার দ্বারা প্রান্তরে নীত
২ হইয়া চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত শয়তান কর্তৃক পরীক্ষিত হইলেন; সেই সকল দিন তিনি অনাহারে থাকিলেন; পরে
৩ সেই দিন সম্পূর্ণ হইলে ক্ষুধিত হইলেন। তাহাতে শয়তান তাঁহাকে কহিল, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র বট,
৪ তবে আজ্ঞাদ্বারা এই প্রস্তরগুলাকে রুটী কর। তাহাতে যীশু উত্তর করিলেন, এমত লিপি আছে, "মনুষ্য কেবল "রুটীতে বাঁচে না, কিন্তু ঈশ্বরের যে২ বাক্য তাহা-
৫ "দ্বারাই বাঁচে।" আর বার শয়তান তাঁহাকে এক উচ্চ পর্ব্বতের উপরে লইয়া গিয়া এক নিমিষের মধ্যে জগ-
৬ তের সমস্ত রাজ্য দেখাইল। পরে শয়তান তাঁহাকে বলিল, এই সকল রাজ্যের ঐশ্বর্য্য ও প্রতাপ আমি তোমাকে দিব; কেননা তাহা আমার স্থানে সমর্পিত আছে; আমার যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে তাহা দিতে
৭ পারি। অতএব তুমি যদি আমাকে প্রণাম কর, তবে
৮ এ সকলি তোমার হইবে। তখন যীশু তাহাকে উত্তর দিলেন, আমার সম্মুখহইতে দূর হও, শয়তান; লেখা আছে, "তুমি আপন প্রভু পরমেশ্বরকে প্রণাম করিও,
৯ "এবং কেবল তাঁহারি সেবা করিও।" আর বার সে তাঁহাকে যিরূশালমে লইয়া গিয়া মন্দিরের চূড়ার উপরে বসাইয়া কহিল, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র বট, তবে
১০ এ স্থানহইতে নীচে পড়; কেননা এমন লেখা আছে, "তিনি তোমাকে রক্ষা করিতে আপন দূতগণকে আজ্ঞা
১১ "দিবেন; তাহাতে তোমার চরণে যেন প্রস্তরাঘাত না "লাগে এ কারণ তাহারা তোমাকে হস্তে তুলিয়া লইবে।"

১২ তখন যীশু উত্তর করিলেন, ইহাও উক্ত আছে, "তুমি
১৩ "আপন প্রভু পরমেশ্বরের পরীক্ষা লইও না।" পরে
শয়তান পরীক্ষা সকল শেষ করিয়া ক্ষণেক কাল তাঁহা-
হইতে প্রস্থান করিল।

১৪ তখন যীশু আত্মার প্রভাবে পুনর্ব্বার গালীল প্রদেশে
প্রত্যাগমন করিলেন এবং তাঁহার সুখ্যাতি দেশের চারি
১৫ দিগে ব্যাপিল। এবং তিনি তাহাদের ভজনালয়ে উপদেশ
দিয়া সকলের কাছে প্রশংসিত হইতে লাগিলেন।

১৬ তদনন্তর তিনি আপন পালনের স্থান নাসরৎ নগরে
উপস্থিত হইলেন, এবং আপন ব্যবহারানুসারে বি-
শ্রামবারে ভজনালয়ে প্রবেশ করিয়া পাঠ করিতে দাঁ-
১৭ ড়াইলেন। তাহাতে যিশায়িয় ভবিষ্যদ্বক্তার গ্রন্থ তাঁ-
হার হস্তে সমর্পিত হইলে তিনি সেই পুস্তক খুলিয়া এই
বচন যে স্থানে লেখা আছে, সেই স্থান পাইলেন,
১৮ যথা, "পরমেশ্বরের আত্মা আমাতে অধিষ্ঠান করেন,
"কেননা তিনি দরিদ্র লোকদের কাছে সুসমাচার প্রচার
"করিতে আমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন, এবং ভগ্নান্তঃ-
"করণদিগকে সুস্থ করিতে, এবং বন্দি লোকদের প্রতি
"মুক্তির ও অন্ধদিগের প্রতি চক্ষু দানের কথা প্রচার
১৯ "করিতে, ও বদ্ধদিগকে নিস্তার করিতে এবং পরমেশ্ব-
"রের গ্রাহ্য বৎসর প্রচার করিতে আমাকে প্রেরণ করি-
২০ "য়াছেন।" পরে তিনি গ্রন্থ বন্ধন পূর্ব্বক সেবকের হস্তে
দিয়া আসনে বসিলেন; তাহাতে ভজনালয়ে যত লোক
ছিল, সকলেই তাঁহার প্রতি এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।
২১ পরে তিনি তাহাদিগকে কহিতে লাগিলেন, তোমাদের
কর্ণগোচরে প্রকাশিত এই শাস্ত্রীয় বচন অদ্য সিদ্ধ
২২ হইল। তাহাতে সকলেই তাঁহার বিষয়ে প্রমাণ দিতে,
ও তাঁহার মুখহইতে নির্গত অনুগ্রহের কথাতে আশ্চর্য্য

বোধ করিতে লাগিল, এবং কহিল, এ কি যূষফের পুত্র
২৩ নহে? তখন তিনি কহিলেন, তোমরা আমাকে অবশ্য
এই কথা বলিবা, হে চিকিৎসক, আপনাকেই সুস্থ কর;
কফরনাহূমে যাহা২ করিয়াছ শুনিলাম, সে সকল ক্রিয়া
২৪ এই স্বদেশেও কর। তিনি আরও কহিলেন, আমি সত্য
করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, কোন ভবিষ্যদ্বক্তাই স্ব-
২৫ দেশে গ্রাহ্য হয় না। কিন্তু আমি তোমাদিগকে যথার্থ
বলি, এলিয়ের বর্ত্তমান সময়ে যখন সাড়ে তিন বৎসর
পর্য্যন্ত আকাশ বন্ধ থাকাতে সমুদয় দেশে মহাদুর্ভিক্ষ
জন্মিল, তখন ইস্রায়েল্ দেশে অনেক২ বিধবা ছিল,
২৬ কিন্তু এলিয় তাহাদের মধ্যে কাহারো নিকটে প্রেরিত
না হইয়া কেবল সীদোন্ প্রদেশের সারিফৎ নগর-
২৭ নিবাসিনী এক বিধবার নিকটে প্রেরিত হইল। আর
ইলীশায় ভবিষ্যদ্বক্তার বর্ত্তমান সময়ে ইস্রায়েল্ দেশে
অনেক২ কুষ্ঠী ছিল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহ পরিষ্কৃত
হইল না, কেবল সুরিয়াদেশীয় নামান পরিষ্কৃত হইল।
২৮ এই কথা শুনিয়া ভজনালয়স্থিত লোকেরা সকলে ক্রোধে
২৯ পরিপূর্ণ হইল, এবং উঠিয়া তাঁহাকে নগরহইতে বাহির
করিয়া যে পর্ব্বতের উপরে তাহাদের নগর স্থাপিত
আছে, ঐ পর্ব্বতহইতে নীচে নিক্ষেপ করণার্থে তাহার
৩০ শিখরে তাঁহাকে লইয়া গেল। কিন্তু তিনি তাহাদের
মধ্যদিয়া গমন করিয়া চলিয়া গেলেন।

৩১ পরে তিনি গালীল দেশের কফরনাহম্ নগরে উপস্থিত
হইয়া বিশ্রামবারে লোকদিগকে উপদেশ দিতে লাগি-
৩২ লেন। এবং সকলেই তাঁহার উপদেশে চমৎকৃত হইল;
৩৩ কারণ তাঁহার কথা ক্ষমতা বিশিষ্ট ছিল। তখন ঐ
ভজনালয়ে অপবিত্র ভূতগ্রস্ত এক মনুষ্য ছিল; সে চীৎ-
৩৪ কারশব্দ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, হে নাসরতীয় যীশু,

আমাদিগকে থাকিতে দেও, তোমার সহিত আমাদের সম্পর্ক কি? তুমি কি আমাদিগকে নষ্ট করিতে আইলা? তুমি কে তাহা আমি জানি, তুমি ঈশ্বরের পবিত্র লোক।
৩৫ তখন যীশু তাহাকে ধমকাইয়া কহিলেন, নীরব হও, এবং উহাহইতে বহির্গত হও; তাহাতে সেই ভূত তাহাকে মধ্যস্থানে ফেলিয়া দিয়া কিছু হানি না করিয়া
৩৬ তাহাহইতে বহির্গত হইল। তাহাতে সকলে চমৎকৃত হইয়া পরস্পর বলিতে লাগিল, এ কি? ইনি প্রভাবে ও পরাক্রমেতে অপবিত্র ভূতদিগকে আজ্ঞা করিলে তাহারা
৩৭ বহির্গত হয়। পরে চতুর্দ্দিক্স্থ দেশের সর্ব্বত্র তাঁহার কীর্ত্তি ব্যাপিল।

৩৮ অনন্তর তিনি ভজনালয়হইতে বাহির হইয়া শিমোনের বাটীতে আইলেন; তখন শিমোনের শ্বশ্রূ জ্বরেতে অত্যন্ত পীড়িতা ছিল, অতএব তাহারা তাহার নিমিত্তে
৩৯ তাঁহাকে বিনতি করিল। তাহাতে তিনি তাহার নিকটে দাঁড়াইয়া জ্বরকে তর্জন করিলে তাহার জ্বরত্যাগ হইল; তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিতে লাগিল।

৪০ পরে সূর্য্যাস্ত সময়ে লোক সকল নানা প্রকার পীড়াতে ক্লিষ্ট আপন২ পরিজনদিগকে তাঁহার নিকটে আনিল; তাহাতে তিনি প্রত্যেক জনের গাত্রে হস্তার্পণ
৪১ করিয়া তাহাদিগকে সুস্থ করিলেন। তাহাতে অনেক লোকহইতে ভূতগণও বহির্গত হইয়া চীৎকার শব্দ করিয়া কহিল, তুমি ঈশ্বরের পুত্র অভিষিক্ত ত্রাণকর্ত্তা; কিন্তু তিনি অভিষিক্ত ত্রাণকর্ত্তা, ইহা তাহারা জ্ঞাত ছিল, এ প্রযুক্ত তাহাদিগকে কোন কথা কহিতে নিষেধ করিলেন।
৪২ অপর প্রভাত হইলে তিনি বাহিরে যাইয়া কোন নির্জন স্থানে গমন করিলেন; পরে লোকেরা তাঁহার অন্বেষণ

করিল, এবং তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়া স্থানান্তরে যাইতে
৪৩ তাঁহাকে বারণ করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, ঈশ্বররাজ্যের সুসমাচার প্রচার করিতে অন্য২ নগরেও আমাকে যাইতে হইবে; কেননা তন্নিমিত্তেই
৪৪ আমি প্রেরিত হইয়াছি। পরে তিনি গালীলের নানা ভজনালয়ে উপদেশ দিলেন।

৫ অধ্যায়।

১ অনন্তর এক দিন যীশু গিনেষরৎ হ্রদের কূলে দাঁড়াইলে লোকেরা ঈশ্বরের কথা শ্রবণার্থে তাঁহার উপরে
২ চাপাচাপি করিতেছিল, এমন সময়ে তিনি হ্রদের ধারে দুই খান নৌকা বদ্ধ দেখিলেন, কেননা মৎস্যব্যবসা-
৩ য়িরা তাহা ত্যাগ করিয়া জাল ধুইতেছিল। অতএব তিনি ঐ দুয়ের মধ্যে একখানে অর্থাৎ শিমোনের নৌকাতে উঠিয়া কূলহইতে কিঞ্চিৎ দূরে যাইতে তাহাকে বিনতি করিলেন; অপর নৌকাতে বসিয়া লোকদিগকে উপদেশ
৪ দিতে লাগিলেন। পরে কথা সাঙ্গ করিয়া তিনি শিমোন্‌কে কহিলেন, তুমি গভীর জলে গিয়া মৎস্য ধরিতে
৫ জাল নিক্ষেপ কর। তাহাতে শিমোন্ উত্তর করিল, হে গুরো, আমরা সমস্ত রাত্রি পরিশ্রম করিয়া কিছুমাত্র মৎস্য পাই নাই, কিন্তু আপনকার আজ্ঞাতে আমি জাল
৬ ফেলিব। পরে তাহারা জাল ফেলিলে যথেষ্ট মৎস্য ধরা পড়িল; তাহাতে জাল ছিঁড়িলে তাহারা অন্য নৌকাস্থিত সঙ্গিদিগকে উপকারার্থে আসিতে ইঙ্গিতে ডাকিল।
৭ তাহারা আইলে মৎস্যেতে দুই নৌকা এমন পূর্ণ করিল
৮ যে নৌকা ডুবিবার ভয় হইল। তখন শিমোন্ পিতর্ তাহা দেখিয়া যীশুর চরণে পড়িয়া কহিল; আমার নিকটহইতে প্রস্থান করুন, কেননা হে প্রভো, আমি

৯ পাপি মনুষ্য। কারণ জালে পতিত মৎস্যের ঝাঁকেতে
১০ শিমোন্ ও তাহার সঙ্গিরা চমৎকৃত হইল, এবং শিমো-
নের সহভাগি সিবদিয়ের পুত্র যাকূব ও যোহন ইহা-
রাও তদ্রূপ হইল। কিন্তু যীশু শিমোন্‌কে কহিলেন,
১১ ভয় করিও না, অদ্যাবধি তুমি মনুষ্যধারী হইবা। অন-
ন্তর নৌকা সকল কূলে আনিলে তাহারা সকলই পরি-
ত্যাগ করিয়া তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইল।

১২ তদনন্তর যীশু কোন এক নগরে থাকিলে এক জন
সর্ব্বাঙ্গকুষ্ঠ তাঁহাকে দেখিয়া ভূমিতে অধোমুখ হইয়া
বিনতি পূর্ব্বক বলিতে লাগিল, হে প্রভো, যদি আপন-
কার ইচ্ছা হয়, তবে আমাকে পরিষ্কৃত করিতে পারেন।
১৩ তখন তিনি হস্ত বিস্তার পূর্ব্বক তাহাকে স্পর্শ করিয়া
কহিলেন, আমার ইচ্ছা আছে, তুমি পরিষ্কৃত হও; তা-
১৪ হাতে তৎক্ষণাৎ সে কুষ্ঠহইতে মুক্ত হইল। পরে তিনি
তাহাকে আজ্ঞা দিলেন, এই কথা কাহাকে কহিও না,
কিন্তু যাজকের নিকটে গিয়া আপনাকে দেখাও, এবং
তাহাদিগকে প্রমাণ দিবার নিমিত্তে আপনার শুচি হও-
নের জন্যে মূসার আজ্ঞানুসারে নৈবেদ্য উৎসর্গ কর।
১৫ তথাপি যীশুর সুখ্যাতি ততোধিক প্রকাশ পাইতে লা-
গিল, আর তাঁহার কথা শুনিতে এবং আপন২ রোগহইতে
১৬ মুক্তি পাইতে লোকসমূহের সমাগম হইল। কিন্তু তিনি
নির্জ্জন স্থানে গিয়া প্রার্থনা করিলেন।

১৭ অপর এক দিবস যীশু উপদেশ দিতেছিলেন, এবং
গালীল্ ও যিহূদা প্রদেশের সমস্ত নগরহইতে এবং যিরূ-
শালমহইতে আগত ফিরূশি লোক ও ব্যবস্থাপকেরা তাঁ-
হার নিকটে উপবিষ্ট ছিল; এমত সময়ে লোকদিগকে
১৮ সুস্থ করণেতে প্রভুর ক্ষমতা প্রকাশ পাইল। পরে কতক
লোক খট্টাতে শয়ান এক জন পক্ষাঘাতিকে তাঁহার

১৯ সম্মুখে আনিয়া রাখিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু জনতা প্রযুক্ত আনিবার পথ না পাইয়া ছাতে উঠিয়া ইষ্টক খুলিয়া খট্টার সহিত ঐ পক্ষাঘাতিকে যীশুর সম্মুখে
২০ গৃহের মধ্যে নামাইল। তাহাদের এই রূপ বিশ্বাস দেখিয়া তিনি ঐ পক্ষাঘাতিকে কহিলেন, হে মনুষ্য,
২১ তোমার পাপ ক্ষমা হইল। তাহাতে অধ্যাপকেরা ও ফিরূশিরা মনে২ এমত বিতর্ক করিতে লাগিল, এই যে ব্যক্তি ঈশ্বরের নিন্দা করে, এ কে? কেবল ঈশ্বর বিনা
২২ আর কে পাপ ক্ষমা করিতে পারে? কিন্তু যীশু তাহাদের এই প্রকার বিবেচনা জানাতে তাহাদিগকে কহি-
২৩ লেন, তোমরা মনে২ কেন বিতর্ক করিতেছ? তোমার পাপ ক্ষমা হইল, কিম্বা তুমি উঠিয়া বেড়াও, এ দুই-
২৪ য়ের মধ্যে কোন্ কথা কহা সহজ? কিন্তু পৃথিবীতে পাপ মার্জনা করিতে মনুষ্যপুত্রের ক্ষমতা আছে, ইহা যেন তোমরা জানিতে পার, (এই নিমিত্তে তিনি সেই পক্ষাঘাতিকে কহিলেন) উঠ, তোমার শয্যা তুলিয়া গৃহে
২৫ গমন কর, আমি তোমাকে এই আজ্ঞা দিতেছি। তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ সকলের সাক্ষাতে উঠিয়া আপন শয্যা তুলিয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে২ নিজ গৃহে
২৬ চলিয়া গেল। তাহাতে সকলে বিস্ময়াপন্ন হইয়া ঈশ্বরের প্রশংসা করিল, এবং ভয়গ্রস্ত হইয়া বলিতে লাগিল, অদ্য আমরা অসম্ভব ব্যাপার দেখিলাম।

২৭ তদনন্তর তিনি বাহিরে গিয়া করগ্রহণস্থানে উপবিষ্ট লেবি নামে করগ্রাহিকে দেখিয়া তাহাকে কহিলেন,
২৮ আমার পশ্চাৎ আইস। তাহাতে সে সকলই পরিত্যাগ
২৯ করিয়া উঠিয়া তাঁহার পশ্চাদ্গমন করিল। পরে লেবি আপন গৃহে তাহার নিমিত্তে বড় ভোজ প্রস্তুত করিলে তাহাদের সঙ্গে অনেক২ করগ্রাহী এবং অন্য২ লো-

৩০ কেরা ভোজনে বসিল। তাহাতে অধ্যাপকেরা ও ফিরূশিরা তাঁহার শিষ্যদের সহিত বচসা করিয়া কহিতে লাগিল, করগ্রাহি ও পাপি লোকদের সঙ্গে তোমরা কেন
৩১ ভোজন পান করিতেছ? তাহাতে যীশু তাহাদিগকে উত্তর করিলেন, সুস্থ লোকদের চিকিৎসকেতে প্রয়োজন নাই,
৩২ কিন্তু পীড়িত লোকদেরই প্রয়োজন আছে। আমি ধার্ম্মিক লোকদিগকে আহ্বান করিতে আসি নাই, কিন্তু মন ফিরাইতে পাপিদিগকে আহ্বান করিতে আসিয়াছি।
৩৩ পরে তাহারা কহিল, যোহনের এবং ফিরূশিদের শিষ্যগণ বার২ উপবাস ও প্রার্থনা করে, কিন্তু তোমার শিষ্যেরা ভোজন পান করিয়া থাকে, ইহার কারণ কি?
৩৪ তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, যে পর্য্যন্ত সখিগণের সঙ্গে বর থাকে, তাবৎ তোমরা কি তাহাদিগকে উপ-
৩৫ বাস করাইতে পার? কিন্তু যখন তাহাদের নিকটহইতে বর নীত হইবে, এমন সময় আসিবে; তৎকালে তা-
৩৬ হারা উপবাস করিবে। আরও তিনি তাহাদিগকে এক দৃষ্টান্ত কহিলেন, পুরাতন বস্ত্রেতে কেহ নূতন বস্ত্রের তালী দেয় না; যেহেতুক তাহা করিলে নূতন বস্ত্রও নষ্ট হয়, এবং পুরাতন বস্ত্রেও নূতন বস্ত্রের তালী মিলে
৩৭ না। আর পুরাতন কুপাতে কেহ নূতন দ্রাক্ষারস রাখে না; যেহেতুক তাহা করিলে নূতন দ্রাক্ষারসের তেজে পুরাতন কুপা ফাটিয়া যায়, তাহাতে দ্রাক্ষারসও পড়িয়া
৩৮ যায়, এবং কুপা সকলও নষ্ট হয়। অতএব নূতন কুপাতে নূতন দ্রাক্ষারস রাখা কর্ত্তব্য, তাহাতে উভয়েরই
৩৯ রক্ষা হয়। অপর পুরাতন দ্রাক্ষারস পান করিয়া কেহ শীঘ্র নূতনের বাঞ্ছা করে না, কেননা সে বলে, নূতন অপেক্ষা পুরাতন ভাল।

---

৬ অধ্যায়।

১ অপর পর্ব্বের দ্বিতীয় দিনের পর প্রথম বিশ্রামবারে যীশু শস্যক্ষেত্রের মধ্যদিয়া গমন করেন, এমন সময়ে তাঁহার শিষ্যেরা শস্যের শীষ ছিঁড়িয়া হস্তে পিষিয়া ২ খাইতে লাগিল। তাহাতে কএক জন ফিরূশী তাহাদিগকে কহিল, বিশ্রামবারে যাহা কর্ত্তব্য নয়, তাহা কেন করি- ৩ তেছ? যীশু উত্তর করিলেন, দায়ূদ ও তাহার সঙ্গিরা ক্ষুধার্ত্ত হইলে সে কি করিয়াছিল, তাহা কি তোমরা ৪ কখনো পাঠ কর নাই? সে ঈশ্বরের আবাসে প্রবেশ করিয়া যে দর্শনীয় রুটী কেবল যাজকবর্গ বিনা আর কাহারও ভোজন করিতে নাই, তাহা লইয়া আ- ৫ পনি খাইয়াছিল এবং সঙ্গিগণকেও দিয়াছিল। পরে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, মনুষ্যপুত্র বিশ্রামবারেরও কর্ত্তা আছেন।

৬ অনন্তর আর এক বিশ্রামবারে তিনি ভজনালয়ে প্রবেশ করিয়া উপদেশ দিতেছিলেন; সে সময়ে যাহার দক্ষিণ হস্ত শুষ্ক এমত এক মনুষ্য ঐ স্থানে ছিল। ৭ তাহাতে তিনি বিশ্রামবারে সুস্থ করেন কি না, অধ্যাপকেরা ও ফিরূশিবর্গ তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, কারণ তাহারা তাঁহার প্রতি দোষারোপ করিবার উপায় ৮ চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু তিনি তাহাদের চিন্তা জানাতে ঐ শুষ্কহস্ত ব্যক্তিকে কহিলেন, উঠিয়া মধ্যস্থানে ৯ দাঁড়াও। তাহাতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। পরে যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদিগকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, বিশ্রামবারে কি করা কর্ত্তব্য? হিতকর্ম্ম কিম্বা অনিষ্ট কর্ম্ম? এবং প্রাণের রক্ষা কিম্বা প্রাণের ১০ নাশ? পরে চারি দিকে সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করি-

য়া ঐ মনুষ্যকে বলিলেন, তোমার হস্ত বিস্তার কর। তাহাতে সে তাহা করিলে তাহার সেই হস্ত অন্য
১১ হস্তের ন্যায় সুস্থ হইল। তাহাতে তাহারা ক্রোধান্ধ হইয়া যীশুকে কি করিবে, পরস্পর ইহার মন্ত্রণা করিতে লাগিল।

১২ তৎকালে তিনি প্রার্থনা করণার্থে পর্ব্বতে গমন করিয়া ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতে২ সমস্ত রাত্রি যাপন
১৩ করিলেন। পরে প্রভাত হইলে আপনার শিষ্যগণকে ডাকিলেন, এবং তাহাদের মধ্যহইতে নিম্নলিখিত বারো জনকে মনোনীত করিয়া প্রেরিত এই নাম দিলেন,
১৪ ফলতঃ শিমোন্ যাহাকে তিনি পিতর্ বলিয়া উপনাম দিলেন, ও তাহার ভ্রাতা আন্দ্রিয়, এবং যাকূব্ ও যো-
১৫ হন্, এবং ফিলিপ ও বর্থলময়; এবং মথি ও থোমা, এবং আল্ফেয়ের পুত্র যাকূব্ ও উদ্যোগী নামা শিমোন্,
১৬ এবং যাকূবের ভ্রাতা যিহূদা, ও যে ব্যক্তি পরে বিশ্বাসঘাতক হইল, সেই ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা।

১৭ পরে তিনি তাহাদের সহিত পর্ব্বতহইতে নামিয়া নিম্ন ভূমিতে গিয়া দাঁড়াইলেন; তাহাতে তাঁহার শিষ্যসমূহ, এবং যিহূদাদেশ ও যিরূশালম এবং সমুদ্রের নিকটস্থ সোর ও সীদোন দেশহইতে মহালোকারণ্য আসিয়া তাঁহার বাক্য শ্রবণার্থে এবং রোগহইতে মুক্ত হওনের নি-
১৮ মিত্তে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল; এবং অশুচি
১৯ ভূতগ্রস্তেরাও আসিয়া সুস্থ হইল। এবং তাবৎ লোক তাঁহাকে স্পর্শ করিতে যত্ন করিল, কেননা তাঁহাহইতে ক্ষমতা নির্গত হইতেছিল, এবং তিনি সকলকে সুস্থ করিলেন।

২০ পরে তিনি আপন শিষ্যগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, হে দীনহীনেরা, তোমরা ধন্য, কারণ ঈশ্বরের

২১ রাজ্যে তোমাদের অধিকার। হে ইহকালে ক্ষুধিত লোকেরা, তোমরা ধন্য, কারণ তোমরা তৃপ্ত হইবা; হে ইহকালে রোদনকারি লোকেরা, তোমরা ধন্য, কারণ
২২ তোমরা হাসিবা। লোকেরা যখন মনুষ্যপুত্রের নিমিত্তে তোমাদিগকে ঘৃণা করিবে, এবং পৃথক্ করিবে, ও নিন্দা করিবে, এবং অধমের ন্যায় তোমাদের নাম আপনা-
২৩ দের নিকটহইতে দূর করিবে, তখন তোমরা ধন্য। সেই দিনে আনন্দ ও নৃত্য কর, কেননা দেখ, তোমরা স্বর্গে প্রচুর পুরস্কার পাইবা; তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ভবিষ্য-
২৪ দ্বক্তাদের প্রতি তাহাই করিত। কিন্তু হে ধনি লোকেরা, তোমাদিগকে ধিক্, কারণ তোমরা আপনাদের সুখ পা-
২৫ ইয়াছ। হে পরিতৃপ্ত লোকেরা, তোমাদিগকে ধিক্, কারণ তোমরা ক্ষুধিত হইবা; হে ইহকালে হাস্যকারিরা, তোমাদিগকে ধিক্, কারণ তোমরা শোক ও রোদন করিবা।
২৬ তাবৎ লোক যদি তোমাদের সুখ্যাতি করে, তবে তোমাদিগকে ধিক্, কারণ তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ভাক্ত ভবিষ্যদ্বক্তাদের প্রতি তাহাই করিত।

২৭ অপর হে শ্রবণকারিরা, তোমাদিগকে আমি কহিতেছি, তোমরা আপন২ শত্রুদিগকে প্রেম কর; ও যাহারা
২৮ তোমাদিগকে ঘৃণা করে, তাহাদের মঙ্গল কর। এবং যাহারা তোমাদিগকে শাপ দেয়, তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর; এবং যাহারা তোমাদিগকে নিন্দা করে, তাহাদের
২৯ নিমিত্তে প্রার্থনা কর। আর কেহ তোমার এক গালে চড় মারিলে তাহার প্রতি অন্য গালও ফিরাইয়া দেও; এবং কেহ তোমার গাত্রীয় বস্ত্র হরণ করিলে তাহাকে
৩০ পরিধেয় বস্ত্রও লইতে বারণ করিও না। আর যে কেহ তোমার কাছে যাচ্ঞা করে, তাহাকে দেও; এবং যে তোমার বিষয় হরণ করে, তাহার কাছে তাহা আরবার

৩১ চাহিও না। আর তোমরা আপনাদের সহিত পরের যে রূপ ব্যবহার ভাল বাস, তাহাদের সহিত তোমরাও
৩২ তদ্রূপ ব্যবহার কর। যাহারা তোমাদিগকে প্রেম করে, কেবল তাহাদিগকে প্রেম করিলে তোমাদের কি ফল? কেননা পাপি লোকেরাও আপনাদের প্রেমকারিদিগকে
৩৩ প্রেম করে। আর যদি নিজ উপকারিদিগের মাত্র উপকার কর, তবে তোমাদের কি ফল? কেননা পাপি-
৩৪ লোকেরাও তাহাই করে। এবং যাহাদের হইতে পুনঃপ্রাপ্তির আশা থাকে, কেবল তাহাদিগকেই ধার দিলে তোমাদের কি ফল? কেননা উপযুক্ত শোধের আশাতে
৩৫ পাপি লোকেরাও পাপি লোকদিগকে ধার দেয়। কিন্তু তোমরা শত্রুদিগকে প্রেম কর, এবং পরের উপকার কর, এবং পুনঃপ্রাপ্তির আশা না করিয়া ধার দেও; তাহা করিলে তোমাদের বড় পুরস্কার হইবে, এবং তোমরা সর্ব্বোপরিস্থের সন্তান হইবা, যেহেতুক তিনি কৃতঘ্নদের
৩৬ ও দুষ্টদের প্রতিও সৌজন্য করেন। অতএব তোমাদের পিতা যেমন কৃপাবান্, তোমরাও তদ্রূপ কৃপাবান্ হও।

৩৭ আর তোমরা পরের বিচার করিও না, তাহাতে তোমাদেরও বিচার হইবে না; এবং পরকে দোষী করিও না, তাহাতে তোমরাও দোষীকৃত হইবা না; তোমরা ক্ষমা কর, তাহাতে তোমাদেরও ক্ষমা হইবে।
৩৮ দান কর, তাহাতে তোমরাও দান পাইবা; বরঞ্চ লোকেরা চাপিয়া ঝাঁকরিয়া উপচিয়া সম্পূর্ণ পরিমাণে তোমাদের কোলে দিবে; কেননা তোমরা যে পরিমাণে পরিমাণ কর, সেই পরিমাণেতেই তোমাদের নিমিত্তে পরিমিত হইবে।

৩৯ পরে তিনি তাহাদিগকে এক দৃষ্টান্ত কহিলেন, অন্ধ ব্যক্তি কি অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে? তাহা করিলে

৪০ উভয়ই কি গর্ত্তে পড়িবে না? গুরু হইতে শিষ্য শ্রেষ্ঠ নয়, কিন্তু যে কেহ সিদ্ধ হয় সে আপন গুরুর তুল্য ৪১ হইতে পারে। আর আপন চক্ষুতে যে আড়কাটা আছে, তাহা না দেখিয়া তোমার ভ্রাতার চক্ষুতে যে কুটা আছে, ৪২ তাহাই কেন দেখিতেছ? আর তোমার নিজ চক্ষুতে আড়কাটা আছে, তাহা না দেখিয়া কেমন করিয়া আপন ভ্রাতাকে বলিতে পার, হে ভ্রাতঃ, থাক, আমি তোমার চক্ষুহইতে কুটা বাহির করি? হে কপটি, অগ্রে আপনার চক্ষুহইতে আড়কাটা বাহির করিয়া ফেল, পরে তোমার ভ্রাতার চক্ষুহইতে কুটা বাহির করিবার ৪৩ নিমিত্তে স্পষ্ট দেখিবা। আর এমন ভাল বৃক্ষ নাই যে মন্দ ফল ফলে, এবং এমন মন্দ বৃক্ষ নাই যে ভাল ৪৪ ফল ফলে। স্ব২ ফলদ্বারাতেই প্রত্যেক বৃক্ষকে চেনা যায়; কেননা কণ্টকবৃক্ষহইতে লোকেরা ডুম্বুরফল পাড়ে না, এবং শ্যাকুলের বৃক্ষহইতেও দ্রাক্ষাফল পাড়ে না। ৪৫ ভাল মনুষ্য আপন অন্তঃকরণরূপ ভাল ভাণ্ডার হইতে ভাল দ্রব্য বাহির করে; এবং মন্দ মনুষ্য আপন অন্তঃকরণরূপ মন্দ ভাণ্ডারহইতে মন্দ দ্রব্য বাহির করে; যেহেতুক অন্তঃকরণের পূর্ণভাবানুসারে মুখহইতে বাক্য নির্গত হয়।

৪৬ অপর আমার আজ্ঞা পালন না করিয়া আমাকে ৪৭ কেন প্রভু২ করিয়া বল? যে কেহ আমার নিকটে আসিয়া আমার কথা শুনিয়া তদনুসারে কর্ম্ম করে, সে কাহার সদৃশ তাহা আমি তোমাদিগকে জানাই। ৪৮ সে এমন ব্যক্তির সদৃশ যে গৃহ নির্ম্মাণের সময়ে গভীর খনন করিয়া পাষাণের উপরে ভিত্তিমূল স্থাপন করিল; পরে বন্যা আসিয়া তাহার মূলে বেগেতে জলস্রোত বহাইলেও সে গৃহ হেলাইতে পারিল না; কারণ

৪৯ পাষাণের উপরে তাহার ভিত্তিমূল স্থাপিত ছিল। কিন্তু যে কেহ আমার কথা শুনিয়া পালন না করে, সে এমন এক ব্যক্তির সদৃশ যে ভিত্তিমূল বিনা মৃত্তিকার উপরে গৃহ নির্ম্মাণ করিল। পরে তাহার মূলে জল-স্রোত বেগেতে বহিলে সে গৃহ তৎক্ষণাৎ পড়িয়া গেল, ও তাহার ঘোরতর ভঙ্গ হইল।

৭ অধ্যায়।

১ পরে তিনি লোকদের কর্ণগোচরে ঐ সকল উপদেশ
২ সমাপ্ত করিয়া কফরনাহূম্ নগরে প্রবেশ করিলেন। সেই সময়ে কোন শতসেনাপতির এক জন প্রিয় দাস মৃত-
৩ বৎ পীড়িত ছিল। সেই সেনাপতি যীশুর সংবাদ শুনিয়া নিজ দাসকে সুস্থ করিবার নিমিত্তে তাঁহার আগমনার্থে বিনয় করিতে যিহূদীয়দের কএক জন প্রাচীনকে পাঠা-
৪ ইয়া দিল। তাহারা যীশুর নিকটে উপস্থিত হইয়া যত্ন-পূর্ব্বক বিনতি করিয়া বলিতে লাগিল, তুমি যাঁহাকে এই
৫ অনুগ্রহ করিবা, তিনি এমত যোগ্যপাত্র বটেন; কেননা তিনি আমাদের স্বজাতীয়দিগকে ভাল বাসেন, আর
৬ আমাদের ভজনালয় তিনি নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। তা-হাতে যীশু তাহাদের সঙ্গে গমন করিয়া বাটীর নিকটে উপস্থিত হইলে ঐ শতসেনাপতি বন্ধুলোকদ্বারা তাঁহার নিকটে কহিয়া পাঠাইল, হে প্রভো, আপনাকে ব্যা-মোহ দিবেন না; আপনি যে আমার গৃহমধ্যে পদা-
৭ র্পণ করেন, এমত যোগ্যপাত্র আমি নহি। সেই কারণ আপনকার নিকটে যাইতে আপনাকে অযোগ্য বুঝি-লাম; আপনি কথামাত্র আজ্ঞা করুন, তাহাতেই আ-
৮ মার দাস সুস্থ হইবে। যেহেতুক আমি আপনি পরা-ধীন হইলেও আমার অধীন যে সেনাগণ আছে, তাহা-

দের এক জনকে যাও বলিলে সে যায়, এবং অন্যকে আইস বলিলে সে আইসে, আর আমার নিজ দাসকে
৯ ‘এই কর্ম্ম কর’ বলিলে সে তাহাই করে। এই কথা শুনিয়া যীশু তাহার বিষয়ে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন, এবং মুখ ফিরাইয়া পশ্চাদ্বর্ত্তি লোকদিগকে কহিলেন, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, ইস্রায়েলের মধ্যেও
১০ এমন বিশ্বাস পাই নাই। পরে ঐ (সেনাপতির) প্রেরিত লোকেরা গৃহে ফিরিয়া গেলে সেই পীড়িত দাসকে সুস্থ দেখিল।

১১ পর দিবসে তিনি নায়িন্ নামক নগরে গমন করিলেন, এবং তাঁহার অনেক শিষ্য ও মহাজনতা তাঁহার
১২ সঙ্গে গেল। অপর সেই নগর দ্বারের নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি দেখিলেন, লোকেরা এক মৃত মনুষ্যের দেহ বাহিরে লইয়া যাইতেছে; সে আপন মাতার অদ্বিতীয় পুত্র, এবং ঐ মাতা বিধবা, আর নগরের
১৩ অনেক ২ লোক তাহার সঙ্গে ছিল। সেই স্ত্রীকে দেখিয়া প্রভু কৃপা করিয়া তাহাকে কহিলেন, কান্দিও না।
১৪ এবং নিকটে গিয়া খাট স্পর্শ করিলেন; তাহাতে বাহকেরা স্থগিত হইয়া দাঁড়াইলে তিনি কহিলেন, হে যুব-
১৫ লোক, উঠ, আমি তোমাকে এই আজ্ঞা দিতেছি। তাহাতে সেই মৃত ব্যক্তি উঠিয়া বসিল, এবং কথা কহিতে লাগিল; পরে যীশু তাহার মাতার হস্তে তাহাকে সম-
১৬ র্পণ করিলেন। তাহাতে সকলে ভয়গ্রস্ত হইল, এবং ঈশ্বরের প্রশংসা করিয়া কহিল, আমাদের মধ্যে এক মহাভবিষ্যদ্বক্তার উদয় হইল, এবং ঈশ্বর আপন প্রজা-
১৭ দের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিলেন। পরে সমুদয় যিহূদা দেশে এবং তাহার চতুর্দ্দিক্স্থ প্রদেশে তাঁহার এই সুখ্যাতি ব্যাপিল।

১৮ অনন্তর যোহনের শিষ্যগণ যোহনকে এই সকল সমা-
১৯ চার জ্ঞাত করিলে সে আপনার দুই জন শিষ্যকে ডাকিয়া যীশুর নিকটে ইহা জিজ্ঞাসা করিতে পাঠা-ইল, যাঁহার আগমন হইবে, সেই জন কি তুমি? না
২০ আমরা অন্যের অপেক্ষাতে থাকিব? পরে সেই মনুষ্যেরা তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিল, যাঁহার আগমন হইবে, সেই জন কি তুমি? না আমরা অন্যের অপেক্ষাতে থাকিব? যোহন্ বাপ্তাইজক আমাদের দ্বারা
২১ আপনকার কাছে এই কথা কহিয়া পাঠাইল। সেই দণ্ডে যীশু অনেক লোককে রোগ ও মহাব্যাধি ও দুষ্ট ভূতহইতে মুক্ত করেন, এবং অনেক অন্ধকে চক্ষু দান
২২ করেন। অতএব তিনি ঐ দুই জনকে এই উত্তর দিলেন, তোমরা যাও, যাহা দেখিতে ও শুনিতে পাইলা, তাহার সংবাদ যোহনকে দেও; অর্থাৎ অন্ধেরা দেখিতেছে, ও খঞ্জেরা চলিতেছে, ও কুষ্ঠিরা পরিষ্কৃত হইতেছে, ও বধিরেরা শ্রবণ করিতেছে, ও মৃতেরা উত্থাপিত হইতেছে,
২৩ ও দরিদ্রদের নিকটে সুসমাচার প্রচার হইতেছে। আর আমি যাহার বিঘ্নস্বরূপ না হই, সেই ধন্য।

২৪ যোহনের ঐ দূতগণ প্রস্থান করিলে পর তিনি যোহ-নের বিষয়ে লোকসমূহকে কহিতে লাগিলেন, তোমরা প্রান্তরে কি দেখিতে গিয়াছিলা? কি বায়ুকম্পিত নল?
২৫ তোমরা কি দেখিতে গিয়াছিলা? কি সূক্ষ্মবস্ত্র পরিহিত কোন মনুষ্যকে? দেখ, যাহারা শুভ্রবর্ণ বস্ত্র পরিধান করে এবং উপাদেয় সামগ্রী ভোজন করে, তাহারা
২৬ রাজবাটীতে থাকে। তবে কি দেখিতে গিয়াছিলা? কি এক জন ভবিষ্যদ্বক্তাকে? তাহাই বটে, বরঞ্চ সে ব্যক্তি ভবিষ্যদ্বক্তাহইতেও শ্রেষ্ঠ, ইহা আমি তোমাদিগকে কহি-
২৭ তেছি। কেননা এ সেই ব্যক্তি যাহার বিষয়ে এই কথা

লিখিত আছে, যথা, "দেখ, আমি আপন দূতকে "তোমার অগ্রে প্রেরণ করিব, সে তোমার অগ্রে যা-
২৮ "ইয়া পথ প্রস্তুত করিবে;" আর আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, স্ত্রীলোকের গর্ব্ভজাত সকলের মধ্যে যোহন্ বাপ্তাইজক হইতে শ্রেষ্ঠ ভবিষ্যদ্বক্তা কেহই নাই; তথাপি ঈশ্বরের রাজ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র যে ব্যক্তি, সে তাহা
২৯ হইতেও মহান্। আর লোক সকল ও করগ্রাহিবর্গ বাক্য শ্রবণ করিয়া যোহনের বাপ্তিস্মেতে বাপ্তাইজিত
৩০ হইয়া ঈশ্বরকে নির্দ্দোষ করিয়া মানিল; কিন্তু ফিরূশিরা এবং ব্যবস্থার অধ্যাপকেরা তাহা দ্বারা বাপ্তাইজিত না হইয়া আপনাদের বিষয়ক ঈশ্বরের অভিপ্রায়
৩১ নিষ্ফল করিল। অতএব প্রভু কহিলেন, কাহার সঙ্গে এই বর্ত্তমান কালের লোকদের তুলনা দিব? এবং তা-
৩২ হারা কাহার সদৃশ হয়? যে বালকেরা বাজারে বসিয়া আপনাদের সঙ্গিগণকে ডাকিয়া কহে, আমরা তোমাদের নিকটে বাঁশী বাজাইয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা নৃত্য কর নাই; এবং তোমাদের নিকটে বিলাপ করিয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা রোদন কর নাই; তাহারা এমন
৩৩ বালকদের সদৃশ। কেননা যোহন্ বাপ্তাইজক আসিয়া রুটী খাইত না এবং দ্রাক্ষারসও পান করিত না, তা-
৩৪ হাতে তোমরা বলিয়া থাক, সে ভূতগ্রস্ত। এবং মনুষ্যপুত্র আসিয়া ভোজন পান করেন, তাহাতে বলিয়া থাক, ঐ দেখ, এক জন ভোক্তা ও মদ্যপ এবং কর-
৩৫ গ্রাহি ও পাপি লোকদের বন্ধু। কিন্তু বিদ্যার সন্তান সকল বিদ্যাকে নির্দ্দোষ জানে।

৩৬ পরে এক জন ফিরূশী যীশুকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলে তিনি তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়া ভোজনে
৩৭ বসিলেন। এমন সময়ে ঐ ফিরূশির গৃহে তিনি ভোজনে

উপবিষ্ট হইয়াছেন, তাহা জানিতে পাইয়া তন্নগর-
নিবাসিনী কোন পাপিষ্ঠা স্ত্রী এক শ্বেত প্রস্তরের পাত্রে
৩৮ সুগন্ধি তৈল লইয়া তাঁহার পশ্চাতে চরণের নিকটে
দাঁড়াইল, এবং রোদন করিতে২ তাঁহার চরণে নেত্রজল
দিয়া নিজ মস্তকের কেশদ্বারা মুছাইয়া দিতে, এবং
তাঁহার চরণ চুম্বন করিয়া সেই সুগন্ধি তৈল মাখাইতে
৩৯ লাগিল। তাহা দেখিয়া ঐ নিমন্ত্রণকারি ফিরূশী মনে২
ভাবিল, ইনি যদি ভবিষ্যদ্বক্তা হইতেন, তবে ইহাঁকে
স্পর্শ করিতেছে যে স্ত্রী, সে কে এবং কি প্রকার লোক,
তাহা অবশ্য জানিতে পারিতেন, কেননা সে পাপিষ্ঠা।
৪০ তখন যীশু তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ও হে
শিমোন্, তোমাকে আমার কিছু বক্তব্য আছে, তাহাতে
৪১ সে কহিল, হে গুরো, তাহা বলুন। এক মহাজনের
দুই জন ঋণী ছিল; তাহার মধ্যে এক জন পাঁচ শত
৪২ সিকি, অন্য জন পঞ্চাশ সিকি ধারিত; পরে তাহা-
দের পরিশোধ করিবার সঙ্গতি না থাকাতে সে উভ-
য়ের ঋণ ক্ষমা করিল; তাহাতে ঐ দুই জনের মধ্যে
৪৩ কে তাহাকে অধিক প্রেম করিবে? তাহা বল। শিমোন্
উত্তর করিল, আমার বোধ হয়, যাহার অধিক ঋণ ক্ষমা
করিল; তাহাতে তিনি কহিলেন, যথার্থ বিচার করিলা।
৪৪ পরে সেই স্ত্রীলোকের প্রতি ফিরিয়া শিমোনকে কহি-
লেন, এই স্ত্রীকে দেখিতেছ? আমি তোমার গৃহমধ্যে
আইলে তুমি আমার পাদ প্রক্ষালনার্থে জল দিলা না,
কিন্তু এই স্ত্রী আমার চরণে নেত্রজল দিয়া নিজ মস্ত-
৪৫ কের কেশ দ্বারা মুছাইয়া দিল। তুমি আমাকে চুম্বন
করিলা না, কিন্তু যদবধি আমি আইলাম, তদবধি এই
৪৬ স্ত্রী আমার চরণ চুম্বন করিতে নিরস্তা হয় নাই। আর
তুমি আমার মস্তকেও তৈল মর্দ্দন করিলা না, কিন্তু এই

৪৭ স্ত্রী সুগন্ধি দ্রব্যে আমার চরণ মর্দ্দন করিল। অতএব তোমাকে কহিতেছি, ইহার যে বহু পাপ তাহা ক্ষমা হইল, তাহার প্রমাণ এই, সে বহু প্রেম করিল; কিন্তু যাহার অল্প পাপ ক্ষমা করা যায়, সে অল্প প্রেম
৪৮ করে। পরে তিনি সে স্ত্রীকে কহিলেন, তোমার পাপ
৪৯ সকল ক্ষমা হইল। তখন যাহারা তাঁহার সঙ্গে ভোজনে উপবিষ্ট ছিল, তাহারা মনে২ ভাবিতে লাগিল, ইনি
৫০ কে যে পাপ ক্ষমাও করিতেছেন? কিন্তু তিনি সে স্ত্রীকে কহিলেন, তোমার বিশ্বাস তোমাকে পরিত্রাণ করিল; কুশলে প্রস্থান কর।

৮ অধ্যায়।

১ অনন্তর যীশু নগরে২ ও গ্রামে২ ভ্রমণ করিতে২ ঘোষণা করিতেন, এবং ঈশ্বরের রাজত্বের সুসমাচার
২ প্রচার করিতেন; আর দ্বাদশ শিষ্য এবং যাহারা তাঁহা কর্তৃক দুষ্ট ভূত ও রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছিল, এমত কএক স্ত্রীলোকও তাঁহার সঙ্গে ছিল। তাহাদের মধ্যে যাহাহইতে সাত ভূত বহির্গত হইয়াছিল, সেই মগ্দ-
৩ লনী নামিকা মরিয়ম, আর হেরোদ্ রাজার গৃহাধ্যক্ষ কূষের ভার্য্যা যোহানা, এবং শোশন্না এবং অন্য২ অনেক স্ত্রী ছিল, তাহারা আপন২ সম্পত্তি হইতে তাঁ-তার পরিচর্য্যা করিত।

৪ অনন্তর তাঁহার নিকটে প্রতি নগরে আগমনকারি লোকদেরও মহাজনতা সমাগত হওয়াতে তিনি তাহা-
৫ দিগকে এই দৃষ্টান্ত কথা কহিলেন। এক জন বীজবা-পক বীজ বপন করিতে গেল, তাহা বপনের সময়ে কতক বীজ পথের পার্শ্বে পড়িল, তাহাতে তাহা দলিত
৬ হইল, ও আকাশের পক্ষিগণ তাহা খুঁটিয়া খাইল। আর

কতক বীজ পাষাণস্থলে পড়িল, তাহাতে তাহা অঙ্কুরিত
৭ হইলেও রসের অভাব প্রযুক্ত শুষ্ক হইয়া গেল। আর
কতক বীজ কণ্টকের মধ্যে পড়িল, তাহাতে কণ্টক সকল
৮ সঙ্গে২ বাড়িয়া তাহা গ্রাসিয়া রাখিল। আর কতক
বীজ উর্ব্বরা ভূমিতে পড়িল, তাহাতে তাহা অঙ্কুরিত
হইয়া শত গুণ ফলেতে ফলবান হইয়া উঠিল। এই
কথা বলিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, যাহার শুনিতে
কর্ণ থাকে সে শুনুক।

৯ পরে শিষ্যগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ঐ দৃষ্টা-
১০ ন্তের তাৎপর্য্য কি? তাহাতে তিনি কহিলেন ঈশ্বরের
রাজত্বের নিগূঢ় কথা জানিবার ক্ষমতা তোমাদিগকে
দত্ত হইয়াছে; কিন্তু অন্যেরা যেন দেখিয়াও না দেখে,
এবং শুনিয়াও না বুঝে, এই জন্যে তাহাদের নিকটে
১১ দৃষ্টান্ত দ্বারা সেই সকল কথা কহা যাইতেছে। ঐ
১২ দৃষ্টান্তের ভাব এই; ঈশ্বরের কথাই বীজ। আর পথের
পার্শ্বস্বরূপেরা এমত লোক, যাহারা বাক্য শুনে, পরে তা-
হারা বিশ্বাস করিয়া যেন পরিত্রাণ না পায়, এই আশয়ে
শয়তান আসিয়া তাহাদের মন হইতে সেই কথা হরণ
১৩ করিয়া লয়। আর পাষাণের উপরিভাগস্বরূপেরা এমত
লোক, যাহারা বাক্য শুনিলে আহ্লাদ পূর্ব্বক গ্রাহ্য
করে, কিন্তু মূল না ধরাতে অল্প কাল মাত্র বিশ্বাস
১৪ করিয়া পরীক্ষার সময়ে ভ্রষ্ট হয়। আর যে বীজ কণ্ট-
কের মধ্যে পড়িল, তাহা এমত লোককে বুঝায়, যাহারা
বাক্য শুনিলে পর ক্রমে২ নানা চিন্তাতে ও ধনলোভে
ও ঐহিক সুখেতে মগ্ন হইয়া পক্ব ফল উৎপন্ন করে
১৫ না। আর উর্ব্বরা ভূমিতে যে বীজ পড়িল, তাহা এমত
লোককে বুঝায়, যাহারা প্রকৃত সদন্তঃকরণে বাক্য শুনি-
য়া রক্ষা করে এবং সহিষ্ণুতা পূর্ব্বক ফল উৎপন্ন করে।